প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : অর্ধেন্দু দত্ত

বাঁধাই : আনন্দ বাইন্ডিং ওয়ার্কস

প্রথম সংস্করণ : মে, ১৯৫৬

ফুটবল খেলোয়াড়

রেফারী

ও

দর্শকদের

উদ্দেশে

—লেখক

লেখকের কথা

'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের উৎসাহে এবং সাংবাদিক-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ফুটবলের আইন-কানুন সম্বন্ধে 'দেশ' পত্রিকায় লেখার সূচনা। পরে কয়েকজন রেফারী বন্ধু ও বহু পাঠকের অনুরোধে "ফুটবলের আইন-কানুন"-এর পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ।

এখানে বলা প্রয়োজন, মূল আইন, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত, রেফারী, খেলোয়াড় ও সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ আন্তর্জাতিক আইন বই-এর নতুন সংস্করণ থেকে গৃহীত। মন্তব্য, ভাষ্য, জ্ঞাতব্য ও অন্যান্য বিষয় লেখকের নিজস্ব।

ইংলণ্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীডেনিস ফলোজ, এফ, এ, প্রকাশিত বিভিন্ন আইন বই-এর ডায়গ্রাম ও চিত্র ছাপার অনুমতি দিয়ে, এবং 'ফিফা'র সভাপতি স্যার স্ট্যান্‌লী রউস ও ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত অনুমতি পাবার ব্যাপারে সাহায্য করে, আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

'নো দি গেম' (Know The Game) বই-এর অনুকরণে আইনের ব্যাখ্যা-চিত্র ও প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শিল্পিবন্ধু অর্ধেন্দু দত্ত। অন্তরালে থেকে যে সব শুভানুধ্যায়ী এই বই প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবার কাছেই ঋণ স্বীকার করছি।

'ফুটবলের আইন-কানুন' রচনায়
যে-সব বই থেকে বিষয় ও ছবির সাহায্য
নেওয়া হয়েছে

"রেফারীজ চার্ট এণ্ড প্লেয়ার্স গাইড টু দি লজ অফ দি গেম"
"নো দি গেম—দি লজ অফ্ অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল"
"এফ. এ. গাইড ফর রেফারীজ অ্যাণ্ড লাইন্সমেন"
"হাউ টু বিকাম এ রেফারী"—এফ. এ.
"গাইড ফর রেফারীজ"—ফিফা
"বি ইওর ওন রেফারী"—টম স্মিথ
"সকার কুইজ"—ভিক্টর রে
"ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস"
"রেফারিং রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড"—আর্থার এলিস
"ফিফা বুলেটিন"

লেখকের অপর গ্রন্থ

"খেলাধুলায় বাংলার মেয়ে"

ভূমিকা

আইনের আঙিনায় আলখাল্লা পরে নিত্য যাঁদের যাতায়াত তেমন একজন বুদ্ধিজীবী আইন-ব্যবসায়ী আমাকে রেফারীশিপ পরীক্ষার আগে ফুটবলের আইন-বই পড়তে দেখে উপহাস করে বলেছিলেন—'খেলাধুলার আবার আইন, তার আবার পরীক্ষা। কি আছে ওতে? গোলের মধ্যে বল গেলে গোল, গায়ে লাথি মারলে ফাউল, হাতে বল লাগলে হ্যান্ডবল। এত পড়াশুনা বা মুখস্থ করার কি আছে?'

কথাটা শুনে সেই বৃষ্টিবিন্দুর কথা মনে হয়েছিল, যে সাগরে পড়বার আগে সাগরে হারিয়ে যাবে বলে কেঁদে ফেলেছিল। সাগর তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল, 'ভয় নেই ভাই, আমার মধ্যে পড়লে তুমিও সাগর হয়ে যাবে।'

আইনের সমুদ্রে যাঁরা অহর্নিশ সাঁতার কাটেন, তাঁদের কাছে ফুটবল আইনের চটি বই বৃষ্টিবিন্দু কেন, শিশিরবিন্দুর সমান। কিন্তু আইনে পরিণত হয়ে ঐ বই-ই যে আইনের সমুদ্র হয়ে গিয়েছে, ভুক্তভোগীরা সেটা ভালভাবেই জানেন।

সবিনয়ে নিবেদন করছি, রেফারীশিপ পরীক্ষায় পাস করেছি, কিন্তু পুরো নম্বর পাইনি। এ পর্যন্ত কেউ পেয়েছেন বলেও আমার জানা নেই।

মাত্র ৩৮ পাতার একখানি চটি বই, ইংরাজী ছোট টাইপে ছাপা। আইনের ধারা মাত্র ১৭টি। উপধারা ও ব্যাখ্যা অবশ্য প্রচুর। প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠিন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা না, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্ত। রেফারী হবার জন্য তিন রকমের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক। বেশ শক্ত পরীক্ষা। একটি প্রশ্ন ভুল করার অর্থ খেলার ক্ষেত্রে একটি ভুল সিদ্ধান্ত করে গোলমালকে টেনে আনা। আর দর্শকদের দ্বারা দ্বিতীয়বার বাপ-ঠাকুর্দার আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করা। সুতরাং আইন সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রত্যুৎপন্নমতি রেফারীদের পক্ষে অপরিহার্য।

ফুটবলের আকারও যেমন গোল, তেমন এ খেলায় সবচেয়ে বেশী গণ্ডগোল। ক্রিকেট এবং হকি বলের আকারও গোল। বোধ করি আকার ছোট বলে, ক্রিকেট ও হকিতে গণ্ডগোলের মাত্রা কম। আকার বড় বলে ফুটবলে গণ্ডগোলের বেশী বহর। অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ নিয়েও টানাটানি। অশান্তির তো অভাব নেই।

ফুটবল খেলার রেফারিং-এ সুনাম অর্জন করেছেন, এমন রেফারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। যেখানে দর্শকদের মধ্যে আছে ক্লাবমোহ, দর্শকরা আইন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, প্রিয় দলের পরাজয়ে অশান্ত, সেখানে রেফারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ থাকবেই।

স্বীকার করি, রেফারীরা অনেক সময় ভুল করেন। কিন্তু ভুলের ক্ষেত্র ছাড়াও তো গোলমালের অভাব হয় না। যে পরিবেশের মধ্যে রেফারীদের খেলা পরিচালনা করতে হয়, সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় চোখের নিমিষে, বিরুদ্ধবাদীদের কর্ণবিদারী চীৎকারের কথা স্মরণ রেখে। এ ক্ষেত্রে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে তারাও তো মানুষ। মানুষ মাত্রেরই

ভুল আছে। তবে দেখতে হবে, এই ভুল মারাত্মক ধরনের না হয়, আর পক্ষপাতের সামান্যতম আভাসও যেন না থাকে।

মাঠের মধ্যে সম্রাটের সম্মান

রেফারীদেরও স্মরণ রাখা দরকার—ফুটবলের আইন খেলার মাঠে তাঁদের সম্রাটের সম্মান দিয়েছে। খেলার ফলাফল সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না' কথাটা বোধ হয় ফুটবল রেফারীদের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে প্রযোজ্য। নিম্ন আদালতে মকদ্দমায় হেরে গেলে উচ্চ আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনার বিধান আছে, সেখানে হারলে হাই কোর্ট আছে, সুপ্রিম কোর্ট আছে। কিন্তু ফুটবলের আইনে রেফারীরাই বিচারের সুপ্রিম কোর্ট। তাঁরা যতক্ষণ না নিজেদের ভুল স্বীকার করেন ততক্ষণ খেলাধূলার পরিচালক সমিতির কিছুই করার নেই। ফুটবল আইন রেফারীর হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়েছে; খেলার সময় রেফারী মাঠের হর্তাকর্তা-বিধাতা।

যে আইন রেফারীকে এত ক্ষমতা দিয়েছে, যে আইনের বলে রেফারীর চূড়ান্ত বিচারকের সম্মান, সেই আইনের যাতে অপপ্রয়োগ না ঘটে, যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই রেফারীরা খেলা পরিচালনা করেন। তবু ভুল হয়, আবার বিনা ভুলেও ভুলের মাশুল গুনতে হয়। রেফারীদের কর্তব্য অনেকটা বিধবার একাদশী ব্রত পালন করার মত। ব্রত পালন করলে পুণ্য নেই, না করলে পাপ। রেফারীরা যদি সত্যি সত্যিই সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করেন কেউ তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য বড় একটা এগিয়ে আসে না। কিন্তু ভুল করলে তাঁর 'মুণ্ডপাতের' জন্য লোকের অভাব হয় না।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, ফুটবল খেলায় যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তার অধিকাংশের মূলে থাকে রেফারীর দুর্বল পরিচালনা এবং আইন সম্বন্ধে দর্শকদের ভুল ধারণা। দর্শকদের মত বহু খেলোয়াড়েরও ফুটবল আইন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান নেই—আবার আইনের খুঁটিনাটি বিষয়ও বহু দর্শক এবং খেলোয়াড়ের নখদর্পণে। 'দুঃখের বিষয়, এদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে ফুটবল খেলায় অবিরাম অশান্তি।

আইনের অর্থ ও আইন প্রণয়নের অধিকার

আইনের ধারা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার আগে আইন অর্থাৎ 'ল' কথাটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

চেম্বার্সের অভিধান অনুযায়ী Law শব্দের অর্থঃ "a rule of action established by authority: that which is Lawful"

অর্থাৎ উচ্চতম ক্ষমতাবিশিষ্ট সঙ্ঘ, সমিতি বা শাসন পরিচালকদের দ্বারা প্রণীত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী এবং অনুশাসন-বিধি। ফুটবলের উচ্চতম ক্ষমতাবিশিষ্ট সঙ্ঘ কে? না, "ফেডারেশন ইন্টারন্যাশন্যাল দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।" সংক্ষেপে যার নাম 'ফিফা' (FIFA)।

ফুটবল খেলার আইন তৈরীর ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব কিন্তু 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের'—আইন বইয়ে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত নামে যাদের ভাষ্য সর্বজন-স্বীকৃত।

সর্বত্র যাতে একই নিয়মে ফুটবল খেলা পরিচালিত হয় তার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যাণ্ড—এই চারটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৮৮২ সালে এই বোর্ডের সৃষ্টি।

অবশ্যই 'ফিফা'-র একটি পৃথক রেফারীজ কমিটি আছে—এই কমিটির সদস্যরা বছরে একবার করে একসঙ্গে মিলিত হয়ে আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেন, প্রয়োজনমত আইনের রদবদল করেন। এঁদের সিদ্ধান্ত ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের পূর্ণ সমর্থন পায়।

আইনের ব্যাপারে 'ফিফা' এই বোর্ডের সভ্য সংস্থা। আবার ফিফার সিদ্ধান্ত বোর্ড মানতে বাধ্য। তাই পৃথিবীর সর্বত্র ফুটবলের একই আইন প্রচলিত। এমন কি, পেশাদার-অপেশাদার, সিনিয়র-জুনিয়র, প্রীতি ও প্রতিযোগিতার খেলা—সর্বত্র একই আইন প্রযোজ্য।

ন্যায়-নীতি আইনের ভিত্তি

তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধিই নাকি আইনের মূল ভিত্তি। সাধারণ ক্ষেত্রে তো বটেই, খেলাধূলার ক্ষেত্রেও। কিন্তু খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য এবং ন্যায়নীতির উপরই আইনের চুলচেরা বিচার, আইনের মর্যাদা। ন্যায়নীতিই আইনের ভিত্তি। ধরুন, আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি হল—পাঁচশো টাকার বদলে আপনি আমাকে একটি ঘোড়া দেবেন। টাকাটা নিয়ে ঘোড়া দেবার সময় আপনি আমাকে একখানি ঘোড়ার ছবি দিলেন বা দিলেন একটি কাঠের খেলনা-ঘোড়া। আমি বললাম, এ কি! ঘোড়া কই? আপনি বললেন, চুক্তিতে তো কি ধরনের ঘোড়ার উল্লেখ নেই, সুতরাং পাঁচশো টাকার বিনিময়ে ওটাই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আমি যদি আইনের আশ্রয় নিই, আপনার যুক্তি টিকবে কি?

তখন আলখাল্লা-পরা আইনের ব্যবসায়ীরা ঘোড়ার ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করবেন। ঘোড়ার সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ঘোড়ার সংজ্ঞা কি? না, এক ধরনের বিশেষ জীব যার প্রাণ আছে, যে দৌড়তে পারে, যার আকৃতি বিশেষ ধরনের ইত্যাদি। আপনি যা দিচ্ছেন তা ঘোড়া নয়—ঘোড়ার ছবি বা খেলনা-ঘোড়া।

তেমন ফুটবলের আইনেও প্রতিটি সংজ্ঞার চুলচেরা বিচার। আপনি মোহন-বাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে ইস্টবেঙ্গলের গোল লক্ষ করে একটি তীব্র শট করলেন, বলটি ক্রসবারে লেগে ফেটে গিয়ে গোলে প্রবেশ করল। রেফারী হিসাবে আমি কি সিদ্ধান্ত নেব? গোল দেব? না, গোল অগ্রাহ্য করব? যদি গোল দিই, ইস্টবেঙ্গলের উগ্র সমর্থকরা আমার ছাল ছাড়িয়ে নিতে চাইবে; যদি গোল না দিই, মোহনবাগানের উগ্র সমর্থকরা আমার ছাল ছাড়ানো মাংসের কাবাব বানাতে চাইবে। আমার অবস্থা হবে তখন মায়াবী মারীচের মত। হয় রামের হাতে, না হয় রাবণের হাতে মার খেতে হবে।

যাই হোক, আমার দুর্দশার অন্ত না থাকলেও ফুটবলের আইন কিন্তু আমার হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। আমি কোনভাবেই মোহনবাগানের স্বপক্ষে গোলের নির্দেশ

দিতে পারব না। কেন? না, যখন বলটির সব অংশ গোলে প্রবেশ করেছে তখন আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটি বিধিবদ্ধ "বল" নয়। বলের বিকৃত রূপ।

আইনে বলের সংজ্ঞায় মোটামুটি বলা হয়েছে—বলের আকার গোলাকার হবে এবং যার পরিধি ২৭ ইঞ্চির কম বা ২৮ ইঞ্চির বেশী হবে না। বল ফেটে গেলে নিশ্চয়ই সেটা গোলাকার থাকে না, পরিধিরও ব্যতিক্রম ঘটে, আর বায়ু তো বেরিয়ে যায়ই। অতএব ওটা আইনসম্মত বল নয়।

সুতরাং, এ ক্ষেত্রে আমাকে আর একটি নতুন বল নিয়ে যেখানটায় বল ফেটে গিয়েছিল সেখানে "ড্রপ" দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হবে।

ঠিক এমনিভাবে রেফারী বিপদে পড়বেন আরও বহু ক্ষেত্রে। ধরুন, বি এন রেলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড এরিয়ানের গোলকিপারকেও কাটিয়ে একেবারে ফাঁকা গোলে বল শট করলেন— অবধারিত গোল হবে, ভগবানেরও বাঁচানোর সাধ্য নেই। বলটি গোলে ঢুকছে এমন সময় এরিয়ানের মালী গোলের পেছন থেকে এসে বলটি থামিয়ে দিল। রেফারী হিসাবে আপনি কি করবেন? যদি গোল না দেন তবে বি এন রেলের সমর্থকরা কি আপনাকে রেলের চাকার নীচে ফেলতে চাইবে না? যদি গোলের নির্দেশ দেন, "আর্য" দলের সমর্থকরা দেবে আপনাকে অনার্যের অপবাদ। আপনার উভয় সঙ্কট।

যে সঙ্কটই হোক, আইন কিন্তু আপনার হাত ও মুখ বেঁধে দিয়েছে। বল গোলের মধ্যের গোল-লাইন পার হয়ে না গেলে আপনি কোনোভাবেই গোল দিতে পারছেন না।

এমন আরও বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে রেফারীকে সমস্যায় পড়তে হয়। আইনের ধারায় প্রায় সব কিছুর সমাধান আছে, বিধি-বিধান আছে। কিছু কিছু আছে অ-লিখিত অনুশাসন—রেফারীর উপর অর্পিত ক্ষমতা এবং তাঁর বিচার-বিবেচনার উপর যার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে।

আইনের মতই আইনের ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। সিদ্ধান্ত না জানা থাকলে সব কিছুই অপরিষ্কার থেকে যাবে। তা ছাড়া আইনের ধারাগুলি ভালভাবে বোঝবার জন্য রেফারী, সম্পাদক এবং খেলোয়াড়দের প্রতি যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার প্রয়োজন আরও বেশী। এ সবও আইনের অঙ্গ। সুতরাং প্রতিটি ধারা-উপধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে হবে। আইনের জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস, প্রত্যুৎপন্নমতি, শারীরিক ক্ষমতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি সন্দেহাতীত ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা রেফারী-জীবনের সাফল্যের সোপান।

আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, আইনের প্রয়োগ এবং মাঠের পরিবেশ—সব কিছুর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে খেলা পরিচালনা করাই ভাল রেফারীর বৈশিষ্ট্য। এতে খেলা দেখে দর্শকরা আনন্দ পায়, খেলার মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকে পারস্পরিক সৌহার্দ্য।

সূচীপত্র

ফুটবলের

আইন-কানুন

১ নম্বর আইন—খেলার মাঠ

॥ মূল আইন ॥

খেলার মাঠ, মাঠের আনুষঙ্গিক উপাদান এবং মাঠের মাপজোক এই লেখার সঙ্গে (পরের পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত নক্সা অনুযায়ী হবে :—

(১) **আয়তন**—ফুটবল খেলার মাঠ হবে সমকোণ চতুর্ভুজ। লম্বা দিক ১০০ গজের কম বা ১৩০ গজের বেশী হবে না, আর চওড়া দিক ১০০ গজের বেশী বা ৫০ গজের কম হবে না। (আন্তর্জাতিক খেলার মাঠ কমপক্ষে ১১০ গজ এবং সবচেয়ে বেশী ১২০ গজ দীর্ঘ হবে, আর প্রস্থ হবে কমপক্ষে ৭০ গজ, সবচেয়ে বেশী ৮০ গজ)। সব ক্ষেত্রেই মাঠের দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে বেশী হবে।

(২) **দাগ টেনে মাঠ চিহ্নিত করা**—মাঠটিকে স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত করতে হবে। এই রেখা বা লাইন ৫ ইঞ্চির বেশী চওড়া হবে না কিংবা ইংরাজী 'V' অক্ষরের মত কোণ করে মাটি খুঁড়ে রেখা করা যাবে না। মাঠের দীর্ঘ অর্থাৎ লম্বালম্বি দু' পাশের দুটি রেখার নাম টাচ্ লাইন এবং অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি রেখা অর্থাৎ দুই গোলের দিকের প্রস্থ রেখার নাম গোল-লাইন।

মাঠের চার কোণে চারটি পতাকা স্থাপন করতে হবে। পতাকার দণ্ড কিন্তু উচ্চতায় ৫ ফুটের কম হবে না, দণ্ডের মাথার দিকও সূঁচালো হবে না। ঠিক এই ধরনের আর দুটি পতাকা মাঠের মধ্য-রেখার (হাফওয়ে লাইন)-দুইপ্রান্তে এবং টাচ্ লাইন থেকে মাঠের বাইরের দিকে অন্তত এক গজ দূরে স্থাপন করা যেতে পারে।

খেলার মাঠকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে আড়াআড়িভাবে একটি মধ্যরেখা টানতে হবে, যার নাম 'হাফওয়ে লাইন'। বেশ পরিষ্কার করে মাঠের কেন্দ্রকে (সেণ্টার) চিহ্নিত করতে হবে, আর কেন্দ্রবিন্দু থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকতে হবে একটি বৃত্ত।

(৩) **গোল-এরিয়া**—মাঠের দুই পাশে প্রতি গোলপোস্ট থেকে ৬ গজ দূরে গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে মাঠের ভেতর দিকে দুটি লাইন টেনে নিয়ে যেতে হবে। মাঠের মধ্যে ৬ গজ পর্যন্ত এসে এই দুটি লাইন গোল-লাইনের

১ নম্বর আইন—খেলার মাঠ
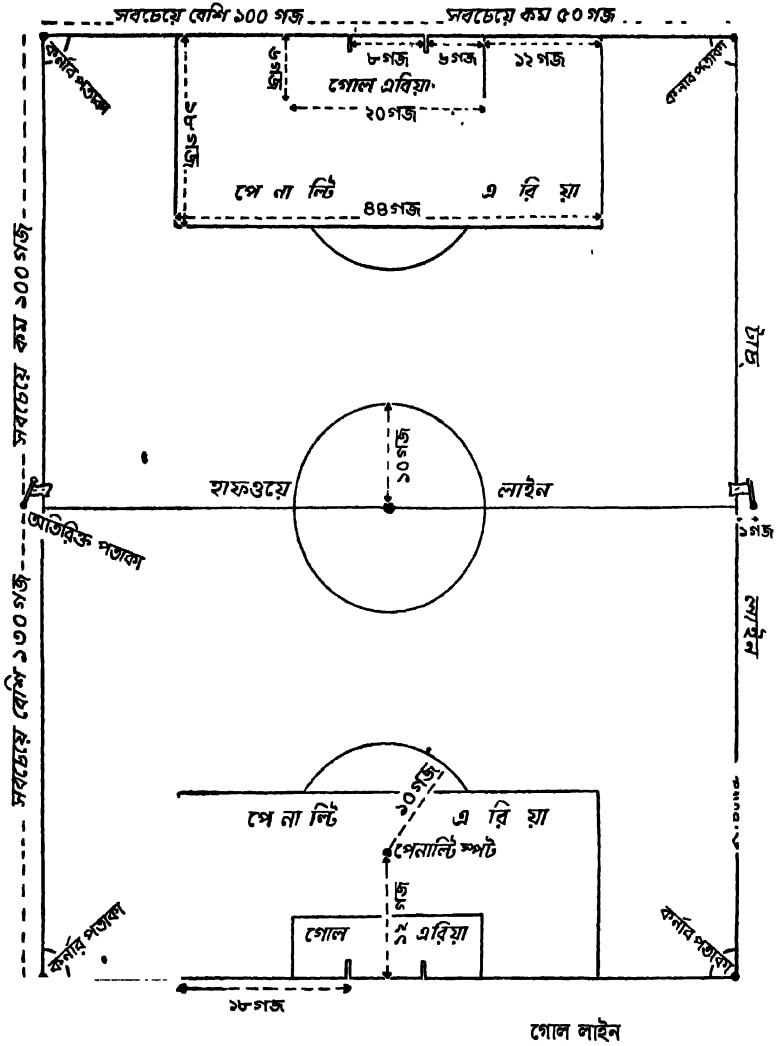
মাপজোকসহ ফুটবল মাঠের নক্সা

সেণ্টার সার্কেলের মধ্যের বিন্দু বিন্দু রেখা এবং নীচের পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে বিন্দু বিন্দু রেখা আঁকার প্রয়োজন হয় না। সেণ্টার সার্কেল, পেনাল্টি স্পট ও পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে বৃত্তের চাপ আঁকবার মাপের জন্যই বিন্দু রেখা দেখানো হয়েছে। মাঠের ৪ কোণের ৪ বিন্দুতে অবশ্যই কর্নার-পতাকা পুঁততে হবে।
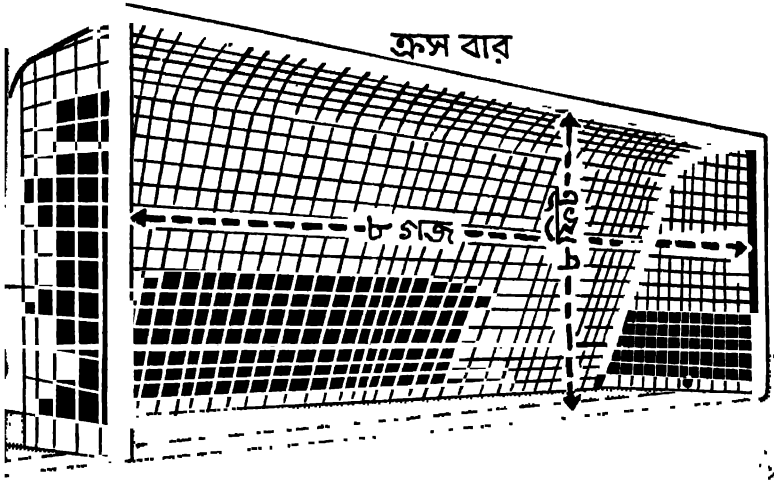
ালপোস্ট ও ক্রসবারের মাপ এবং গোলে জাল খাটাবার পদ্ধতি। গোলে জাল খাটানো াধ্যতামূলক নয়। কিন্তু জাল খাটাতে হলে এমনভাবে খাটাতে হবে যাতে গোলের মধ্যে গোল-কিপারের নড়াচড়ার কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।

ংগে সমান্তরাল করে আঁকা তৃতীয় লাইনের সংগে মিশে যাবে। গোল-লাইন ় এই তিনটি লাইন দিয়ে বেষ্টিত দুই গোলের সামনের জায়গাটুকুকে বলা হয় গাল-এরিয়া।

দুই গোল-লাইনের মধ্যবিন্দু থেকে গোল-লাইনের সংগে সমকোণ করে ১২ জ দূরে দুই পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে একটি করে পরিষ্কার চিহ্ন আঁকতে হবে সমকোণ করে কোন রেখা আঁকা চলবে না) এই দুই চিহ্ন হবে পেনাল্টি কিক রার জায়গা। দুটি পেনাল্টি কিক করার জায়গা থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পনাল্টি-এরিয়ার বাইরে দুটি চাপ আঁকতে হবে।

(৪) **পেনাল্টি-এরিয়া**—মাঠের দুই পাশে প্রতি গোলপোস্ট থেকে ১৮ গজ রে গোল-লাইনের সংগে সমকোণ করে মাঠের ভেতর দিকে দুটি লাইন টেনে য়ে যেতে হবে। মাঠের মধ্যে ১৮ গজ পর্যন্ত এসে এই দুটি লাইন গোল-াইনের সংগে সমান্তরালভাবে আঁকা তৃতীয় লাইনের সংগে মিশে যাবে। গোল-াইন ও এই তিনটি লাইন দিয়ে ঘেরা দুই গোলের সামনের জায়গাকে বলা হয় পনাল্টি-এরিয়া।

(৫) **কর্নার-এরিয়া**—প্রত্যেক কর্নার পতাকার দণ্ডকে কেন্দ্র করে এবং ১ ব্যাসার্ধ নিয়ে মাঠের ভেতরের দিকে চাপ আঁকতে হবে।
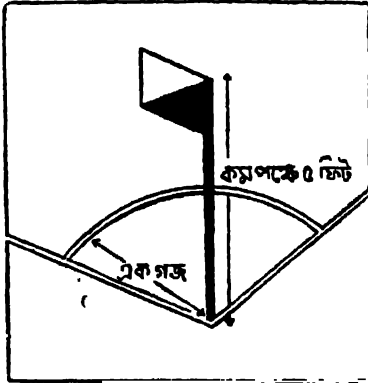
কর্নার-এরিয়া। কর্নার-পতাকাদণ্ডকে করে একগজ ব্যাসার্ধ নিয়ে যে চাপ আঁকা সেইটাই হবে কর্নার-এরিয়া। কর্নার-প দণ্ড ৫ ফুটের কম হবে না।

(৬) **গোল**—প্রত্যেক গোল-লাইনের মাঝখানে গোলপোস্ট স্থাপন কর হবে। প্রতি গোল-লাইনের উপর এমনভাবে দুটি সোজা খুঁটি পুঁততে হবে য কর্নার পতাকাদণ্ড থেকে দুটি খুঁটি সমান দূরে থাকে, আর দুই খুঁটির ম থাকে ৮ গজ ব্যবধান (ভিতরকার মাপ)। মাটি থেকে ৮ ফুট উঁচুতে এক সরল ক্রসবার দুই খুঁটির দুই মুখের সঙ্গে এমনভাবে জুড়তে হবে যাতে ঐ বারের নিচ থেকে মাটি পর্যন্ত ৮ ফুটই ব্যবধান থাকে। গোলপোস্ট ও ক্রসবা ঘনত্ব ও চওড়া ৫ ইঞ্চির বেশী হবে না।

গোলের পেছন দিকে গোলপোস্ট, ক্রসবার ও মাটির সঙ্গে জাল (গোল- খাটানো যেতে পারে। জাল দুটি বেশ ভালভাবে খাটানো উচিত এবং এ খাটানো উচিত যাতে গোলকিপারের চলাফেরার কোন অসুবিধা না হয়।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) আন্তর্জাতিক খেলায় মাঠের মাপ হবে: সবচেয়ে বড় ১১০×৭৫ মি সবচেয়ে ছোট ১০০×৬৪ মিটার।

(২) জাতীয় সঙ্ঘগুলিকে অবশ্যই এই আয়তনে মাঠ প্রস্তুত করতে এবং আন্তর্জাতিক খেলার উদ্যোক্তা অ্যাসোসিয়েশন অবশ্যই খেলার আগে আগ অ্যাসোসিয়েশনকে কোথায় খেলা হবে এবং মাঠের মাপ কি তা জানিয়ে

(৩) আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ ফুটবল খেলার আইন অনুযায়ী মাঠের মাপজোক ন্ধে নীচের লেখা টেবলে গজ থেকে মিটারের রূপান্তর অনুমোদন করেছেন:—

১৩০ গজ	:	১২০	মিটার	১০ গজ		৯·১৫	মিটার
১২০ গজ	:	১১০	মিটার	৮ গজ		৭·৩২	মিটার
১১০ গজ	:	১০০	মিটার	৬ গজ		৫·৫০	মিটার
১০০ গজ	:	৯০	মিটার	১ গজ		১	মিটার
৮০ গজ	:	৭৫	মিটার	৮ ফিট		২·৪৪	মিটার
৭০ গজ	:	৬৪	মিটার	৫ ফিট		১·৫০	মিটার
৫০ গজ	:	৪৫	মিটার	২৮ ইঞ্চি		০·৭১	মিটার
১৮ গজ	:	১৬·৫০	মিটার	২৭ ইঞ্চি		০·৬৮	মিটার
১২ গজ	:	১১	মিটার	৫ ইঞ্চি		০·১২৪	মিটার

(৪) গোলপোস্ট ও ক্রসবারের ঘনত্ব ও প্রস্থের সমান করে (৫ ইঞ্চি বা ১২ মিঃ) গোল লাইন আঁকতে হবে, যাতে করে গোল লাইন ও গোলপোস্টের ন্তর্মুখ ও বহির্মুখ সমান সমান থাকে।

(৫) গোল-এরিয়া চিহ্নিত করবার জন্য ৬ গজের মাপ এবং পেনাল্টি এরিয়ার ন্য ১৮ গজের মাপ গোললাইনের উপরে এবং অবশ্যই গোলপোস্টের ভেতরের কের প্রান্ত থেকে আরম্ভ হবে।

(৬) মাঠের মধ্যের এরিয়ার (গোল-এরিয়া, পেনাল্টি-এরিয়া ইত্যাদি) মাপের ধ্যে এরিয়ার লাইনগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

(৭) প্রত্যেক অ্যাসোসিয়েশন নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বহার করবে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক খেলায় সমস্ত নিয়ম-কানুন ও আইন থাযথভাবে পালন করতে হবে এবং বলের আকার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র অবশ্যই াইন-মাফিক হবে। নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী খেলার উপকরণাদি সরবরাহ করা না লে সে ঘটনা অবশ্যই ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশনাল দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে নাতে হবে।

(৮) ক্রসবার স্থানচ্যুত হলে, অথবা ভেঙে গেলে, যদি ক্রসবার বদলের সুযোগ া থাকে; অথবা খেলোয়াড়ের বিপদ না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে, ক্রসবার যথাস্থানে থাপন না করা যায়, তবে প্রতিযোগিতার খেলা হলে খেলাটি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে।

(৯) খেলা শেষ করার জন্য ক্রসবারের বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার অনুমোদন রা যাবে না।

(১০) গোল-পোস্ট ও ক্রসবারের মাপ ঠিক রেখে, অর্থাৎ চওড়া ও ঘনত্ব ৫ ঞ্চির (১২ সেণ্টিমিটার) বেশী না বাড়িয়ে গোলপোস্ট ও ক্রসবার গোলাকার, া, তিনকোনা, অর্ধগোলাকার প্রভৃতি আকারের করা যেতে পারে।

(১১) আন্তর্জাতিক খেলার ক্ষেত্রে মূল খেলা আরম্ভের আগে অন্য অনুষ্ঠান খেলার দিন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও মধ্যে পূর্বচুক্তি অনুযায়ী হতে পারে। তবে মাঠের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে

(১২) বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খেলার জন্য আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ অ্যাসোসিয়েশনকে মাঠে ফটোগ্রাফার কম রাখার পরামর্শ দিয়েছেন এবং গে লাইন থেকে অন্তত ২ মিটার দূরে এবং ১০ মিটারের মধ্যে এবং গোললাইন টাচলাইনের সংযোগস্থানের কোণ থেকেও সমান দূরে ফটোগ্রাফারদের জন্য জায়গ নির্দিষ্ট করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং জাতীয় সঙ্ঘকে নজর রাখতে যাতে ফটোগ্রাফাররা এই লাইন অতিক্রম করতে এবং ফটো তোলার জন্য জ্বালতে না পারে।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

সব কিছু ঠিক আছে কিনা তা দেখে-শুনে নেবার জন্য খেলা আরম্ভের সম বেশ কিছু আগে মাঠে উপস্থিত হবেন। যদি খারাপ আবহাওয়ার দরুন কি কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য মাঠের অবস্থা এমন হয় যে, সে মাঠে খেলা করলে খেলোয়াড়দের বিপদ হতে পারে তবে খেলা আরম্ভ করবেন না। য মাঠের মাপজোকের দাগ ঠিকমত টানা না থাকে তবে সময় হাতে থাকলে দ টানিয়ে নেবেন।

মাঠের পতাকা-দণ্ডের উচ্চতা যেন কোনমতেই ৫ ফুটের কম না হয়। ছে পতাকাদণ্ড খেলোয়াড়দের পক্ষে বিপজ্জনক।

ক্রসবারের বদলে ফিতে বা শক্ত নয় এমন ধরনের কোন জিনিস ব্যবহার কর দেবেন না।

গোলপোস্টে সাদা রং লাগানো উচিত।

প্রত্যেক খেলা আরম্ভের আগে গোলের জাল পরীক্ষা করবেন। দেখবেন জ যেন মাটির সঙ্গে ভালভাবে যুক্ত থাকে এবং জাল ছেঁড়া না থাকে।

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥

খেলোয়াড়দের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কর্নার কিক করার জন্য এবং কোনরক সংঘর্ষের বিপদ এড়াবার জন্য মাঠের টাচ-লাইন ও মাঠের পরিবেষ্টনীর বেড় মধ্যে যথেষ্ট জায়গা রাখা উচিত।

১১৫ গজ লম্বা ও ৭৫ গজ চওড়া মাপের মাঠই সাধারণত খেলার পক্ষে প উপযোগী মাঠ। কিন্তু যে প্রতিযোগিতায় ক্লাবগুলি যোগ দিচ্ছে সেই প্রতিযোগিত নিয়ম মানা উচিত।

যে ক্লাবের মাঠে খেলা হবে সেই ক্লাব মাঠের দাগ ঠিকমত টানার জন্য দায় যদি প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সম্ভবপর হয় তবে "হাফ-টাইমের" বিরতির গোল-লাইন এবং পেনাল্টি-এরিয়ার লাইনগুলি আবার স্পষ্ট করে টেনে নেও উচিত।

হালকা রঙের পতাকা ব্যবহার করা যুক্তিসংগত।

গোল-এরিয়া ও পেনাল্টি-এরিয়া চিহ্নিত করবার জন্য গোল-লাইনের উপরে যে মাপ হবে সে মাপ প্রতি গোলপোস্টের ভেতরের দিকের প্রান্ত থেকে আরম্ভ করতে হবে।

গোলপোস্টে সাদা রং লাগানো উচিত।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

খেলার আইন-কানুন খুব ভালভাবে জেনে রাখুন। তা হলেই আপনারা সত্যিই ভাল খেলতে এবং খেলা থেকে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারবেন। যদি রেফারীর ক্ষমতা এবং খেলার আইন-কানুন সম্পর্কে সমস্ত খেলোয়াড়দের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তবে খেলার সময় গোলমালের সংখ্যা খুবই কমে যাবে। আইনকানুন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবের জন্যই খেলোয়াড়দের সতর্ক করার প্রয়োজন হয়।

হাত দিয়ে বল ধরতে গিয়ে বা শট প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেক গোলরক্ষক অনেক সময় ইচ্ছে করে ক্রসবার ধরে ঝুলে পড়েন। ক্রসবারও নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। গোলরক্ষকের এই কাজ অন্যায় আচরণের পর্যায়ে পড়ে।

॥ স্কুল ছাত্রদের মাঠের মাপ ॥

স্কুল ছাত্রদের ফুটবল খেলার জন্য সবচেয়ে ছোট মাঠের মাপ ৮০ গজ×৬০ গজ এবং ছোট ছোট স্কুল ছাত্রদের খেলার জন্য সব চেয়ে ছোট মাঠের মাপ ৭০ গজ × ৫০ গজ করার সুপারিশ করা হয়েছে। ছোট ছোট স্কুল ছাত্রদের মাঠের গোলপোস্টের উচ্চতা ৬ ফুট করার সুপারিশ আছে। দুই গোলপোস্টের ব্যবধানও কম করা যেতে পারে।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

এরিয়া ও দাগ—মাঠের লম্বা ও চওড়ার হেরফের হলেও বিভিন্ন এরিয়ার মাপজোকের কোন হেরফের হবে না। অর্থাৎ, গোল-এরিয়া, পেনাল্টি-এরিয়া, দুই গোল-পোস্টের ব্যবধান, গোল-পোস্ট, ক্রসবার, বৃত্তের ব্যাস—সবই আইনে লেখা মাপমত হবে।

প্রতি এরিয়ার জন্য টানা দাগকে সেই এরিয়ার মধ্যে বলে ধরতে হবে। গোল-লাইন, টাচ-লাইন এবং মাঠের সমস্ত লাইনের দাগ আড়াই ইঞ্চি থেকে পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোনমতেই পাঁচ ইঞ্চির বেশী হবে না। বৃষ্টিতে লাইনের দাগ ধুয়ে-মুছে গেলে আবার টানিয়ে নিতে হয়। বিশ্রাম সময়ে এবং প্রয়োজন হলে অন্য সময়েও দাগ টানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। **মাপজোকের দাগ না থাকলে খেলা হতে পারে না।**

গোল-নেট ও গোল-জাজ—গোল-নেট বাধ্যতামূলক নয়। গোল-নেট না হলেও খেলা হতে পারে। তাই বলে ফুটবল আইনে গোল-জাজের কোন ব্যবস্থা নেই।

ক্রসবারে দড়ির ব্যবহার আইনবিরুদ্ধ—ক্রসবারের বদলে দড়ি বা ঐ ধরনের কোন জিনিস ব্যবহার করা চলে না। ক্রসবার যদি ভেঙ্গে যায় এবং তা বদল করবার মত সুযোগ ও সময় হাতে থাকে তবে খেলার মধ্যে বদল করে নেওয়া যেতে পারে।

কর্নার-পতাকা—কর্নার পতাকা বাধ্যতামূলক। **কর্নার-কিকের সময় পতাকা সরানো চলে না, পতাকা যথাস্থানে রেখেই কর্নার-কিক করতে হয়।** হাফওয়ে লাইনের দুই পাশের পতাকা বাধ্যতামূলক নয়। পতাকার দণ্ড কোনভাবেই ৫ ফুটের খাটো হবে না, মাথার দিক সূঁচালো হবে না।

রেফারীর অধিকার—বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে মাঠ খেলার অনুপযোগী কিনা সে প্রশ্নের বিচার বিবেচনার অধিকারী একমাত্র খেলার নির্বাচিত রেফারী।

২ নম্বর আইন—বল

॥ মূল আইন ॥

বলের আকার হবে গোল। বলের বাইরের দিকের আবরণ চামড়া দিয়ে তৈরি করতে হবে এবং এমন কোন জিনিস ব্যবহার করা চলবে না, খেলোয়াড়দের পক্ষে যা বিপদের কারণ হতে পারে।

বলের পরিধি ২৭ ইঞ্চির কম বা ২৮ ইঞ্চির বেশী হবে না। খেলা আরম্ভের সময় বলের ওজন ১৬ আউন্সের বেশী বা ১৪ আউন্সের কম হবে না এবং রেফারীর অনুমোদন ছাড়া খেলার মধ্যে কোন সময়ই বল বদল হবে না।
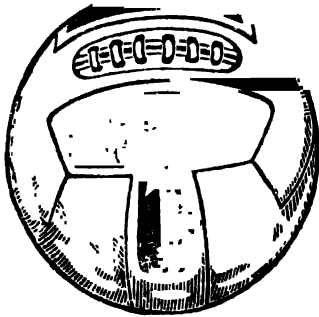
লেস-যুক্ত বল
বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে লেস বাঁধার যায়গায় দুই মুখ যেন মিশে থাকে এবং লেসের বাড়তি অংশ বেরিয়ে না থাকে।

ভাল্ব্ টিউবের বল
এ বলে লেস বাঁধার কোন বালাই নেই।

॥ আন্তর্জাতিক সংঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) যে কোন খেলায় ব্যবহৃত বলকে অ্যাসোসিয়েশনের বা যে ক্লাবের মাঠে খেলা হচ্ছে সেই ক্লাবের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং খেলার শেষে অবশ্যই রেফারীর কাছে বল ফেরত দিতে হবে।

(২) দুই নম্বর আইনে বলের বাইরের আবরণ সম্পর্কে চামড়া ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। ফুটবলের বাইরের আবরণে অন্য কোন জিনিস (রবার ইত্যাদি) কোনভাবেই ব্যবহার করা চলবে না।

(৩) আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ আইন অনুযায়ী বলের ওজনের এই রূপান্তর অনুমোদন করেছেনঃ

১৪ থেকে ১৬ আউন্স=৩৯৬ থেকে ৪৫৩ গ্রাম।

(৪) যদি খেলার সময় বল ফেটে যায় কিংবা আকারের বিকৃতি ঘটে তবে খেলা বন্ধ করতে হবে এবং যে জায়গায় বল অকেজো হয়ে পড়বে সেখানে নতুন বল 'ড্রপ' দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করতে হবে।

(৫) যদি খেলা বন্ধ থাকা সময়ে (প্লেস-কিক, গোল-কিক, কর্নার-কিক, ফ্রি-কিক, পেনাল্টি-কিক কিংবা থ্রো-ইন) বল অকেজো হয় তবে নিয়মমত খেলা আরম্ভ হবে।

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥

যে ক্লাবের মাঠে খেলা হবে সেই ক্লাবের বল সরবরাহ করা উচিত। বল যেন হাওয়ার দ্বারা পূর্ণ থাকে। হাতের কাছে অতিরিক্ত বল মজুত রাখবেন।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

বল দুই রকমের—(১) লেসযুক্ত, (২) ভাল্ব টিউবের। দুই রকমের বলই আইনসম্মত।

বলের রং—আইনে কিছু উল্লেখ নেই। তবে সাধারণত ব্রাউন, অরেঞ্জ ও সাদা রঙের বল ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

লেসিং—এমনভাবে লেস বাঁধতে হবে যা খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক না হয় বা যাতে বলের আকারের বিকৃতি না ঘটে।

বলের পাম্প—আইনে কিছু উল্লেখ নেই। তবে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে ১৭ থেকে ১৮ পাউন্ড হাওয়ার চাপ থাকা উচিত।

স্কুল ছাত্রদের খেলার বল—৪ নম্বর সাইজ। যার পরিধি হবে ২৫ থেকে ২৬ ইঞ্চি এবং খেলা আরম্ভের সময় ওজন থাকবে ১২ থেকে ১৩ আউন্স। আরও ছোট ছেলেদের জন্য বিবেচনা মত আরও ছোট আকারের বল ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

বলের-আকারের বিকৃতি—সব সময় মনে রাখতে হবে বল ফেটে গেলে, কিংবা বলের আকারের বিকৃতি ঘটলে, অথবা হাওয়া বেরিয়ে গেলে সে বল আর আইন-মাফিক বল থাকে না। সুতরাং গোলে প্রবেশ করবার আগে গোলপোস্ট বা ক্রসবারে লেগে বল ফেটে গিয়ে গোলে প্রবেশ করলে সে গোলও আইন-সিদ্ধ গোল হবে না।

বলের আকার ছোট বড় হলেও সে বলে খেলা হতে পারে না। বলের ওজন বা আকার মাপবার জন্য রেফারীর কাছে তুলাদণ্ড বা ফিতে থাকে না। ক্লাব থেকেই বল সরবরাহ করা হয় এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষই বলের আকার ও ওজন মেপে রাখেন। রেফারীর সন্দেহ হলে অবশ্যই তিনি বল পরীক্ষা করে নিতে পারেন।

জলকাদার মাঠে বলের ওজন বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। খেলা আরম্ভের সময়ই ওজনের কথা আইনে বলা হয়েছে। অবশ্য আজকাল ওয়াটারপ্রুফ বলও পাওয়া যায়, জলকাদার মাঠে যার ওজনের বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।

বল বদল—রেফারীর অনুমতি ছাড়া খেলার সময় বল বদল করা চলে না সে কথা মূল আইনের ভাষার মধ্যেই আছে।

৩ নম্বর আইন—খেলোয়াড়ের সংখ্যা

॥ মূল আইন ॥

(১) দুই দলের মধ্যে খেলা হবে। কোন দলে ১১ জনের বেশী খেলোয়াড় থাকবে না। এই ১১ জনের মধ্যে একজন হবে গোলকিপার। খেলার সময় গোল-কিপারের সঙ্গে দলের অন্য যে কোন খেলোয়াড় জায়গা বদল করতে পারেন। কিন্তু এই বদলের আগে রেফারীকে বদলের কথা জানাতে হবে।

(২) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের যদি অনুমোদন থাকে তবে প্রতি-যোগিতার খেলার সময় আহত বা আর খেলতে অক্ষম খেলোয়াড়ের জায়গায় বদলী খেলোয়াড় হিসাবে নতুন খেলোয়াড়কে খেলাবার অনুমতি দেওয়া হবে।

(৩) প্রতিযোগিতার খেলা ছাড়া অন্য খেলায় খেলার সময় আহত খেলোয়াড়ের বদলে অন্য খেলোয়াড় খেলতে পারে, যদি খেলা আরম্ভের আগে দুই দল এমন ব্যবস্থায় রাজি হয়ে থাকে।

দণ্ড—যদি রেফারীকে না জানিয়ে খেলাব সময় কোন খেলোয়াড় গোল-কিপারের সঙ্গে জায়গা বদল করেন এবং তারপর পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বল খেলেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেওয়া হবে। খেলা চলার সময় যদি কোন খেলোয়াড় রেফারীর সম্মতি ছাড়া মাঠ থেকে বেরিয়ে যান (দুর্ঘটনা ছাড়া) তবে সেই খেলোয়াড় অভদ্র আচরণের দোষে দোষী হবেন।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) সর্বনিম্ন ক'জন খেলোয়াড় একটি দলে থাকতে পারে সেটা জাতীয় সঙ্ঘ অর্থাৎ যে অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় খেলা হয় তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

(২) আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের অভিমত : কোন দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে সে খেলা নিয়মমাফিক খেলা বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়।

(৩) যদি হাফ-টাইমের বিরতির সময় কোন দল গোলকিপার পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত করে তবে আবার খেলা আরম্ভের আগে অবশ্যই এই পরিবর্তনের কথা রেফারীকে জানাতে হবে।

(৪) যদি ৩ নম্বর আইনের ২ ও ৩ ধারা অনুযায়ী জাতীয় সঙ্ঘ অতিরিক্ত খেলোয়াড় দ্বারা নিয়মিত খেলোয়াড়ের পরিবর্তন অনুমোদন করেন তবে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের পরামর্শ হচ্ছে : খেলার যে কোন সময় গোলকিপার পরিবর্তন করা যাবে এবং আর মাত্র একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে প্রথমার্ধ শেষ হবার আগে পর্যন্ত, যাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে তিনি যদি আহত বা আর খেলতে অশক্ত হন। যাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে তিনি সত্যি সত্যিই আহত হয়েছেন কিনা বা আর খেলতে অক্ষম কিনা সেটা রেফারীর অনুমোদন-সাপেক্ষ।

(৫) এই নিয়মে পরিচালিত আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদানকারী জাতীয় সঙ্ঘ খেলা আরম্ভের আগে গোলকিপার হিসাবে যারা পরিবর্তিত হবে তাদের নাম বিনিময় করবেন।

(৬) যদি নিয়মমাফিকভাবে খেলা আরম্ভের আগে কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে তাঁর জায়গায় নতুন একজন খেলোয়াড়কে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কিক-অফের জন্য দেরি করা হবে না।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

খেলা আরম্ভের সময় দুই দলে কে কে গোলকিপার হিসাবে খেলছেন তা নোটবুকে লিখে রাখুন। গোলকিপার বদল কবার সংবাদ না জানা পর্যন্ত আর কোন খেলোয়াড়কে গোলকিপারের সুযোগ সুবিধা নিতে দেবেন না।

স্থানীয় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাদেশিক অ্যাসোসিয়েশনেব অনুমতি ছাড়া ছয়জন খেলোয়াড় নিয়ে প্রতিযোগিতাব খেলা (সিক্স-এ-সাইড গেম) বা অনিয়মিত প্রতিযোগিতার খেলা, যেখানে প্রবেশমূল্য নেওয়া হয়, সেসব খেলায় রেফারী হবেন না।

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥

প্রতি ক্লাব তার খেলোয়াডদের আচার-ব্যবহারের জন্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে দায়ী থাকবে।

সম্ভবপর হলে পোশাক-পরিচ্ছদ পরবার ঘর (ড্রেসিং রুম) থেকে মাঠ পর্যন্ত খেলোয়াড় ও খেলার পরিচালকদের জন্য একটি পৃথক রাস্তা রাখার ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাবগুলি যেসব প্রতিযোগিতাব খেলায় অংশ গ্রহণ করে সেইসব প্রতিযোগিতা নিয়মমত অনুমোদিত কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানবার দায়িত্ব ক্লাব সম্পাদকদের।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

মনে রাখবেন, খেলার সময় যদি গোলকিপার বদল করতে হয় তবে বদলের আগে অবশ্যই সে কথা রেফারীকে জানাতে হবে।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজনকে গোলকিপার হতেই হবে। **গোলকিপার না হলে খেলা আরম্ভ হতে পারে না।** কে গোলকিপার হিসাবে খেলছেন এবং তাঁর জামার রং অপর খেলোয়াড়দের চেয়ে আলাদা কিনা এইটুকু জানাই রেফারীর পক্ষে যথেষ্ট। গোলকিপার যদি তাঁর নিজের জায়গায় অর্থাৎ গোলে না খেলে এগিয়ে যান, রেফারীর কিছুই করণীয় নেই।

১১ জনের কম খেলোয়াড় নিয়েও একটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের অভিমত : কোন দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে সে খেলা নিয়মমাফিক খেলা বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়। অবশ্য এ সম্পর্কে জাতীয় সঙ্ঘ নিজেদের সুবিধামতো নিয়ম করতে পারেন।

খেলা আরম্ভে দেরী করা উচিত নয়—কোন দলের সব খেলোয়াড় মাঠে এসে না পৌঁছলেও কিক-অফে অর্থাৎ খেলা আরম্ভ করতে দেরী করা উচিত নয়।

গোলকিপার পরিবর্তন—গোলকিপারের সঙ্গে অন্য কোন খেলোয়াড় জায়গা বদল করে গোলে খেলতে চাইলে এই বদলের কথা আগেই রেফারীকে জানাতে হয়। যদিও আইনে খেলোয়াড়দেরই উপদেশ দেওয়া হয়েছে গোলকিপার বদলের কথা রেফারীকে জানাবার জন্য, তবু দলের কোচ বা ট্রেনারও বদলের কথা রেফারীকে জানাতে পারেন। রেফারীর জানাটাই আসল কথা। রেফারী এই পরিবর্তন মেনে নিতে বাধ্য। **এমন কি পেনাল্টি কিকের সময়েও।**

গোলকিপার যেখানে ইচ্ছা খেলতে পারেন—মনে রাখবেন, গোলকিপার, গোল-কিপার হিসাবে থেকেও যেখানে ইচ্ছে খেলতে পারেন, যে কোন কিক করতে পারেন। তবে পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে গিয়ে হাত দিয়ে বল ধরতে পারেন না। গোল-এরিয়া বা পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যেও গোলকিপার ফাউল করলে অপরাধ অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ইন্‌ডিরেক্ট ফ্রি-কিক বা পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দিতে হয়।

আহত খেলোয়াড় পরিবর্তনের ফাঁক—আহত খেলোয়াড়ের পরিবর্তনে অর্থাৎ মাঠের বাইরে থেকে নতুন খেলোয়াড়ের যোগদানে বেশ একটু ফাঁক রয়ে গেছে এবং এই ফাঁকের পথে আইনের অপব্যবহার করা হচ্ছে, যদিও আইনটি বাধ্যতা-মূলক নয়। আহত খেলোয়াড়ের পরিবর্তে বদলী খেলোয়াড় গ্রহণের আইন প্রয়োগ জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনের ইচ্ছাধীন। অবশ্য, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনও আইনটি গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৪-র অলিম্পিকে কিন্তু বদলী খেলোয়াড় গ্রহণের নিয়ম নেই।

যাই হোক, বদলী খেলোয়াড় গ্রহণের আইনে বলা হয়েছে :— রেফারীর অনুমোদন সাপেক্ষে আহত বা আর খেলতে অক্ষম গোলকিপারের বদলে অতিরিক্ত সময় সমেত খেলার যে কোন সময়ে একজন নতুন গোলকিপারকে খেলানো যাবে, আর শুধু প্রথমার্ধে আর একজন খেলোয়াড়কে বদল করা যাবে যদি কোন খেলোয়াড় আহত বা আর খেলতে অক্ষম হন। অর্থাৎ সারা খেলায় দু'জনের বেশী বদল করা যাবে না। গোলকিপারকে যে কোন সময়ে, আর একজন খেলোয়াড়কে বিশ্রামের বাঁশী বাজার আগে।

এখন কোন খেলোয়াড় সত্যি সত্যিই আহত হয়েছেন কিনা কিংবা আর খেলতে অক্ষম কিনা সেটা বিচার-বিবেচনার অধিকারী রেফারী। কিন্তু রেফারীরা তো

ডাক্তার নন। আর ডাক্তার হলেও যাঁরা অক্ষমতার 'ভান' করেন তাঁদের ক্ষমতাসম্পন্ন করার ক্ষমতা ডাক্তারেরও নেই। সুতরাং প্রতি খেলাতেই দেখা যায়, বিশ্রামের আগে একজন পরিশ্রান্ত খেলোয়াড়ের বদলে আর একজন নতুন খেলোয়াড় নতুন উদ্যম নিয়ে মাঠে নামেন। রেফারীর কিছুই করার থাকে না। আইনের ছিদ্রপথেই এই ফাঁকি চালু হয়ে গেছে।

কিন্তু আইনের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। যদি সত্যি সত্যিই কেউ আহত হন এবং প্রথম মিনিটেই আহত হন তবে সারাক্ষণ তাদের ১০ জনের উপর নির্ভর করে খেলা খুবই অসুবিধাজনক। আর গোলকিপারের মত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় আহত হলে তো বিপদের অন্ত থাকে না। তাই বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যই খেলোয়াড় পরিবর্তনের আইন পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ক্লাব সুযোগ পেয়ে সেই আইনের অপব্যবহার করছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র।

আইনের আরও বড় ফাঁক—এই আইনের ছিদ্রপথে গোল-কিপার বদল না করে দু'জন অপর খেলোয়াড়কেও বদল করা চলে। ধরুন, প্রথমার্ধে একজনকে বদল করা হল। দ্বিতীয়ার্ধে আর একজন খেলোয়াড় আহত হলেন কিংবা আহত না হয়েও গোল-কিপারের সঙ্গে জায়গা বদল করে খেলতে আরম্ভ করলেন। একটু পরেই ঐ খেলোয়াড় (গোল-কিপার) আহত হবার ভান করে রেফারীর অনুমতি নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। তাঁর বদলে নতুন গোল-কিপার হিসাবে খেলায় যোগ দিলেন একজন ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড়। এখন এই নতুন গোল-কিপার ও আগের গোল-কিপার আবার জায়গা বদল করে খেলতে আরম্ভ করলেন। অর্থাৎ দলের যিনি গোল-কিপার ছিলেন তিনি গোল-কিপার হিসাবেই দলে রইলেন, একজন অক্ষম খেলোয়াড়ের বদলে দলে এলেন একজন সক্ষম ফরোয়ার্ড।

ফাঁকির রক্ষা-কবচ—অবশ্য আন্তর্জাতিক খেলায় এই ফাঁকির রক্ষা-কবচ হিসাবে সম্ভাবিত গোলকিপার হিসাবে যাঁরা পরিবর্তিত হবেন, তাঁদের নাম খেলার আগে পেশ করতে বলা হয়েছে।

বদল হলে আর খেলা চলে না—এই আইন সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন, আহত খেলোয়াড়ের বদলে নতুন খেলোয়াড় মাঠে নামলে আহত খেলোয়াড়ের আঘাতের চোট প্রশমিত হলেও তাঁর আর খেলায় অংশ গ্রহণের অধিকার থাকে না। যদি বদলী হিসাবে নতুন খেলোয়াড় মাঠে না নামেন তবে খেলার যে কোন সময়ই তিনি রেফারীর অনুমতি নিয়ে মাঠে নামতে পারেন।

রেফারীর অধিকার—রেফারীর অধিকার সম্পর্কে এখানে আরও বলা দরকার,—রেফারী যদি মনে করেন, কোন খেলোয়াড় মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার মত চোট পাননি, কিংবা খেলার পক্ষে তিনি অক্ষম নন, তবে রেফারী তাঁকে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার অনুমতি নাও দিতে পারেন।

৪ নম্বর আইন—খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম

॥ মূল আইন ॥

কোন খেলোয়াড় এমন কোন জিনিস পরবেন না যা অন্য খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। নীচে যেমন লেখা আছে খেলার বুট অবশ্যই এই নিয়মমত তৈরী করতে হবে।

(এ) বুটের বার (বাট) চামড়া বা রবার দিয়ে তৈরী করতে হবে। এগুলো চ্যাপ্টা ধরনের হবে এবং বুটের তলায় আড়াআড়িভাবে আঁটা থাকবে। বারের চওড়া আধ ইঞ্চির কম হবে না এবং বুট যতটা চওড়া বার ততটা চওড়া জুড়ে থাকবে। বারের কোণগুলি থাকবে গোলাকার।

(বি) বুটের স্টাডগুলি (গুটিকা) চামড়া, রবার, এলুমিনিয়ম, প্ল্যাস্টিক এবং এই ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরী হবে। স্টাডগুলি গোলাকার হবে কিন্তু ভেতরে ফাঁপা হবে না এবং ব্যাস আধ ইঞ্চির কম হবে না। স্টাড বসাবার জন্য ভিত্-এর অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকি অংশের স্টাড বুটের নীচের চামড়া থেকে ¾ ইঞ্চির বেশী বেরিয়ে থাকবে না। যখন ধাতুনির্মিত পীঠিকার উপর স্ক্রু ধরনের স্টাড ব্যবহার করা হবে তখন বুটের তলার চামড়ার সঙ্গে এই পীঠিকা (চাকতি) এমনভাবে জুড়তে হবে যে এর কোন স্ক্রু যেন স্টাডেরই অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। স্ক্রু ধরনের স্টাড লাগাবার জন্য ধাতুর চাকতি ব্যবহার করা ছাড়া কোন ধাতুর পাত,
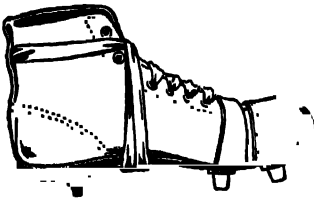
ইংলিশ টাইপ বুট। ইংলণ্ডে সাধারণত এই ধরনের বুট ব্যবহার করা হয়

কণ্টিনেণ্টাল টাইপ বুট। ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং ভারতে এই ধরনের বুট প্রচলিত

যদি তা চামড়া বা রবার দিয়ে মোড়াও থাকে তবে তার ব্যবহার চলবে না। সেলাই করা স্টাড, বুটের তলার চামড়ার সঙ্গে লোহার পেরেক দিয়ে বা অন্য কোন ভাবে পাশের স্ক্রুর (বেস স্ক্রু) সঙ্গে লাগানোও নিষিদ্ধ। 'বেসের' অর্থাৎ ভিত্-এর অংশ ব্যতিরেকে স্টাড ধারওয়ালা চাকতির আকার করা বা স্টাডে কোন রকমের বৈচিত্র্য এবং কারুকার্য করাও চলবে না।

(সি) বুটে "বার" ও "স্টাড" এক সংগে ব্যবহার করা চলে কিন্তু সেগুলো নিয়মমাফিক এবং আইনের অনুবর্তী হওয়া চাই। বুটের তলায় বা গোড়ালীতে বার এবং স্টাড ¾ ইঞ্চির বেশী পুরু হবে না। যদি লোহার পেরেক ব্যবহার করতে হয় তবে সেগুলো চামড়া বা রবারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

[খেলোয়াড়দের সাধারণ পোশাক হচ্ছেঃ—জার্সি (গেঞ্জি) অথবা সার্ট, হাফ-প্যান্ট, মোজা ও বুট। গোলকিপার এমন রং-এর পোশাক পরবেন যাতে অন্য খেলোয়াড়ের সংগে তার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।]

দণ্ড :—এই আইনের কোন কিছু লঙ্ঘন করা হলে আইন-লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়কে যথাযথ সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ দেবার জন্য খেলার মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে এবং দোষী খেলোয়াড় রেফারীকে না জানিয়ে মাঠে পুনঃপ্রবেশ করতে পারবেন না। সাজপোশাক যে নিয়মমত হয়েছে এ বিষয়ে রেফারী নিজে সন্তুষ্ট হবেন। খেলা চলার সময় ঐ খেলোয়াড় মাঠে পুনঃপ্রবেশ করবেন না, খেলা যখন সাময়িক বন্ধ থাকবে কেবল তখনই মাঠে ঢুকতে পারবেন।

॥ আন্তর্জাতিক সংঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) আন্তর্জাতিক খেলায় গোলকিপারের জার্সির রং-এর সংগে খেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য খেলোয়াড়দের জার্সির রং-এর পার্থক্য থাকবে।

(২) যদি রেফারী দেখেন, কোন খেলোয়াড় এমন ধরনের জিনিস ব্যবহার করছেন যা আইনমাফিক নয় এবং যার দ্বারা অন্য খেলোয়াড়দের বিপদ হতে পারে তবে রেফারী সেই খেলোয়াড়কে আপত্তিজনক জিনিসপত্র ত্যাগ করতে আদেশ দেবেন। যদি খেলোয়াড় রেফারীর উপদেশ গ্রহণ না করেন তবে তিনি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(৩) আইনে এমন কোন বিধান নেই যে, বুট পরতে হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বোর্ডের অভিমত : প্রতিযোগিতার খেলায় যখন প্রায় সমস্ত খেলোয়াড় বুট পরে খেলে তখন একজন বা দুইজন খেলোয়াড়কে খালি পায়ে খেলতে অনুমতি দেওয়া রেফারীর পক্ষে উচিত নয়।

(৪) ৪ নম্বর আইন লঙ্ঘনেব ফলে যদি কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং খেলা চলার সময় যদি সেই খেলোয়াড় মাঠে পুনঃপ্রবেশ করেন তবে রেফারী খেলা বন্ধ করে দোষী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন এবং ১২ নম্বর আইনের ৩(জে) উপধারা অনুযায়ী বল ড্রপ দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন।

(৫) বিভিন্ন জাতীয় দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক খেলা, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার খেলা এবং আন্তর্জাতিক প্রীতি খেলা আরম্ভের আগে রেফারী খেলোয়াড়দের বুট পরীক্ষা করবেন এবং যদি কোন খেলোয়াড়ের বুট ৪ নম্বর

আইনমাফিক না হয় তবে সেই খেলোয়াড় যতক্ষণ না আইনমাফিক বুট পরেন ততক্ষণ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেবেন না। লীগ এবং প্রতিযোগিতার খেলার নিয়মে এই ধারা সংযোজন করা যেতে পারে।

(৬) খেলা আরম্ভের পর কোন খেলোয়াড়ের খেলায় যোগদান বা পুনরায় যোগদান সম্পর্কে ১২ নম্বর আইনের বিধান ৪ নম্বর আইনের লঙ্ঘন নয়। ৪ নম্বর আইন-লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়, যাঁকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়,

বুটের গুটিকা
দুই মুখ সমান গোলাকার গুটিকা
নিম্ন মুখ সরু গোলাকার গুটিকা

বুটের গুটিকা
স্ক্রুযুক্ত রবার বা এলুমিনিয়ামের গুটিকা
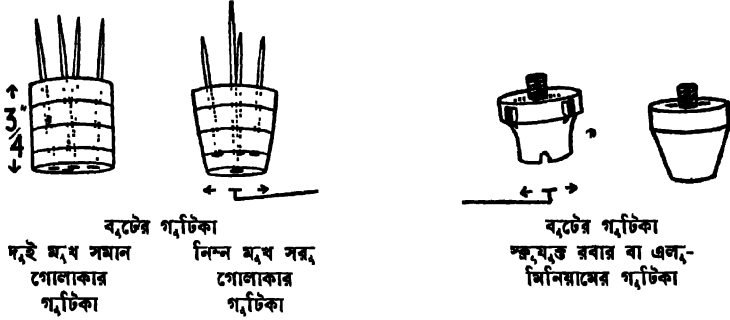
তিনি অবশ্যই খেলা বন্ধ থাকা সময়ে রেফারীর সামনে উপস্থিত হবেন এবং রেফারী তার আইনমাফিক সাজসরঞ্জাম সম্বন্ধে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে অনুমতি দেবার পর তিনি মাঠে পুনঃপ্রবেশ করবেন।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

কেউ অনুরোধ করলে, খেলা আরম্ভের আগে এবং বিরতির সময় খেলোয়াড়-দের বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করবেন। যদি সন্দেহের কারণ থাকে তবে যে কোন সময় আপনি খেলোয়াড়দের বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করতে পারেন।

এই আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন অনুরোধ উপরোধের জন্য অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। দোষত্রুটি দেখলে তখনই শাস্তির ব্যবস্থা কববেন। এই দোষত্রুটির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে কোন রিপোর্ট পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥

আপনার ক্লাবের সমস্ত সভ্যের যাতে খেলোয়াড়দের সাজসরঞ্জামের নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকে সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন। খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দেবেন যে, যে সমস্ত বুট বিক্রি করা হয় তার মধ্যে অনেক বুটই ঠিক নিয়মমত তৈরী করা হয় না।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

আপনার বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম নিয়মমত আছে, এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকবেন। কারণ খেলার সময় সাজসরঞ্জামের ত্রুটির জন্য যদি রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তা হলে আপনাকে হয়তো মাঠের বাইরে পাঠান হতে পারে এবং আপনার দল কিছুক্ষণের জন্য আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে পারে। স্টাডের খুঁৎ মেরামতের দিকে নজর রাখবেন, যদি সেগুলো ক্ষয়ে যায় এবং তার পেরেক বেরিয়ে পড়ে তবে ৪ নম্বর আইনের ব্যতিক্রম ঘটবে।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

পোশাক পরিচ্ছদ—জার্সি, শার্ট, হাফপ্যাণ্ট, মোজা ও বুট ছাড়া সিন-গার্ড, অ্যাঙ্কলেট এবং নী-কাপও খেলোয়াড়দের সাজপোশাকের অন্তর্ভুক্ত। অনেক গোলকিপার মাথায় ক্যাপ এবং ভিজে মাঠে হাতে গ্লাভস ব্যবহার করে থাকেন।

কিন্তু বালা, ধাতুনির্মিত বেল্ট, রিস্ট-ব্যাণ্ড, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার নিষিদ্ধ। হাতঘড়ি বা আংটি পরে খেলাও উচিত নয়। তাতে অপরের আঘাত লাগতে পারে। দৃষ্টিশক্তি যাদের ক্ষীণ তারা নিজ দায়িত্বে চশমা পরে খেলে থাকেন। নিজ দায়িত্বে কথার অর্থ, যদি চশমায় নিজের বিপদ ঘটে রেফারীর উপর দোষারোপ করা চলে না। অবশ্য চশমায় অপরেরও বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। চশমা পরা অপরিহার্য হলে পরতেই হয়। তার নজীরও আছে।

জামার রং—গোলকিপারের জামার রং অবশ্যই মাঠের অপর ২০ জন খেলোয়াড়ের জামার রংয়ের চেয়ে পৃথক হওয়া চাই। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোলকিপারের জামার রং এক হলে ক্ষতি নেই। যদি গোলকিপার গোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে না থেকে এগিয়ে গিয়ে ফরোয়ার্ডে খেলেন তবে পৃথক কথা। তখন দুই গোলকিপারের জামার রং-এ বিভ্রান্তি হতে পারে।

বুট—ফুটবলের আইন অনুযায়ী বুট বাধ্যতামূলক নয়, যদিও বুট-পরিহিত খেলোয়াড়দের সঙ্গে খালি পায়ে খেলার কিছু বিপদ আছে। কয়েক বছর আগে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বুটকে বাধ্যতামূলক উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের ফতোয়া জারি করেছেন। তাই ভারতের প্রধান প্রধান প্রতিযোগিতায় এখন বুট বাধ্যতামূলক। কিন্তু অপ্রধান খেলা ও প্রীতি খেলায় বুট পরেই খেলতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

রেফারীর অধিকার—কোন খেলোয়াড় যদি এমন কোন পোশাক বা এমন কোন জিনিস পরে খেলতে চান যা ফুটবল আইনের অনুবর্তী নয় এবং যাতে অপরের বিপদাশঙ্কা আছে তবে রেফারী অবশ্যই সেই খেলোয়াড়কে খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেবেন না।

খেলার সময় যদি কোন খেলোয়াড়ের পায়ে বা গায়ে পেরেকের আঁচড় লাগে তবে রেফারীর উচিত সবার বুট পরীক্ষা করে দেখা। প্রয়োজন হলে রেফারী যে কোন সময়ে, এমন কি, ড্রেসিংরুমে যেয়েও বুট পরীক্ষা করতে পারেন।

৫ নম্বর আইন—রেফারী

॥ মূল আইন ॥

প্রতি খেলায় প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবার জন্য একজন রেফারী নিযুক্ত হবেন। তাঁর করণীয় কাজ হচ্ছে :—

(এ) তিনি আইনগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন এবং কোন বিতর্কমূলক বিষয়ের উদ্ভব হলে তার মীমাংসা করবেন। খেলার ফলাফল নির্ধারণে খেলা সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 'কিক-অফের' সঙ্কেত দেবার সময় থেকে খেলার উপর তাঁর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় এবং খেলা যখন সাময়িক বন্ধ থাকে কিংবা বল খেলার বাইরে চলে যায় তখনও তাঁর শাস্তি দেবার ক্ষমতা থাকে। তিনি অবশ্য সেসব ক্ষেত্রে দণ্ড দেবেন না, যেসব ক্ষেত্রে ঠিকভাবে বুঝবেন যে, দণ্ড দিলে অপরাধী পক্ষই সুযোগ-সুবিধা পাবে।

(বি) তিনি খেলার একটা হিসাব (রেকর্ড) রাখবেন; সময়-রক্ষকের কাজ করবেন; পুরো সময় বা চুক্তিমত সময় খেলা চালাবেন এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় বা অন্য কারণে সময় নষ্ট হলে খেলার সঙ্গে সে সময়টা যোগ করবেন।

(সি) কোন নিয়মভঙ্গের জন্য খেলা থামাবার এবং অপরিহার্য কারণে, দর্শকদের বাধাদানে বা অন্য কোন কারণে যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই খেলা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবার বা একেবারে বন্ধ করে দেবার জন্য নিজ বিবেচনামত তাঁর কাজ করবার অধিকার থাকবে। এসব ক্ষেত্রে যে জাতীয় অ্যাসো-সিয়েশন বা যে অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে খেলা হয় সেই অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ঘটনার দুই দিনের মধ্যে (রবিবার বাদে) রেফারী ঐ বিষয়ে বিবরণ (রিপোর্ট) পেশ করবেন। সাধারণ ডাকে পাওয়া গেলে রিপোর্ট ঠিকমত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(ডি) খেলার মাঠে প্রবেশ করবার সময় থেকে, অসৎ আচরণ বা অভদ্র ব্যবহারে দোষী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবার ক্ষেত্রে এবং ঐ খেলোয়াড় যদি আবার অসৎ আচরণ বা অভদ্র ব্যবহার করেন তবে তাঁকে খেলায় অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে রেফারীর নিজ বিচারবুদ্ধিমত কাজ করবার অধিকার থাকবে। এসব ব্যাপারেও রেফারী ঘটনার পর দুই দিনের মধ্যে (রবিবার বাদে) জাতীয় অ্যাসোসিয়েশন বা সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে অপরাধী খেলোয়াড়ের নাম পাঠিয়ে দেবেন। সাধারণ ডাকে পাওয়া গেলে রিপোর্ট ঠিকমত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(ই) খেলোয়াড় ও লাইন্সম্যান ছাড়া বিনা অনুমতিতে রেফারী আর কাউকে খেলার মাঠে ঢুকতে দেবেন না।

(এফ) কোন খেলোয়াড় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বলে যদি রেফারী মনে করেন, তবে তিনি খেলা থামাবেন; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আহত খেলোয়াড়কে

মাঠের বাইরে সরাবার ব্যবস্থা করবেন এবং একটুও দেরি না করে তখনই আবার খেলা আরম্ভ করবেন। যদি কোন খেলোয়াড় সামান্য ধরনের আঘাত পান তবে যতক্ষণ খেলায় ছেদ না পড়ে অর্থাৎ বল 'আউট অফ প্লে' না হয়, ততক্ষণ খেলা বন্ধ হবে না। যে খেলোয়াড় সাহায্য বা কোন রকমের শুশ্রূষার জন্য টাচ-লাইন বা গোল-লাইনের বাইরে যেতে সক্ষম, মাঠের মধ্যে তার শুশ্রূষা করা হবে না।

(জি) মারাত্মক ধরনের আচরণে অভিযুক্ত খেলোয়াড়কে আগে সতর্ক করা ছাড়াই, রেফারীর নিজ বিবেচনামত, আর খেলায় অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ক্ষমতা থাকবে।

(এইচ) সমস্ত ক্ষেত্রে খেলা থামাবার পর আবার খেলা আরম্ভের সময় রেফারী খেলা আরম্ভের নির্দেশ দেবেন।

(আই) খেলার বলটি ২ নম্বর আইন অনুযায়ী নিয়মমাফিক আছে কিনা, রেফারী সেটা ঠিক করবেন।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) আন্তর্জাতিক খেলার রেফারীরা এমন রঙের **ব্লেজার বা জ্যাকেট** পরবেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের পরা জামার রঙের সঙ্গে যার যথেষ্ট পার্থক্য থাকে।

(২) যদি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ নিজ নিজ দেশের রেফারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্মত না হয়, তবে আন্তর্জাতিক খেলায় নিরপেক্ষ দেশ থেকে রেফারী নির্বাচন করতে হবে।

(৩) আন্তর্জাতিক বেফারীর তালিকাভুক্ত এবং অনুমোদিত রেফারীদের মধ্যে থেকে অবশ্যই একজনকে নির্বাচন করতে হবে। এই ধারা অ্যামেচার এবং আন্তর্জাতিক যুব উৎসবের খেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(৪) ফুটবল আইন, খেলার মাঠে রেফারীকে যে ক্ষমতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগের যে অধিকার দিয়েছে 'কিক-অফে'র সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিকার আরম্ভ হয়। তাঁর নিজ বিবেচনামত কাজ করবার ক্ষমতা আরম্ভ হয় যখন তিনি মাঠে প্রবেশ করেন তখন থেকে। ফলে দোষী খেলোয়াড়কে খেলা আরম্ভের আগে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া যেতে পারে।

(৫) লাইন্সম্যানরা রেফারীর সাহায্যকারী। এমন কোন ক্ষেত্রে রেফারী লাইন্সম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করবেন না, যে ক্ষেত্রে রেফারী নিজেই ঘটনাটি দেখেছেন এবং মাঠের মধ্যে তিনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকে ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করতে পেরেছেন। এ সত্ত্বেও রেফারী লাইন্সম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করতে পারেন, যদি লাইন্সম্যান নিরপেক্ষ হন এবং রেফারী গোলও নাকচ করতে পারেন, যদি গোল হবার অব্যবহিত আগের নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা লাইন্সম্যান রেফারীকে জানান।

(৬) রেফারী অবশ্য আবার খেলা আরম্ভ করার আগেই কেবল তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন।

(৭) অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্তের নির্দেশ দিলে যেখানে প্রতিপক্ষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন সেখানে রেফারী যদি অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ না দিয়ে খেলা চলতে দেন এবং প্রতিপক্ষ সেই সুযোগ (অ্যাডভাণ্টেজ) গ্রহণ না করেন তবে রেফারী আবার কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। এমন কি, হাবেভাবে প্রতিপক্ষকে এই সুযোগ দেবার সংকেত না জানানো সত্ত্বেও আগের না দেওয়া দণ্ড পরে দেওয়া চলে না। তবে অপরাধী খেলোয়াড় কিন্তু রেফারীর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন না।

(৮) খেলার আইনগুলির উদ্দেশ্যঃ যতটুকু সম্ভব কম হস্তক্ষেপে খেলা চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই কথা মনে রেখে রেফারীদের উচিত কেবল ইচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে দণ্ডের ব্যবস্থা দেওয়া। তুচ্ছ খুঁটিনাটি কারণে এবং সন্দেহজনক নিয়মভঙ্গের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত বাঁশী বাজালে খেলোয়াড়দের মন্দ ধারণা জন্মে, তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং দর্শকদের আনন্দ নষ্ট হয়।

(৯) ৫ নম্বর আইনেব 'সি' প্যারা অনুযায়ী, বড় রকমের বিশৃঙ্খল ঘটনার সময় রেফারীকে খেলা বন্ধ করে দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন দলকে নাকচ করে দেওয়া বা সেই কাবণে খেলায় পরাজিত করার ক্ষমতা বা অধিকার রেফারীর নেই। রেফারী অবশ্যই বিশদ বিবরণ দিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন। এ সম্পর্কে যা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার একমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের।

(১০) যদি কোন খেলোয়াড় একই সময়ে ভিন্ন রকমের দুটি আইন ভংগ করে তবে যে অপরাধ বেশী গুরুতর, রেফারী তার জন্য দণ্ড দেবেন।

(১১) যে-সমস্ত ঘটনা রেফারীর নিজের দৃষ্টিতে না আসে সেসব ক্ষেত্রে রেফারীর নিরপেক্ষ লাইন্সম্যানের নির্দেশমত কাজ করা উচিত।

(১২) রেফারী না ডাকলে খেলা চলার সময় ট্রেনাররা কোন ক্ষেত্রেই মাঠে প্রবেশ করবেন না। এবং ট্রেনাররা বা ক্লাবের কর্মকর্তারা মাঠের সীমারেখার পাশ বরাবর খেলোয়াড়দের উপদেশ বা নির্দেশ দেবেন না।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

আপনি এমনভাবে খেলা পরিচালনা করবেন যে, খেলোয়াড় ও দর্শকদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেনঃ—

(এ) প্রত্যেক নিয়ম খুব ভালভাবে শিখুন ও বুঝুন।

(বি) প্রত্যেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত এবং নিরপেক্ষ হবেন।

(সি) শিক্ষা, অনুশীলন এবং শারীরিক পটুতা বজায় রাখবেন।

কোন কোন সময়ে খেলোয়াড় ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করে; তাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

খারাপ আবহাওয়ার দরুন খেলা সাময়িক স্থগিত রাখা বা একেবারে বন্ধ করে দেবার ক্ষেত্রে খুব ভালভাবে বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

যখন কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করবেন তখন তার নাম জেনে নেবেন এবং সহজভাবে বলবেন যে, "আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে, এবং আবার যদি আপনি অসৎ ব্যবহারের জন্য দোষী বিবেচিত হন, তবে আপনাকে মাঠের বাইরে যাবার জন্য আদেশ দেওয়া হবে।"

কোন খেলোয়াড়কে যদি সতর্ক করেন তবে কি জন্য করেছেন তা লিখে রাখবেন। রেফারী যদি তাঁর দেখা কোন অসৎ আচরণের রিপোর্ট না পাঠান এবং কাউন্সিল যদি ঠিকভাবে প্রমাণ পান যে, এই অসৎ আচরণ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন তবে রেফারীই সাময়িকভাবে বরখাস্ত হতে পারেন।

খেলার আগে এবং হাফ-টাইমে লাইন্সম্যানের সঙ্গে আপনার ঘড়ি মিলিয়ে নেবেন।

খেলার রেকর্ড রাখবার জন্য কেবল আপনার স্মৃতিশক্তিকে বিশ্বাস করবেন না। খেলা আরম্ভের সময় এবং যদি অতিরিক্ত সময় খেলানোর প্রয়োজন না হয়, তবে কখন হাফটাইম হবে, কখন খেলা শেষ হবে, এসব কাগজে টুকে রাখবেন।

যেমন যেমন গোল হবে তাও লিখে রাখবেন।

এই আইনের 'এফ' ধারা ঠিকভাবে পালন করতে হবে।

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥

যাদের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাব খেলার আগে, খেলার সময়, খেলার পরে এবং রেফারী ও লাইন্সম্যানদের মাঠ ছেড়ে যাবার সময় রেফারী ও লাইন্সম্যানদের ভালমন্দ এবং নিরাপত্তার জন্য দায়ী।

কুখ্যাত চরিত্রের লোকদের মাঠে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এই মর্মে পোস্টার প্রভৃতি টানাবেন যাতে লেখা থাকবে—"কোন দর্শক রেফারীর প্রতি কোনো রকম অসৎ ব্যবহার করলে তাকে তখনই মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হবে।"

বিশেষ অবস্থা এবং বিশেষ জরুরী অবস্থা ছাড়া অবশ্যই তালিকাভুক্ত রেফারী-দের মধ্য থেকে রেফারী নির্বাচন করবেন।

রেফারীর বিশেষ অনুমতি ছাড়া ট্রেনাররা খেলার মাঠের মধ্যে প্রবেশ করবেন না।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

রেফারীর সিদ্ধান্তের উপর কখনও প্রশ্ন করবেন না। কারণ, খেলা সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

যদি কোন বিতর্কের উদ্ভব হয় তবে রেফারীর মতকেই সমর্থন করবেন।

খেলার মাঠের বাইরে রেফারীর প্রতি কোন রকমের অসৎ ব্যবহারকে খেলার মাঠের মধ্যেই করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

যদি আপনি সামান্য ধরনের আঘাত পান তবে নিজের প্রতি রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন না। কোন জরুরী-রকমের দুর্ঘটনায় আপনার যাতে শুশ্রূষা হয় সেটা রেফারীই দেখবেন।

ফুটবল রেফারীর বিবিধ উপকরণ

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

ফুটবল খেলা নিয়ে এবং প্রধানত রেফারীদের পরিচালনা নিয়ে গোলমাল পৃথিবীর সর্বত্র। এক দিকে বেফারীরা যেমন ফুটবলের অপরিহার্য অঙ্গ, অন্য দিকে তারাই আবার দর্শকদের কাছে বড় দুশমন। তবু ফুটবল খেলাও থাকবে, রেফারীদের বিরুদ্ধে দর্শক সমর্থকদের অভিযোগও থাকবে চিরদিন। কিন্তু ফুটবলের আইন-কানুন সম্পর্কে দর্শকরা যদি ভালভাবে ওয়াকিবহাল হন এবং রেফারীরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পারদর্শিতার সঙ্গে খেলা পরিচালনা করেন তবে অশান্তি অনেক কমে যায়।

ভাল রেফারী হওয়া সত্যিই কষ্টকর। ভাল রেফারী হতে হলে যেমন আইন-কানুন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, বিচারশক্তি, ন্যায়পরায়ণতা ও প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন,

তেমন প্রয়োজন শারীরিক পটুতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও তীক্ষ্ম সাধারণ জ্ঞানের। সঙ্গে সঙ্গে রেফারীর ব্যক্তিত্ব, মানসিক দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাসের কথাও ভুললে চলবে না। একাধারে এতগুলো গুণ দুর্লভ বলে ভাল রেফারীও দুর্লভ। আইন-কানুন সম্বন্ধে যাঁর ভাল জ্ঞান আছে, তাঁর হয়তো ব্যক্তিত্ব নেই। যাঁর আইনের জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব আছে তিনি হয়তো নিরপেক্ষ নন, কিংবা তাঁর দৃষ্টিশক্তির অভাব। আবার সব থেকেও কারো হয়তো শারীরিক পটুতা নেই। সর্বগুণান্বিত রেফারী পাওয়া সত্যিই কষ্টকর।

যদি একজন রেফারীকে সর্বগুণান্বিত বলে ধরেই নিই, তবে তিনিও যে সমস্ত সিদ্ধান্তে অভ্রান্ত হবেন, এমন কথা বলা চলে না। রেফারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় চোখের নিমিষে, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে ভুলচুক স্বাভাবিক। তা ছাড়া, রেফারী হবেন বলে ভগবান তো তাঁদের পেছনের দিকে পৃথক দুটি চোখ দিয়ে সৃষ্টি করেননি। অত বড় মাঠ, মাঠের মধ্যে নানা মাপজোক, ২২ জন খেলোয়াড়, ২ জন লাইন্সম্যান, মাঠের বাইরে ক্লাব-প্রীতির মোহ-জড়ানো উগ্র দর্শক, তাদের কর্ণপটাহবিদারী উৎকট চীৎকার। সব দিকে খেয়াল রেখে সুষ্ঠু-ভাবে খেলা পরিচালনার কাজটা সহজ নয়।

শিক্ষা ও অনুশীলন

ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে রেফারীদের সুপটু করে গড়ে তোলবার জন্য নানা ধরনের উপদেশ সংবলিত নানা বই প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে তেমন বইয়ের নিতান্ত অভাব। ভাল রেফারী হবার জন্য যেসব বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এখানে তার কিছু কিছু আলোচনা অবান্তর হবে না।

বলা হয়েছে, পাঁচ ছয় মাইল একটানা দৌড়ের যে পরিশ্রম, একটি খেলা পরিচালনা করতে রেফারীকে সেই পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়। সুতরাং শারীরিক পটুতা রেফারীর পক্ষে অপরিহার্য। শারীরিক পটুতা বজায় রাখবার জন্য রেফারীদের কিছু কিছু ব্যায়ামের অভ্যাস রাখবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে কিছুটা একটানা দৌড়, কিছুটা মন্থর দৌড়, খানিকটা ভ্রমণ, দেহকে সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে বারবার বাঁকানো; স্কিপিং করা; সামনে ও পেছনের দিকে বার বার পা তোলা; হাঁটু ভাঙ্গা; ছোট ছোট লাফ প্রভৃতি। এতে দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে, দেহকে হাল্কা বলে মনে হয়, খেলা চলবার সময় শ্রমকাতরতা আসে না।

শিক্ষা, পরিচালনা এবং লাইন্সম্যানের সঙ্গে সহযোগিতা সম্পর্কেও নানা উপদেশ আছে। সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের উপর। বলা হয়েছে, গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং দৃঢ় হাতে খেলা পরিচালনা করতে হবে। ক্লাবের কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেশী মেলামেশা রেফারীর ব্যক্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। এর অর্থ এই নয় যে, রেফারীদের তাদের সঙ্গে অবন্ধুর মত ব্যবহার করতে হবে। এর অর্থ—রেফারীরা তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ এবং দেওয়া সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা এড়িয়ে চলবেন।

বেফারীদের খেলা পবিচালনার সময় সব সময়ই খেলার গতির সংগে তাল বেখে ছুটতে হবে, আত্মপ্রত্যয়েব ভাব বজায় রাখতে হবে। উপরের ছবিটি বিশ্বখ্যাত রেফাবী আর্থার এলিসের খেলা পবিচালনাব দৃশ্য
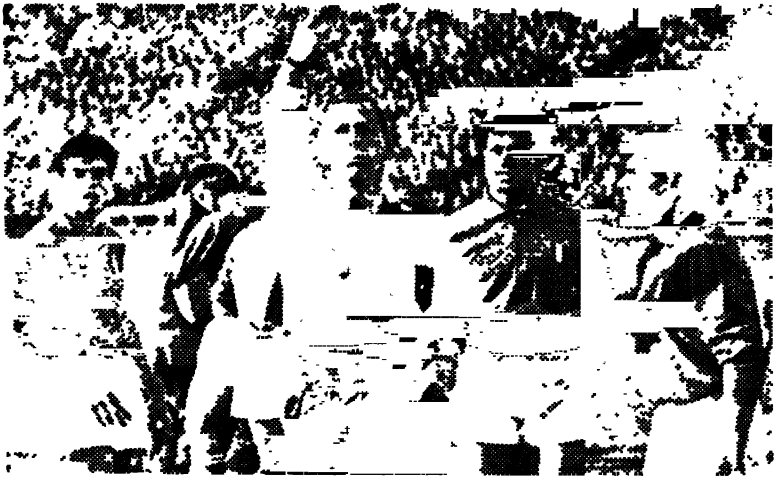
১৯৬২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার বর্বরোচিত দৈহিক শক্তির খেলা বলে অভিহিত চিলি ও ইটালীর কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় ইটালীর ফরোয়ার্ড ফেরিনিকে মাঠ থেকে বের করে দেবার জন্য রেফারী কেন অ্যাস্টন পুলিসের সাহায্য চাইছেন। এটা কিন্তু ফুটবল আইনের ব্যতিক্রম। খেলোয়াড়কে বের করে দেবার জন্য রেফারীর পুলিসের সাহায্য গ্রহণের অধিকার নেই

রেফারীদের সব সময় স্পষ্ট করে এবং মনের দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাঁশী বাজানো উচিত। ১৯৫০ সালে ব্রেজিল ও উরুগুয়ের মধ্যে বিশ্ব কাপের ফাইন্যাল খেলার রেফারী জর্জ রিডারের বাঁশী বাজাবার ভঙ্গি। রিডার ঐ সময় বিশ্বের এক নম্বর রেফারী হিসাবে সু-পরিচিত ছিলেন

আহত খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে—আহত খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে রেফারীদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার মর্ম—খেলোয়াড় অল্প আঘাত পেয়েছেন অথচ দর্শকদের সহানুভূতি পাবার জন্য বেশী আঘাতের ভান করছেন মনে হলে রেফারী খেলা থামাবেন না এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আহত খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করে তখনই আবার খেলা আরম্ভ করবেন। আবার গুরুতর-ভাবে আহত খেলোয়াড় বাহাদুরি দেখাবার জন্য যদি খেলতে চান সে ক্ষেত্রে রেফারী তাঁকে খেলতে দেবেন না।

সব কিছু দেখে শুনে নেবার জন্য খেলা আরম্ভের অন্তত আধ ঘণ্টা আগে রেফারীদের মাঠে উপস্থিত হবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পথ যদি দুর্গম হয়, আবহাওয়া খারাপ থাকে, এবং যানবাহনের অনিশ্চয়তা থাকে তবে আরও আগে মাঠে উপস্থিত হওয়া উচিত।

রেফারীদের যে-সমস্ত জিনিস সঙ্গে নেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছেঃ—(১) **সাদা কলারওয়ালা কালো শার্ট বা জ্যাকেট, (২) কালো হাফ প্যাণ্ট, (৩) একটি সাদা শার্ট, (৪) সাদা বর্ডারওয়ালা কালো মোজা, (৫) সাদা লেসওয়ালা হাল্কা বুট, (৬) দুইটি ঘড়ি, তার মধ্যে একটি স্টপওয়াচ, (৭) দুইটি বাঁশী, (৮) দুইটি পেন্সিল ও একখানি নোটবুক, (৯) পেন্সিল কাটা ছুরি ও টস করবার মুদ্রা, এবং (১০) যে প্রতিযোগিতার খেলা পরিচালনা করা হবে সেই প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুনের খসড়া।**

রেফারীর সঙ্গে লাইন্সম্যানেব সহযোগিতাব প্রশ্নটিও সুষ্ঠুভাবে খেলা পরি-চালনার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ সম্বন্ধে পবে আরও আলোচনা কবা হয়েছে।

রেফারীর কর্তব্য--বেফারীব কর্তব্য হচ্ছে :

(১) আইন প্রয়োগ কবা;

(২) বিতর্কমূলক বিষয়েব মীমাংসা করা;

(৩) যেখানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে বা দণ্ড দিলে অপরাধী পক্ষই লাভবান হয় সেখানে দণ্ড না দেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা (উপমা : যেমন বল গোলে ঢুকছে, রক্ষণদলের একজন সেই সময় আক্রমণ দলের একজনকে ফাউল করলেন বা বল গোলে ঢোকার মুখে হ্যাণ্ডবল করলেন। এক্ষেত্রে গোল হলে হ্যাণ্ডবল বা ফাউলের নির্দেশ না দিয়ে গোলের নির্দেশ দেওয়া।)

(৪) খেলার সমস্ত হিসাবপত্র অর্থাৎ রেকর্ড রাখা;

(৫) সময়ের হিসাব রাখা এবং যদি সময় নষ্ট হয় সেই সময় খেলার মধ্যে যোগ করা;

(৬) খেলা থামার পর প্রতি ক্ষেত্রে আবার খেলা আরম্ভের সংকেত দেওয়া;

রেফারীর ক্ষমতা—মাঠের মধ্যে রেফারীর ক্ষমতা অপরিসীম। সাধারণত তিনি—

(১) আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছেমত খেলা থামাতে পারেন;

(২) উচ্ছৃঙ্খলতা, দর্শকদের মাঠে প্রবেশ বা অন্য ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টিতে খেলা সাময়িক বন্ধ রাখতে পারেন বা একেবারেই বন্ধ করে দিতে পারেন;

(৩) অসৎ আচরণ, অখেলোয়াড়ী মনোভাব, মারাত্মক ফাউল, অহেতুক ফাউল, ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করা প্রভৃতি কারণের জন্য ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী ইচ্ছেমত খেলোয়াড়দের সতর্ক করতে বা মাঠ থেকে বের করে দিতে পারেন;

(৪) অনুমতি না দিলে খেলোয়াড় ও লাইন্সম্যান ছাড়া কেউ মাঠে ঢুকতে পারেন না;

(৫) খেলোয়াড় আঘাত পেলে খেলা সাময়িক বন্ধ করতে পারেন;

(৬) প্রয়োজনবোধে বল বদল করতে পারেন, দাগ টানাতে পারেন, বল ড্রপ দিতে পারেন, বদলী খেলোয়াড়কে মাঠে নামার অনুমতি দিতে পারেন, পেনাল্টি-কিকের জন্য এবং খেলোয়াড়কে সাজা দেবার জন্য খেলার সময় বাড়াতে পারেন, ড্রেসিং রুমে গিয়েও খেলোয়াড়দের সাজ-পোশাক পরীক্ষা করতে পারেন, অসহযোগী লাইন্সম্যানকে বাতিল করতে পারেন, আহত বা অসুস্থ হলে সিনিয়র লাইন্সম্যানের উপর পরিচালনার ভার দিয়ে অবসর গ্রহণ করতে পারেন, এবং আরও অনেক কিছু পারেন যা আইনের মধ্যেই আছে।

কিন্তু, কোন দল যদি মাঠে অনুপস্থিত থাকে তবে উপস্থিত দলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে পারেন না, অসমাপ্ত খেলাতেও গোল করে অগ্রগামী থাকা দলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে পারেন না, এমন কি, কোন দল মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেও রেফারীর অপর দলকে বিজয়ী ঘোষণা করার অধিকার নেই।

যদিও রেফারী, যে অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে খেলা হয় সেই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, তবু আইন তাঁকে এই ক্ষমতা দেয়নি। রেফারী শুধু অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ঘটনার রিপোর্ট করবেন। অনুপস্থিত দল, অসমাপ্ত খেলা, মাঠ থেকে কোন দলের বেরিয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনার জন্য যা করণীয় অ্যাসোসিয়েশনই তা করবেন।

ছেলেমানুষী—একটি দল মাঠে অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত দলকে দিয়ে ফাঁকা মাঠে গোল করিয়ে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়—বহু জায়গায় এমন নিয়ম আছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ছেলেমানুষী ও প্রহসনমূলক ব্যাপার।

পরিচালনা—রেফারীদের খেলা পরিচালনার সময় আইনের আক্ষরিক অর্থের প্রতি লক্ষ না রেখে আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। খেলার সঙ্গে সব সময় তাল রেখে তাঁদেব ছুটতে হবে। অত্যধিক অঙ্গভঙ্গি রেফারীদের পক্ষে শোভনীয় নয়। তবে যে সব সিদ্ধান্তে খেলোয়াড় ও দর্শকদের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হবে, সে সব ক্ষেত্রে সামান্য অঙ্গভঙ্গির দ্বারা সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, হ্যান্ডবলের ক্ষেত্রে নিজের হাত স্পর্শ করা, ধাক্কা দেবার ক্ষেত্রে হাতের ইঙ্গিতে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

রেফারীর পক্ষে পরম উপযোগী স্টপ-ওয়াচ। এই ঘড়িতে ১/৫ সেকেণ্ড থেকে আরম্ভ করে খেলার পুরো সময় গোনার সুবিধা আছে। খেলা বন্ধের সময় দম দেবার বোতামে চাপ দিলে সেকেণ্ডের কাঁটা বন্ধ হয়ে যায়, দ্বিতীয় চাপে কাঁটা আবার চলতে আরম্ভ করবে। পাশের বোতামে চাপ দিলে কাঁটা শূন্যের ঘরে চলে আসে। ফলে অতি সহজে নষ্ট সময়ের হিসাব রাখা যায়। মিনিটের কাঁটা সব সময় যথারীতি চলতে থাকে।
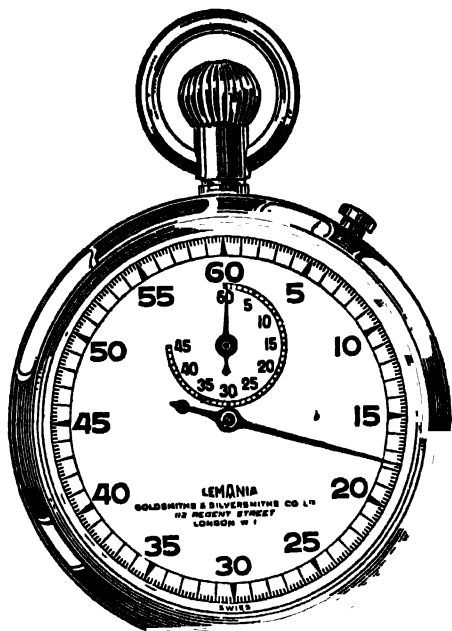
স্টপ-ওয়াচ
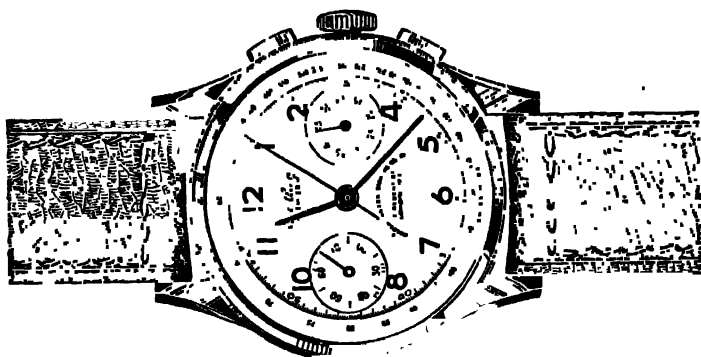
ক্রোনোগ্রাফ রিস্ট-ওয়াচ

খেলার অর্ধ সময়, পুরো সময় ও নষ্ট সময় হিসাবের সর্ব-সুবিধা-সমন্বিত ক্রোনোগ্রাফ রিস্ট-ওয়াচ। এই হাতঘড়ি রেফারীর পক্ষে আরও উপযোগী

বাঁশী বাজানো—খুব স্পষ্ট করে এবং মনের দৃঢ়তা নিয়ে রেফারীদের বাঁশী বাজানো উচিত। আইন লঙ্ঘনের ব্যাপারে ছোট্ট করে অথচ স্পষ্ট করে বাঁশী বাজাতে হয়, অপরাধের ক্ষেত্রে বড় করে বাঁশী বাজানো বিধেয়। বিশ্রী ধরণের অপরাধে আরও বড় করে বাঁশী বাজানো যেতে পারে। আবার বহু ক্ষেত্রে বাঁশী বাজানোর একেবারেই প্রয়োজন হয় না। আক্রমণকারী দলের শট যদি ক্রসবারের অনেক উপর দিয়ে মাঠ পেরিয়ে যায় তবে বাঁশী বাজানোর আর কি প্রয়োজন? ঐ ক্ষেত্রে রক্ষণকারী দলকে যে গোল-কিক করতে হবে সেটা সবারই জানা কথা।

রেফারীদের সব সময় মুখে বাঁশী রেখে না ছোটাই বিধেয়। তাতে অনেক সময় হঠাৎ বাঁশী বেজে যেতে পারে। ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে রেফারীরা বাঁশীর সঙ্গে লাগানো ফিতে হাতের কব্জির সঙ্গে জড়িয়ে রাখেন। হাত রাখেন মুখের কাছাকাছি।

ঘড়ির সময়—ঘড়ির কাঁটা একটা নির্দিষ্ট অঙ্কে যেমন, ঠিক তিনটে, চারটে বা পাঁচটার ঘরে ঘুরিয়ে নিয়ে খেলা আরম্ভ করলে সময় গণনার কাজ সহজ হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পাঁচটা ৭ মিনিট বা পাঁচটা ১৩ মিনিট থেকে খেলা আরম্ভ করলে সময় গণনায় অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ভুল হবারও বেশী সম্ভাবনা।

সঙ্কেত—আইনে আছে খেলা থামার পর প্রতি ক্ষেত্রে রেফারী খেলা আরম্ভের সঙ্কেত দেবেন। বাঁশী বাজিয়েই তাকে সঙ্কেত দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। হাতের ইঙ্গিতে কিংবা মুখের কথায়ও তিনি খেলা আরম্ভের সঙ্কেত দিতে পারেন।

'ড্রপ'—'ড্রপ' দিতে হলে দুই হাতে বল ধবে মাটিতে বল ছেড়ে দেওয়া, কিংবা এক হাতের পাতায় বল উঁচু করে ধবে, বলেব নীচ থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া বিধেয়। বল মাটিতে আছড়ে দিলে সেটা 'বাউন্স' কবানো হয়। উপব দিকে ছুঁড়ে দিলে হয় 'থ্রো' করা। শব্দের অর্থ অনুযায়ী 'ড্রপ' করার অর্থ বলকে অবতরণ করানো বা আস্তে ফেলে দেওয়া।

দুটি অপরাধের ক্ষেত্রে—একজন খেলোয়াড় যদি একই সময়ে দুটি অপরাধ করেন, যেমন নিজে ফ্রি-কিক কবে আর কারো স্পর্শেব আগে নিজে হ্যাণ্ডবল করলেন, তাহলে হ্যাণ্ডবলের জন্য শাস্তি দিতে হবে। কারণ, আইন বলছে দুটি অপরাধের ক্ষেত্রে গুরু অপরাধেব জন্য শাস্তি দিতে হবে। এখানে হ্যাণ্ডবল গুরু অপরাধ, তার শাস্তি ডিরেক্ট ফ্রি-কিক। আর কারো স্পর্শের আগে কিকারের বল স্পর্শের শাস্তি ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক।

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন—ভুল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হলে রেফারী অবশ্যই সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন, করাও উচিত। কিন্তু একবার খেলা আরম্ভ করে দিলে আর আগের দেওয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পাবেন না।

সতর্ক ও মার্চিং অর্ডার—কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে হলে বা মার্চিং অর্ডার, অর্থাৎ মাঠ থেকে বের করে দিতে হলে খেলোয়াড়ের কাছে যেয়ে ভদ্রভাবে আদেশ দিতে হয়। কোন রকম উষ্মার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। রিপোর্ট করবার জন্য সব সময় অপরাধী খেলোয়াড়ের নাম জেনে নোটবুকে টুকে রাখা প্রয়োজন।

৬ নম্বর আইন—লাইন্সম্যান

॥ মূল আইন ॥

দুইজন লাইন্সম্যান নিযুক্ত হবেন, যাঁদের করণীয় কাজ (রেফারীর সিদ্ধান্ত-সাপেক্ষ) হবে, কখন বল খেলার বাইরে যায় তার নির্দেশ দেওয়া এবং কোন দল কর্নার-কিক, গোল-কিক ও থ্রো-ইন করার অধিকারী তার নির্দেশ দেওয়া। খেলার আইন-কানুন অনুযায়ী তাঁরা রেফারীকে খেলা পরিচালনা করতেও সাহায্য কববেন। লাইন্সম্যানের অনুচিত হস্তক্ষেপ এবং অযৌক্তিক আচরণের ক্ষেত্রে রেফারী লাইন্সম্যানকে অপসারিত করে তাঁর জায়গায় অন্য লাইন্সম্যান নিয়োগ করবেন। (অপরাধী লাইন্সম্যানের বিচারের অধিকারী জাতীয় বা সংশ্লিষ্ট অ্যাসো-সিয়েশনের কাছে রেফারী এই ঘটনা সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠাবেন) যাদের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাবের লাইন্সম্যানকে পতাকা সরবরাহ করা উচিত।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) লাইন্সম্যান যেখানে নিরপেক্ষ সেখানে যদি তাঁরা মনে করেন, আইন লঙ্ঘনের কোন ঘটনা রেফারীর দৃষ্টিগোচর হয়নি তবে আইন লঙ্ঘনেব যে-কোন ঘটনা সম্পর্কে বেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ কববেন কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণেব ক্ষমতা থাকবে রেফারীর হাতে।

(২) সমস্ত জাতীয় সংস্থাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন আন্তর্জাতিক খেলায় লাইন্সম্যানের কাজ করার জন্য নিরপেক্ষ দেশের উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন (অফিসিয়াল) রেফারীদের নিয়োগ করেন।

(৩) আন্তর্জাতিক খেলায় লাইন্সম্যানের পতাকার রঙ হবে সুস্পষ্ট—উজ্জ্বল লাল এবং হলুদ। অন্যান্য সমস্ত খেলাতেও এই ধরনের পতাকা ব্যবহারের সুপারিশ করা হচ্ছে।

(৪) অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ এবং অপ্রতুল সাহায্যের জন্য রেফারী যদি লাইন্সম্যানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন, কেবল তবেই লাইন্সম্যান শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আওতায় পড়তে পারেন।

॥ [illegible]দের প্রতি উপদেশ ॥

খেলা চলার সময় খেলায় অপযশ আনতে পারে এমন কোন ঘটনা যদি লাইন্সম্যান দেখতে পান এবং সেই ঘটনা যদি রেফারী দেখতে না পান তবে তখনই লাইন্সম্যান সে ঘটনা রেফারীকে জানাবেন।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত অর্থাৎ খেলায় অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকা (সাসপেণ্ড) সময়ে কোন খেলোয়াড়, রেফারী বা লাইন্সম্যানের কাজ করতে পারেন না।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

লাইন্সম্যানের নির্দেশ রেফারীর জন্য—সব সময় মনে রাখতে হবে লাইন্সম্যানেরা রেফারীদের জন্যই সঙ্কেত দিচ্ছেন, খেলোয়াড়দের জন্য নয়। লাইন্সম্যানের সঙ্কেত বা নির্দেশ রেফারী গ্রহণ নাও করতে পারেন। সুতরাং লাইন্সম্যানের সঙ্কেতে খেলোয়াড়রা যদি খেলা থামান বা হাত দিয়ে বল ধরেন তবে তারাই অসুবিধায় পড়বেন।

লাইন্সম্যান ও রেফারীর সহযোগিতা—সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনার ব্যাপারে রেফারী ও লাইন্সম্যানের মধ্যে সহযোগিতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লাইন্সম্যান রেফারীর শুধু সহযোগীই নন—সহকারী রেফারীও। লাইন্সম্যান রেফারীকে কি কি বিষয়ে সঙ্কেত জানাবেন এবং কিভাবে সব চেয়ে ভালভাবে সাহায্য করবেন পরের অধ্যায়ে তা বিষদভাবে বলা হয়েছে।

যে যে বিষয়ে লাইন্সম্যানের ভাল বোঝার সুযোগ আছে তার কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

যে আইন লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে ফুটবল খেলায় সবচেয়ে বেশী গোলমাল এবং সবচেয়ে বেশী মতবিরোধ দেখা যায়, সেটা হচ্ছে অফ্‌সাইড আইন। খেলোয়াড় অফ্-সাইডে আছেন, না অন-সাইডে আছেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা বোঝবার সুযোগ রেফারীর চেয়ে লাইন্সম্যানের অনেক বেশী। বল গোল-লাইন বা টাচ-লাইন অতিক্রম করল কিনা তাও লাইন্সম্যান রেফারীর চেয়ে অনেক ভালভাবে দেখবার সুযোগ পান। রেফারী থাকেন মাঠের মধ্যে, লাইন্সম্যান থাকেন লাইন বরাবর। সুতরাং এসব ব্যাপারে লক্ষ রাখা লাইন্সম্যানেরই প্রধান কর্তব্য। তা ছাড়া আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের সময়ে অফ্-সাইড সম্বন্ধে রেফারীর ঠিক সিদ্ধান্তে আসা এক রকম অসম্ভব। খেলোয়াড় একটু এগিয়ে পিছিয়ে আছেন কিনা, পেছন দিক থেকে সেটা বোঝা যায় না, যদি আগু-পিছুর ব্যবধান বেশী না হয়।

হাস্যকর উক্তি

অনেক সময়ে অফ্-সাইড সম্পর্কে দর্শকদের হাস্যকর উক্তি করতে দেখা যায়। হয়তো উত্তর দিকে বসে থেকে দক্ষিণ দিকের নিয়মভঙ্গ সম্বন্ধে তাঁরা বিজ্ঞের মত বলে ওঠেন—'সেম লাইনের অফ্-সাইড।' তাঁরা জানেন, সেম লাইনে থাকলে অফ্-সাইড হয়। কিন্তু সেম লাইন বোঝা কি এত সোজা? লাইন্সম্যানের পক্ষে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে যা বোঝা শক্ত, পেছনের দর্শকদের তা ভালভাবে বোঝা সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কি, অত বড় মাঠের দুই দিকের টাচ লাইনের কাছাকাছি যদি দুই পক্ষের দুইজন খেলোয়াড় এক ফুট আগু-পিছু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে তাঁরা সেম লাইনে আছেন কিনা সেটা বোঝবার জন্য গোললাইনের সংগে সমান্তরালভাবে সুতো ধরে মাপের প্রয়োজন হয়। অথচ এমন ক্ষেত্রেও আমরা সবজান্তার মত 'অফ্-সাইড' 'অফ্-সাইড' বলে চীৎকার করে উঠি।

তবে কি রেফারী ও লাইন্সম্যানেরা সব ক্ষেত্রে অভ্রান্ত? না, তা নয়। তাঁদেরও ভুল হয়। অফ্-সাইড থেকে অনেক গোল হয়। আবার অন্-সাইডের গোলও নাকচ হয় অফ্-সাইড ভ্রমে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে থাকে লাইন্সম্যানের অন্যমনস্কতা বা অসহযোগিতা। যদি ঠিকভাবে লাইন্সম্যানরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেন তবে অফ্-সাইড সম্বন্ধে ভুল হবার কথা নয়।

লাইন্সম্যানের নির্দেশ—লাইন্সম্যান সব সময় মাথাব উপর পতাকা আন্দোলিত করে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন পরে পতাকার দ্বারা আইন লঙ্ঘনের স্থান বা অফ্-সাইডের স্থান দেখিয়ে দেবেন। লাইন্সম্যানদের সতর্ক থাকতে হবে খেলার সময় তারা যেন মাঠে ঢুকে না পড়েন এবং বল যেন হঠাৎ তাঁদের গায়ে না লাগে।

....রেফারীজ অ্যাসোসিয়েশন

খেলার রেকর্ড-কার্ড

প্রতিযোগিতা . . . .   তারিখ ... .

............বনাম............

খেলা আরম্ভের সময় . .. . .   কাদের কিক-অফ .   .

কখন বিরতির সময় হবে . . . .   বিরতির পর আরম্ভ সময়. ....

কখন পূর্ণ সময় হবে.. ...   অতিরিক্ত সময়ের আরম্ভ.... ... ...

খেলার শেষ সময় ...   .   নষ্ট সময়. .   . .

গোল

ক্লাব	প্রথমার্ধ	দ্বিতীয়ার্ধ	অতিরিক্ত সময়

সতর্কিত খেলোয়াড়ের নাম..... .... .

বিতাড়িত খেলোয়াড়ের নাম   . ... .

রেফারীর স্বাক্ষর . . . .

ইন্-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবার পর রেফারী একখানি বাহু মাথার উপর তুলে বাঁশী বাজিয়ে কিক করবার সংকেত দেবেন। বাহু মাথার উপর তোলাই ইন্-ডিরেক্ট কিকের ইংগিত

রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে লাইন্সম্যানকে সব সময় মাথার উপর পতাকা আন্দোলন করে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। পরে পতাকার দ্বারা তিনি অপরাধের স্থান দেখিয়ে দেবেন

মাথার উপর পতাকা আন্দোলন করে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণের পর লাইন্সম্যান উপরের ছবির অনুরূপভাবে হাত রাইট অ্যাঙ্গেলে রেখে অপরাধের স্থান নির্দেশ করবেন

রেফারী ও লাইন্সম্যানদের মধ্যে সহযোগিতা

(৬ নম্বর আইনের অন্তর্গত)

খেলার সময় রেফারী ও লাইন্সম্যানদের নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে খেলার আইনের ধারার মধ্যে কোন উপদেশ নেই। অবশ্য ৫ নম্বর ও ৬ নম্বর আইনের ধারায় রেফারী ও লাইন্সম্যানের ক্ষমতা ও করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ আছে, যা ঠিকমত ব্যাখ্যা করলে রেফারী ও লাইন্সম্যানের মধ্যে সহযোগিতাই বোঝায়। ৬ নম্বর আইনে বলা হয়েছে—দুজন লাইন্সম্যান নিযুক্ত হবেন, যাঁদের কর্তব্য (রেফারীর সিদ্ধান্তসাপেক্ষ) হবেঃ—

(এ) বল কখন খেলার বাইরে যায়—তা ঠিক করা।

(বি) কোন্ পক্ষ (১) কর্নার-কিক, (২) গোল-কিক ও (৩) থ্রো-ইন পাবার অধিকারী—তা ঠিক করা।

(সি) খেলার আইন-কানুন অনুযায়ী রেফারীকে খেলা পরিচালনা করতে সাহায্য করা।

"সি" উপধারা অনুযায়ী সাহায্য অর্থে বোঝাবেঃ

(১) কখন বলটি সম্পূর্ণভাবে খেলার বাইরে যায়, তার সংকেত দেওয়া।

(২) কোন পক্ষ কর্নার-কিক, গোল-কিক বা থ্রো-ইন্ পাবার অধিকারী তার নির্দেশ দেওয়া।

(৩) খেলার মধ্যে ধস্তাধস্তি করা বা অভদ্র ব্যবহার সম্পর্কে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

(৪) রেফারী মতামত বা পরামর্শ চাইলে যে-কোন বিষয়ে মতামত দেওয়া।

॥ নিউট্র্যাল অর্থাৎ নিরপেক্ষ লাইন্সম্যান ॥

উপরে যেসব সাহায্যের কথা লেখা হল, **নিরপেক্ষ লাইন্সম্যানদের** দ্বারা খুব ভালভাবে রেফারীদের সেইসব সাহায্য দেওয়া যায়।

ক্লাব লাইন্সম্যানের কাজের উপর সীমা ধার্য করা আছে। কারণ, যাঁরা নিরপেক্ষ লাইন্সম্যান নন, তাঁদের কাছে উপরে লেখা (২), (৩) ও (৪) নম্বরের বিষয়গুলি সাধারণত জিজ্ঞাসা করা হয় না। খেলায় নিরপেক্ষ লাইন্সম্যান নিযুক্ত করা হলে তাঁরা অবশ্যই **সহকারী রেফারী** হিসাবে গণ্য হবেন। নিরপেক্ষ লাইন্সম্যান হলে

রেফারী নিশ্চয়ই ভিন্ন মনোভাব নিয়ে কাজ করবেন, এটাই অভিপ্রেত। কারণ, এ ক্ষেত্রে কার্যত তিনজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য খেলাটি পরিচালনা করছেন। রেফারী থাকছেন প্রধান পরিচালক হিসাবে, লাইন্সম্যানরা থাকছেন সুষ্ঠু এবং যথাযথভাবে খেলা পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য।

॥ ক্লাব লাইন্সম্যান ॥

ক্লাব লাইন্সম্যানদের কাছ থেকে সর্বাধিক কার্যকরী সহযোগিতা পেতে হলে নীচে যেমন লেখা আছে সেইভাবে কাজ করা উচিতঃ

(১) দুইজন ক্লাব লাইন্সম্যানই খেলা আরম্ভের আগে রেফারীর সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ নেবেন এবং জেনে নেবেন যে, তাঁদের নিজস্ব মতামত যাই থাক না কেন, রেফাবীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং রেফারীর কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবশ্যই কোন প্রশ্ন করা চলবে না।

(২) ক্লাব লাইন্সম্যান হিসাবে তাঁদের কাজ হচ্ছে, কখন বলটি **সম্পূর্ণরূপে** টাচ-লাইনের (পার্শ্বরেখা) বাইরে যায় তার সঙ্কেত জানানো এবং কোন্ দল থ্রো-ইন পাবার অধিকারী তার নির্দেশ দেওয়া, তবে সব সময়েই এইসব সঙ্কেত ও নির্দেশ রেফারীর সিদ্ধান্তসাপেক্ষ।

উপবের বর্ণনামত নিজ নিজ কর্তব্যের কথা পরিষ্কারভাবে মনে রেখে রেফারীদের উচিত—খেলার আগে ঠিক করে নেওয়া, ক্লাব লাইন্সম্যানদের দিয়ে তাঁরা কি কি কাজ করাতে চান এবং লাইন্সম্যানরাই বা কিভাবে তাঁকে সবচেয়ে ভাল সাহায্য করতে পারেন সেটাও পবিষ্কাব করে বলে দেওয়া উচিত। যে-কোন খেলা আরম্ভের আগে তিনজন সদস্যের মধ্যে পবামর্শ হওযা প্রয়োজন। এই তিনজনের প্রধান হিসাবে রেফারী অবশ্যই তাঁর সহকারীদের স্পষ্ট করে বলে দেবেন তাঁরা কিভাবে তাঁকে (রেফারীকে) সবচেয়ে ভালভাবে সাহায্য করতে পারেন। যাতে বোঝার ভুলে কোনরকম গোলমাল দেখা না দেয় সেজন্য রেফারীর উপদেশগুলি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হবে। নিজেদের দিক দিয়ে লাইন্সম্যানরা অবশ্যই রেফারীর কর্তৃত্ব মেনে নেবেন এবং তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে **বিনা প্রশ্নে রেফারীর সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন**। রেফাবীর সঙ্গে লাইন্সম্যানদের সম্পর্ক অবশ্যই সাহায্যকারীর সম্পর্ক—অহেতুক হস্তক্ষেপ বা বিরোধিতার নয়।

নীচে যেমন লেখা আছে, এইসব বিষয়ে রেফারী লাইন্সম্যানদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং তাঁদের জানিয়ে দেবেনঃ

(এ) তাঁর ঘড়িতে সময় কত।

(বি) খেলার কোন্ অর্ধাংশে কোন্ লাইন্সম্যান মাঠের কোন্দিকে থাকবেন।

(সি) খেলা আরম্ভের আগে তাঁদের কর্তব্য কি, যেমন—মাঠের আনুষঙ্গিক (গোল, পতাকা, জাল, মাপজোক ইত্যাদি) পরীক্ষা করা।

(ডি) প্রয়োজন দেখা দিলে দ‍ুজনের মধ্যে কে প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন।

(ই) কর্নার-কিকের সময় কোন্ যায়গায় দাঁড়াতে হবে।

(এফ) তিনি যে, লাইন্সম্যানের সঙ্কেত দেখেও সেই সঙ্কেত প্রত্যাখ্যান করছেন সেই সঙ্কেত কি ধরনের হবে।

(জি) থ্রো-ইনের সময় লাইন্সম্যানের কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে এবং রেফারীই বা কিসের প্রতি লক্ষ রাখবেন। যেমন অনেক রেফারী লাইন্সম্যানদের বলেন, বল নিক্ষেপকারীর পায়ের নিয়মভঙ্গের দিকে লক্ষ রাখতে, আর নিজে লক্ষ রাখেন হাতের ত্র‍ুটির দিকে।

(এইচ) খেলার কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে খেলা পরিচালনার জন্য যে সাধারণ পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করতে চান। যেমন পরিচালনার কোনাকুনি পদ্ধতি বা অন্য যে ধরনের পদ্ধতি তিনি পছন্দ করেন।

কোনাকুনি পদ্ধতির খেলা পরিচালনায় খেলার মাঠের একটি কোনাকুনি রেখাকেই রেফারী অবলম্বন করে থাকবেন, এমন কোন কথা নেই। যদি মাঠের অবস্থা, বাতাস, স‍ূর্য বা অন্য কোন কারণে কোনাকুনি রেখা বিপরীতভাবে বদল করতে হয়, তবে রেফারী এভাবে বদল করার ইচ্ছা লাইন্সম্যানদের জানিয়ে দেবেন এবং লাইন্সম্যানরা তখনই তাঁদের পার্শ্ব লাইনের অপর অর্ধেকের মধ্যে দাঁড়াবেন। কোনাকুনি রেখা বদল করার একটি স‍ুবিধা এই যে, পার্শ্বরেখার বাইরের জমির কেবল এক দিক লাইন্সম্যানদের পদক্ষেপে ক্ষত না হয়ে সব জমিই সমানভাবে ব্যবহার করা হয়।

রেফারী ও লাইন্সম্যানদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য অন্যান্য বিষয়ও এর সঙ্গে যোগ কবা যেতে পারে, তবে যে বিষয়ই হোক, তা এই তিনজন পরিচালকের জানা থাকা দরকার।

উপরে (এইচ) উপধারায় যে কোনাকুনি পদ্ধতির পরিচালনার কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে ফ‍ুটবলের আইন-বইয়ের ১১টি ডায়গ্রাম এই সঙ্গে ছাপা হল। এই ডায়গ্রাম অন‍ুযায়ী পরিচালনার অন‍ুশীলনকালে সমস্ত ক্ষেত্রে একভাবে খেলা পরিচালনা সম্ভব।

রেফারী ও লাইন্সম্যানের সংযোগিতামূলক কোনাকুনি প্রথার পরিচালনা

ডায়াগ্রাম—১
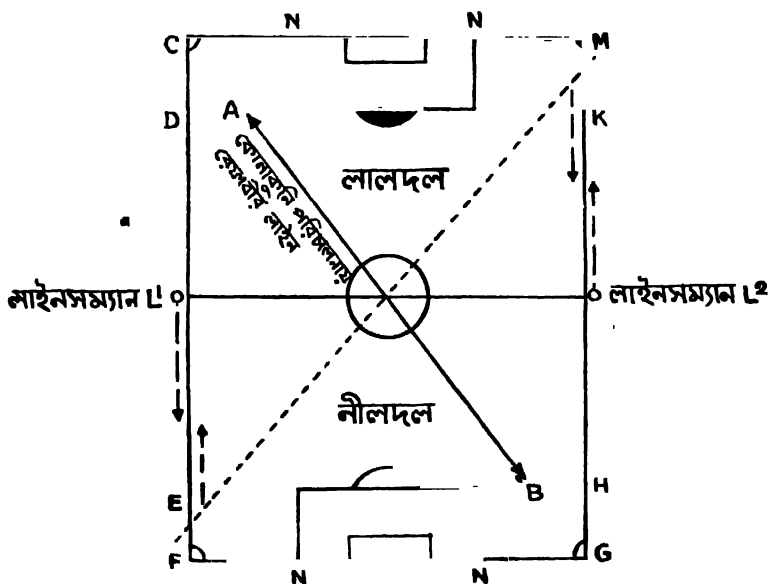
কোনাকুনি পদ্ধতির খেলা পরিচালনায় রেফারী ও লাইন্সম্যানদের অবস্থান।
'এ'—'বি' রেফারীর দৌড়-পথের কাল্পনিক কোনাকুনি রেখা।

রেফারী যখন 'এ' বিন্দুর কাছাকাছি জায়গায় থাকবেন, ২ নম্বর লাইন্সম্যান তখন থাকবেন 'এম' ও 'কে' রেখার কাছে। আবার রেফারী যখন 'বি' বিন্দুর কাছাকাছি থাকবেন, তখন ১ নম্বর লাইন্সম্যান থাকবেন 'ই' ও 'এফ' রেখার কাছে। এর ফলে মাঠের দুই পাশের সম্ভাবিত ক্রীড়াদ্বন্দ্ব রেফারী ও লাইন্সম্যানের দৃষ্টির আওতার মধ্যে থাকবে।

এক নম্বর লাইন্সম্যান সব সময় লাল দলের আক্রমণের গতির দিকে লক্ষ রেখে লাল দলের পুরোবর্তী খেলোয়াড়ের লাইন নিয়ে চলবেন এবং কদাচিৎ তাঁর (লাল দলের অর্ধ) মাঠের অপরার্ধে যাবার প্রয়োজন হবে।

সমভাবে দুই নম্বর লাইন্সম্যান সব সময় নীল দলের আক্রমণের গতির দিকে লক্ষ রেখে নীল দলের অগ্রবর্তী খেলোয়াড়ের লাইনে থাকবেন। তাঁকেও খুব কম ক্ষেত্রে মাঠের অপর অর্ধে (নীল দলের অর্ধ) আসতে হবে।

কর্নার বা পেনাল্টির সময় লাইন্সম্যান তাঁদের নিজ নিজ অর্ধের 'এন' বিন্দুতে স্থান গ্রহণ করবেন (এ সম্বন্ধে ৪ নম্বর ও ৯ নম্বর ডায়গ্রাম দ্রষ্টব্য)।

রেফারী 'এ' বিন্দুর কাছাকাছি জায়গায় থাকা সময়ে যদি এক নম্বর লাইন্সম্যান 'সি' ও 'ডি' রেখার মধ্যে যান কিংবা রেফারীর 'বি' বিন্দুতে অবস্থানকালে দুই নম্বর লাইন্সম্যান 'জি'

ও 'এইচ' রেখার মধ্যে চলে আসেন, তবে কোনাকুনি পদ্ধতির পরিচালনা অর্থহীন হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

[কোন কোন রেফারী কোনাকুনি পদ্ধতির পরিচালনায় বিপরীত রেখা পছন্দ করেন। অর্থাৎ তাঁরা দৌড়ের পথ হিসাবে বেছে নেন 'এফ' ও 'এম' রেখা। এতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ নেই। রেফারী এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে এক নম্বর লাইন্সম্যান 'ও' এবং 'সি' রেখাকে এবং ২ নম্বর লাইন্সম্যান 'ও' এবং 'জি' রেখাকে তাঁদের দৌড়ের পথ নির্দিষ্ট করে নেবেন।]

ডায়গ্রাম—১ 'এ'

বাংলা অক্ষরসমন্বিত এক নম্বর ডায়গ্রামের অনুরূপ চিত্র। এই চিত্রের মধ্যে রেখাঙ্কিত স্থানেই রেফারীর গতিবিধির সাধারণ সীমানা। কোনাকুনি প্রথার পরিচালনায় ক্বচিৎ কদাচিত রেফারীকে এই সীমার বাইরে যেতে হয়।

ডায়গ্রাম—২

খেলা আরম্ভের সময়

খেলা আরম্ভের সময়

কিক-অফের সময় রেফারীর অবস্থানের জায়গায় ইংরাজী 'আর' অক্ষর লেখা আছে।

লাইন্সম্যানদের অবস্থানের জায়গায় 'এল-১' এবং 'এল-২' লেখা আছে।

০ গোলচিহ্ন ও × ক্রসযুক্ত গোলচিহ্ন দুই দলের খেলোয়াড়ের অবস্থান।

'এ' ও 'বি' কোনাকুনি রেখা রেফারীর সম্ভাবিত চলার পথ।

আক্রমণের গতি অনুযায়ী রেফারী 'এ' 'বি' কাল্পনিক রেখা ধরে মাঠের মধ্যে চলা-ফেরা করবেন।

কেন্দ্র স্থলে ● বিন্দুচিহ্ন খেলার বল।

ডায়গ্রাম—৩

আক্রমণের সময়

(২ নম্বর ডায়গ্রামের পর)

বল যদি লেফট আউটের দিকে যায় রেফারী কোনাকুনি কাল্পনিক রেখা থেকে একটু সরে বলের কাছাকাছি জায়গায় যাবেন (ইংরাজী 'আর' অক্ষর)

লাইন্সম্যান ('এল-২') আক্রমণকারী দলের পুরোবর্তী খেলোয়াড়ের সম লাইনে থেকে সেই খেলোয়াড়কে অনুসরণ করে চলবেন।

তা হলে দুইজন বিচারক খেলার সংগে তাল রেখে চলতে পারবেন।

বল ফিরে আসার সম্ভাবনায় কিংবা সম্ভাবিত প্রতি-আক্রমণের জন্য লাইন্সম্যান ('এল-১') মাঠের হাফওয়ে লাইন বরাবর দাঁড়িয়ে থাকবেন।
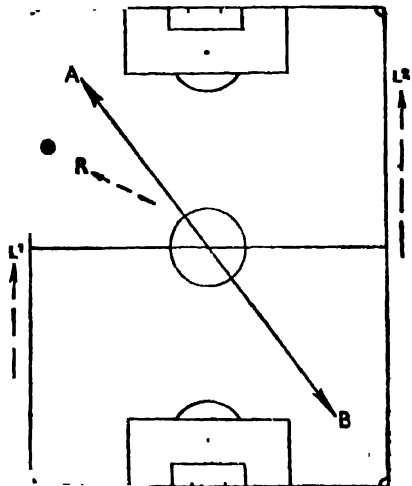
আক্রমণের সময়

ডায়গ্রাম—৪

কর্নার-কিক
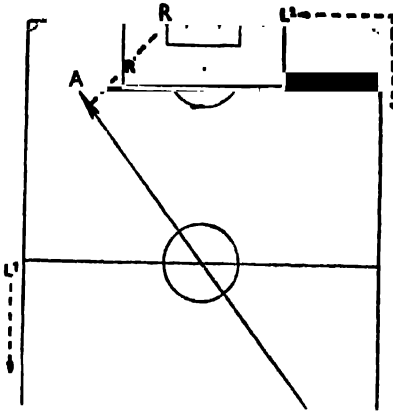
কর্নার-কিক

মাঠের যে দিক থেকেই কর্নার কিক করা হোক না কেন, রেফারী ও লাইন্সম্যানের অবস্থানের কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

রেফারী (আর অক্ষর) গোল পোস্টের পাদদেশে অথবা 'এ' ও 'আর' বিন্দুরেখার যে কোন জায়গায় দাঁড়াবেন।

লাইন্সম্যান (এল-২) দাঁড়াবেন পেনাল্টি এরিয়া ও গোল-লাইনের সংযোগস্থলে। রেফারীর দৃষ্টির আড়ালের কোন ঘটনা এখান থেকেই তাঁর দেখার সুবিধা বেশী।

লাইন্সম্যান (এল-১) থাকবেন মাঠের মধ্যরেখা বরাবর। রক্ষণ দলের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ হলে এবং বল অবরোধ-মুক্ত হয়ে ফিরে এলে এক নম্বর লাইন্স-ম্যান (এল-১) এখান থেকেই তার প্রতি নজর রাখবেন।

কর্নারের পর প্রতি আক্রমণ

(৪ নম্বর ডায়গ্রামের পরে)

কর্নার কিকের পর রক্ষণকারী দল প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করেছে রেফারী (আর অক্ষর) কোনাকুনি পথ ধরবার জন্য গোল লাইন থেকে দৌড়ে আসবেন।

(টিকা : দৈহিক পটু রেফারীর পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব নয়)

লাইন্সম্যান (এল-২) টাচ্ লাইন দিয়ে ত্বরিতে তাঁর নিজের পথে এগিয়ে আসবেন।

লাইন্সম্যান (এল-১) আক্রমণের অগ্র-গতির সংগে সংগে চলবেন এবং আইন লঙ্ঘনের প্রতি নজর রাখবেন, রেফারী নিজের কোনাকুনি পথ অবলম্বন করার আগে পর্যন্ত কোন আইন লঙ্ঘনের ব্যাপারে সঙ্কেত জানানোও এক নম্বর লাইন্সম্যানের কর্তব্য।
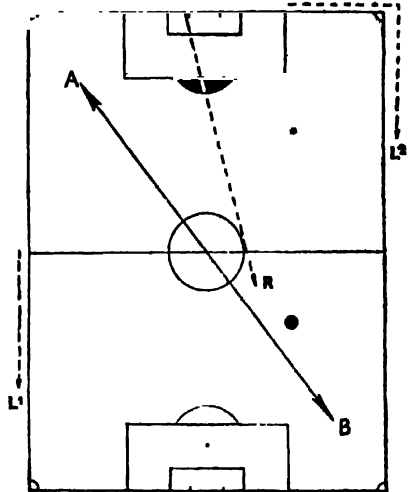
ডায়গ্রাম—৫

কর্নারের পর প্রতি-আক্রমণ

ডায়গ্রাম—৬
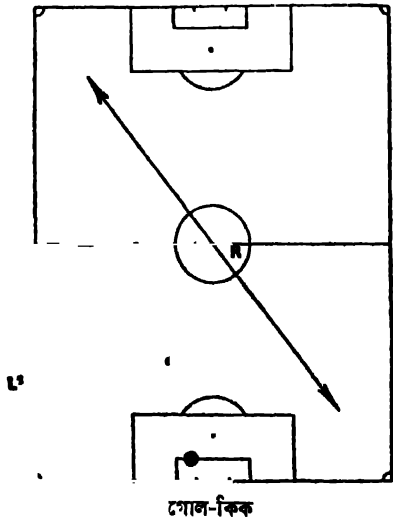
গোল-কিক

গোল-কিক

রেফারীর (আর) অবস্থান হবে মধ্য-মাঠে কোনাকুনি রেখার নিকটবর্তী স্থানে।

এক নম্বর লাইন্সম্যান (এল-১) গোল-কিক করার দিকে নজর রাখবেন।

দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) থাকবেন মধ্যরেখার একটু দূরে যাঁরা গোল-কিক করছেন তাঁদের সম্ভাব্য আক্রমণের গতি অনুসরণের জন্য।

ডায়গ্রাম—৭

মধ্য-মাঠের ফ্রি-কিক

(কালো বিন্দু বল, গোল ক্রসচিহ্ন আক্রমণ দলের খেলোয়াড়, গোল চিহ্ন রক্ষণ দলের খেলোয়াড়।)

ফ্রি-কিকের জন্য দুই দলের খেলোয়াড়রা যেখানে প্রতিরোধব্যূহ ও আক্রমণের লাইন তৈরি করেছেন রেফারী (আর) ও দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) সেই লাইনের প্রতি লক্ষ রাখবেন অফ-সাইড ও ফাউলের ঘটনা নিরীক্ষণের জন্য।

এক নম্বর লাইন্সম্যান (এল-১), ফ্রি-কিক যেখান থেকে করা হচ্ছে সেখানকার কাছাকাছি জায়গা থেকে দেখবেন ঠিক জায়গা থেকে ফ্রি-কিক করা হচ্ছে কিনা। সম্ভাবিত প্রতি-আক্রমণের জন্যও এক নম্বর লাইন্সম্যানের ঐ জায়গায় থাকা প্রয়োজন।
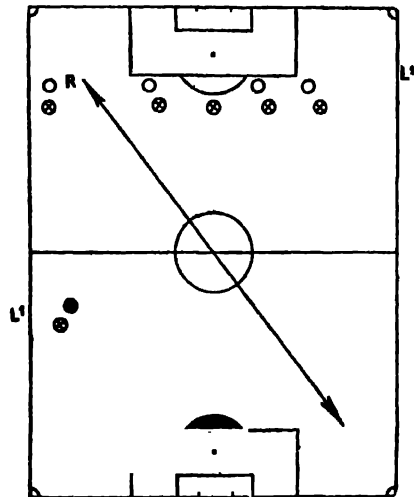
মধ্য-মাঠের ফ্রি-কিক

ডায়গ্রাম—৮
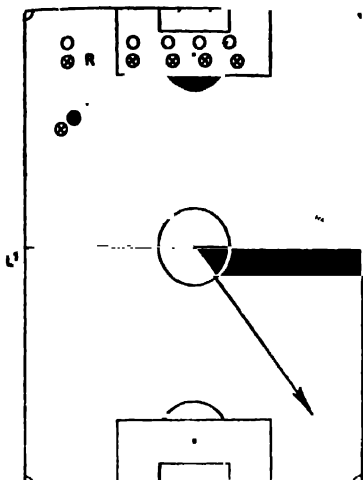
পেনাল্টি-এরিয়ার বাইবে, গোলের কাছেব ফ্রি-কিক

পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে, গোলের কাছের ফ্রি-কিক

(গোল কালো বিন্দু বল, গোল ক্রস চিহ্ন আক্রমণ দলের খেলোয়াড়, গোল চিহ্ন রক্ষণ দলের খেলোয়াড়, 'আর' রেফারী)

এই ধরনের ফ্রি-কিকের সময় রেফারী তাঁর কোনাকুনি রেখা থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান করবেন যাতে অফ্‌সাইডের ঘটনা তিনি খুব ভাল-ভাবে বিচার করতে পারেন।

দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) রেফারীর অবস্থান থেকে আবও একটু এগিয়ে থেকে অর্থাৎ গোল-লাইনের সংগে থেকে অফ-সাইড ও ফাউলেব ঘটনার প্রতি নজর রাখবেন এবং ডিরেক্ট ফ্রি-কিক হলে বল গোল-লাইন অতিক্রম কবে কিনা তার প্রতিও লক্ষ রাখবেন।

পেনাল্টি-কিক

পেনাল্টি কিকেব জন্য বল বসান হয়েছে, গোল-লাইনের উপর গোলকিপাব এবং কিক কববাব জন্য প্রস্তুত কিকার ছাড়া আক্রমণ ও বক্ষণ দলেব খেলোয়াড়রা যথারীতি পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে এবং পেনাল্টি বিন্দু থেকে ১০ গজ দূবে দাঁড়িয়েছেন। 'আব' চিহ্ন স্থানে রেফারী অবস্থান করলে তিনি ভালভাবে বুঝতে পারবেন, ঠিকভাবে কিক করা হচ্ছে কিনা এবং কিকের আগে কোন খেলোয়াড় পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ছেন কিনা।

(এল-২) স্থানে দুই নম্বর লাইন্সম্যান অবস্থান করে নজর রাখবেন, গোল-কিপার কিকের আগে বে-আইনীভাবে গোল-লাইনের উপর থেকে এগিয়ে যাচ্ছেন কিনা এবং পেনাল্টি কিক গোল-লাইন অতিক্রম কবে কিনা।

(এল-১) স্থানে এক নম্বর লাইন্সম্যান অবস্থান করে সম্ভাবিত প্রতি-আক্রমণের গতির দিকে নজর রাখবেন।

ডায়গ্রাম—৯

পেনাল্টি-কিক

ডায়গ্রাম—১০-'এ'

থ্রো-ইন
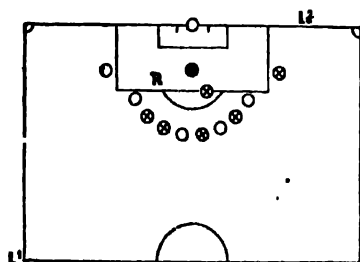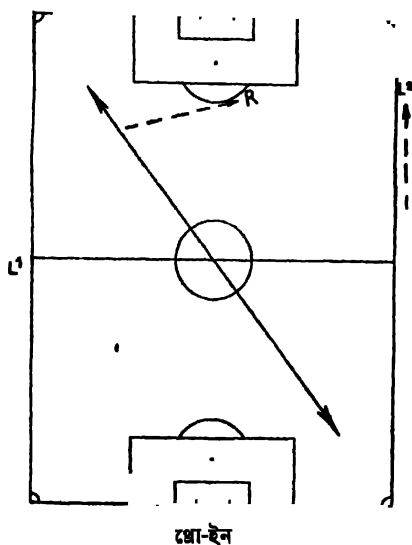
থ্রো-ইন

বল খেলার বাইরে গেলে অর্থাৎ থ্রো-ইন হলে দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) কাদের থ্রো-ইন সেটা নির্দেশ করে দেবার জন্য বলের কাছাকাছি থাকবেন।

রেফারী (আর) তাঁর কোনাকুনি পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে সরে যাবেন ঠিক যেভাবে রক্ষণ দলের খেলোয়াড়রা থ্রো-ইনের জন্য প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে যান।

এক নম্বর লাইন্সম্যান (এল-১) মাঠের মধ্য রেখা বরাবর দাঁড়িয়ে থেকে সম্ভাবিত প্রতি-আক্রমণের গতির দিকে লক্ষ রাখবেন

ডায়গ্রাম—১০-'বি'

থ্রো-ইন

থ্রো-ইন

এক নম্বর লাইন্সম্যান (এল-১) থ্রো-ইনের জায়গা থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এখান থেকে বল নিক্ষেপ-কারীর পায়ের ত্রুটি লক্ষ করবার অসুবিধা নেই। কাদের থ্রো সেটাও তিনি নির্দেশ করতে পারেন। তা ছাড়া সম্ভাবিত প্রতি আক্রমণের জন্যও তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

রেফারী (আর) তার কোনাকুনি রেখা থেকে টাচ-লাইনের দিকে একটু সরে গিয়ে থ্রো-ইনের অন্য ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করবেন।

দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) অন্য ঘটনার প্রতি নজর রাখবেন যতক্ষণ রেফারী তার কোনাকুনি রেখায় ফিরে না আসেন।
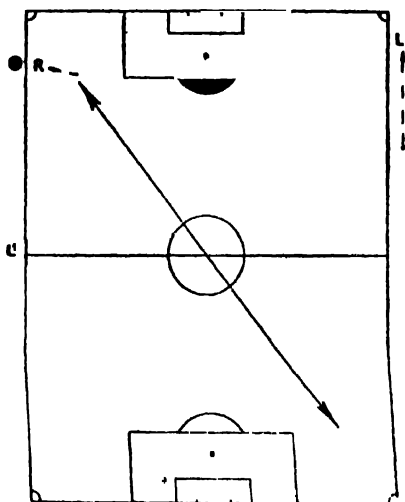
৭ নম্বর আইন—খেলার সময়

॥ মূল আইন ॥

পরস্পরের মধ্যে অন্যরকম চুক্তি না থাকলে, নীচে লেখা বিধানসাপেক্ষে, খেলার স্থিতিকাল ৪৫ মিনিট করে দুটি সমান অংশ হবে। নীচের বিধান হচ্ছেঃ—

(এ) প্রত্যেক অংশে আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে যে সময় নষ্ট হবে তা যোগ করতে হবে। এই সময়ের পরিমাণ রেফারীর বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

(বি) প্রতি অর্ধে নিয়মিত সময়ের শেষে বা পরে পেনাল্টি কিক করতে দেবার জন্য সময় বাড়াতে হবে।

হাফ-টাইমের বিরতির সময় রেফারীর অনুমতি ছাড়া ৫ মিনিটের বেশী হবে না।

ঘড়ির গুণাবলী হচ্ছেঃ

১। 'এ' বোতাম ঘুরিয়ে দম দিলে ২০ ঘণ্টা ধরে চলে।

২। 'বি' বোতামে চাপ দিলে দুটি কাঁটা শূন্য অঙ্কে চলে আসে।

৩। 'সি' স্ক্রু ঘুরিযে কালো বৃত্তের উপর সাদা অক্ষরে লেখা ঘূর্ণায়মান বলযের ত্রিভুজ চিহ্ন খেলার নির্দিষ্ট সমযের ঘরের উপর আনা যায।

৪। 'এ' বোতামে চাপ দিলে ঘড়ি চলতে আরম্ভ করে।

৫। খেলায ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে বা বন্ধ হযে গেলে আবার 'এ' বোতামে চাপ দিলে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায, দ্বিতীয চাপে আবার চলতে থাকে।

৬। খেলার সময়, কতটুকু সময় খেলা হযেছে, আর কতটুকু সময় বাকি আছে, ঘূর্ণায়মান ডাযাল ও সাদা ডাযালে চোখ ফেরালে এক নিমিষেই তা বলা যায।

ছবিতে ৪৫ মিনিটের ঘরে খেলার অর্ধ সময় নির্দিষ্ট করা আছে। খেলা হয়েছে ৮ মিনিট ৫১ সেকেন্ড, খেলার বাকি আছে ৩৬ মিনিট ৯ সেকেন্ড।
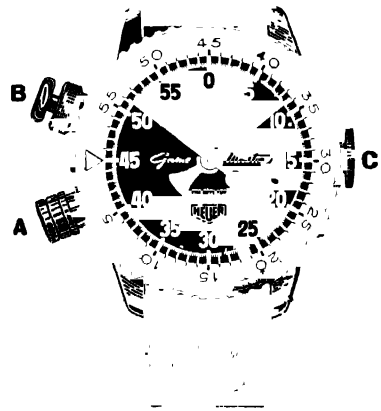
গেম-মাস্টার স্টপ-রিস্টওয়াচ

সুইজারল্যাণ্ডের 'হেভার' কোম্পানীর তৈরী এই ঘড়ি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক রেফারী কমিটির সদস্য মিঃ এ. ল্লিণ্ডেনবার্জের অভিমত: খেলা পরিচালনার ব্যাপারে এ ঘড়ি যুগান্তকারী সৃষ্টি

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) ৫ নম্বর আইনে যেমন লেখা আছে সেইমত, যদি কোন কারণে নিয়মানুযায়ী খেলা শেষ হবার নির্ধারিত সময়ের আগে রেফারীর দ্বারা খেলা বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেই খেলাটিকে আবার পুরো সময় খেলাতে হবে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার যদি নিয়ম থাকে খেলা বন্ধ হবার সময়কার ফলাফলই বহাল থাকবে, তবে পৃথক কথা।

(২) খেলার মধ্যসময়ে খেলোয়াড়দের বিরতি-সময় পাবার অধিকার আছে।

॥ রেফারীর প্রতি উপদেশ ॥

যে-সব জায়গায় কাপের খেলার বা অন্য প্রতিযোগিতার খেলার স্থিতিকাল নির্দিষ্ট করা আছে, সে-সব জায়গায় রেফারীর আইন-কানুন রদ করার ক্ষমতা নেই।

খেলার স্বাভাবিক সময় অর্থে ৯০ মিনিট, কিংবা দুই পক্ষের চুক্তিমত এবং প্রতিযোগিতার নিয়মমত এর চেয়ে কম সময়। যাই হোক না কেন, খেলার সময় এই পুরো সময়টা সমান দু'টি অংশে ভাগ হবে।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

সাধারণত ফুটবল খেলাব স্থিতিকাল প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট করে ৯০ মিনিট। ইউরোপে এবং অন্যান্য শীতপ্রধান দেশে ৯০ মিনিট খেলা চলে। বিশ্ব ফুটবল কাপ, অলিম্পিক প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক খেলারও এই নিয়ম। কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কম সময় খেলানো হয়। আই এফ এ-র লীগের খেলা হয় প্রতি অর্ধে ২৫ মিনিট করে ৫০ মিনিট। আবার প্রতি অর্ধে ৩৫ মিনিট করে ৭০ মিনিট চলে আই এফ এ শীল্ডের খেলা। রোভার্স কাপ, ডুরান্ড কাপ, জাতীয় ফুটবল এবং অন্যান্য কয়েকটি ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার স্থায়িত্বকালও আই এফ এ শীল্ডের খেলাব অনুরূপ। এক এক প্রতিযোগিতায় খেলার সময়ের এই হেরফেরে মূল আইনের কিন্তু লঙ্ঘন নেই। কারণ, ফুটবলের আইনকানুন প্রণেতারা সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের উপরই খেলার সময় ঠিক করার অধিকার ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং খেলার স্থিতিকাল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের ইচ্ছেমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। রেফারীকেও সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়।

বিরতির বিশ্রাম—প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে অবশ্যই বিরতির বিধান আছে। এই বিরতির সময় রেফারীর সম্মতি ছাড়া কোনমতেই ৫ মিনিটের বেশী হবে না। কমও হতে পারে। আগের আইনে হাফ-টাইমে খেলোয়াড়দের ৫ মিনিট বিশ্রাম পাবার অধিকার ছিল। কিন্তু নতুন আইনে বিরতির সময়ের পরিমাণ রেফারীর সিদ্ধান্তসাপেক্ষ। এখন ইচ্ছে করলে এবং প্রয়োজন হলে রেফারী ২ মিনিট বা ৩ মিনিট বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ করতে পারেন।

আগের আইনে ছিলঃ—

"Players have a right to an interval of five minutes at half-time."

নতুন আইনে আছেঃ—

"Players have a right to an interval at half-time."

অতিরিক্ত সময়—নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলার ফলাফল মীমাংসিত না হলে প্রতিযোগিতার নিয়মমত অতিরিক্ত সময় খেলাতে হলে এই সময় সমান দুইভাগে ভাগ হবে। অতিরিক্ত সময় আইনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া নেই, মধ্য সময়ে বিশ্রামেরও ব্যবস্থা নেই। প্রতিযোগিতার পরিচালকরা ইচ্ছেমত সময় ঠিক করতে পারেন। তবে অতিরিক্ত সময় খেলাতে হলে অবশ্যই আবার 'টস' করে খেলা আরম্ভ করতে হবে এবং মাঝ সময়ে দুই দল রেফারীর নির্দেশে পাশ পরিবর্তন করবেন। ভারতে সাধারণত ১৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়।

৮ নম্বর আইন—খেলার আরম্ভ

॥ মূল আইন ॥

(এ) **খেলা আরম্ভের সময়**—মুদ্রা নিক্ষেপের (টস) দ্বারা কোন্ দল কোন্ দিকে থাকবে এবং কোন্ দল কিক-অফ্ করবে তা ঠিক করা হবে। টসে যে দল জয়ী হবে, দিক বেছে নেওয়া বা কিক-অফ্ করা তাদের অভিরুচিমত হবে। (অর্থাৎ হয় তারা কোন্ দিকে প্রথম দাঁড়াবে সেটা বাছবে, না হয় তারা প্রথম কিক-অফ্ করবে)

রেফারী সঙ্কেত দেবার পর একজন খেলোয়াড় 'প্লেস কিক' করে খেলা আরম্ভ করবেন। (প্লেস-কিকের অর্থঃ খেলা আরম্ভের সময় মাঠের কেন্দ্রস্থলে বল স্থির অবস্থায় থাকার সময় সেই বলে কিক করা) যিনি প্রথমে প্লেস কিক করবেন তিনি খেলার মাঠের প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে বল কিক করে দিলে খেলা আরম্ভ হবে। খেলা আরম্ভের সময় প্রত্যেক খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে তাঁর নিজ অর্ধেক সীমানার মধ্যে থাকবেন এবং যিনি প্লেস-কিক করছেন তাঁর বিপক্ষ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়, যতক্ষণ কিক-অফ্ না করা হয় ততক্ষণ বল থেকে অন্ততঃ ১০ গজ দূরে থাকবেন। যতক্ষণ বলটি তাঁর নিজের পরিধি (২৭ বা ২৮ ইঞ্চি) অতিক্রম না করবে ততক্ষণ বলকে খেলার মধ্যে বলে ধরা হবে না। যতক্ষণ না অন্য কোন খেলোয়াড় বল খেলেন বা স্পর্শ করেন, ততক্ষণ যিনি প্লেস করেছেন, তিনি দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না।

(বি) **কোন গোল হবার পর,**—যে পক্ষ গোল খেয়েছে, সেই পক্ষের একজন খেলোয়াড়ের দ্বারা আবার একইভাবে খেলা আরম্ভ হবে।

(সি) **মধ্যসময়ের বিরতির পর,**—মধ্যসময়ের বিরতির পর আবার যখন খেলা আরম্ভ হবে তখন দুই পক্ষ দিক পরিবর্তন করবে এবং যে পক্ষের একজন খেলোয়াড় প্রথম খেলা আরম্ভ করেছিলেন তার বিপক্ষের একজন খেলোয়াড় কিক-অফ্ করবেন।

দণ্ড—এই নিয়ম-কানুনের লঙ্ঘন হলে আবার 'কিক-অফ্' করতে হবে। ব্যতিক্রম শুধু, অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলা বা স্পর্শের আগে কিকারের (যিনি কিক-অফ্ করেছেন) দ্বিতীয়বারের বল খেলার ক্ষেত্রে। এই অপরাধের জন্য, কিকার যেখানে দ্বিতীয়বার বল খেলবেন সেখান থেকে প্রতিপক্ষের একজন ইন্‌ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করবেন। কিক-অফ্ থেকে সরাসরি কোন গোল হবে না।

(ডি) **খেলা কোনরকমের সাময়িক বন্ধের পর,**—এইসকল আইনে কোথাও বলা হয়নি, যদি এমন কোন কারণে খেলা বন্ধ করা হয় এবং খেলা বন্ধ করার পূর্বমুহূর্তে বল টাচ-লাইন বা গোল-লাইন পার না হয়ে থাকে, তবে আবার খেলা আরম্ভ করতে হলে, খেলা বন্ধ রাখার সময় বল যেখানে ছিল রেফারী সেখানে 'ড্রপ' দিয়ে খেলা আরম্ভ করবেন। 'ড্রপ' দেওয়া বল যখন মাটি স্পর্শ

করবে তখন বলকে খেলার মধ্যে বলে ধরা হবে। অবশ্য যদি রেফারী 'ড্রপ' দেবার পর অন্য খেলোয়াড় দ্বারা বলটি স্পর্শ হবার আগেই বল গোল-লাইন বা টাচ-লাইন পার হয়ে মাঠের বাইরে যায়, তবে রেফারী আবার 'ড্রপ' দেবেন। মাটিতে না পড়া পর্যন্ত কোন খেলোয়াড় বল খেলবেন না। আইনের এই অংশ পালন করা না হলে রেফারী আবার বল ড্রপ দেবেন।

আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) রেফারী বল ড্রপ দেবার সময় যদি কোন খেলোয়াড়, মাটিতে বল পড়ার আগেই কোন আইন লঙ্ঘন করেন, তবে সেই খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে হবে, অথবা অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে। কিন্তু বিপক্ষ দলের পক্ষে কোন ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেওয়া যাবে না, কারণ অপরাধের সময় বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য ছিল না। সুতরাং রেফারীকে আবার বল ড্রপ দিতে হবে।

(২) খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ছাড়া অপর কারো দ্বারা কিক-অফ্ করা নিষিদ্ধ।

।রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

কোন্ দল কিক-অফ্ করেছে তা লিখে রাখবেন। অবশ্যই খেলায় অংশগ্রহণকারী কোন খেলোয়াড় কিক-অফ্ করবেন।

কিক-অফ্ না হওয়া পর্যন্ত কোনভাবের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবেন না।

বিশেষ জরুরী অবস্থা ছাড়া খেলার মধ্যবর্তী বিশ্রাম-সময় ৫ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন।

যখন অতিরিক্ত সময় খেলবার প্রয়োজন হবে তখন (এ) ধারায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী আবার খেলা আরম্ভ হবে। নির্ধারিত সময়ের শেষ এবং অতিরিক্ত সময়ের আরম্ভের মধ্যবর্তী বিশ্রাম-সময়ের পরিমাণ রেফারীর বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥

খেলায় যোগদানকারী কোন খেলোয়াড় অবশ্যই কিক-অফ্ করবেন।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

খেলা আরম্ভের বাঁশী বাজবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের ১০ গজী বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়েন বা হাফ-ওয়ে লাইন পার হয়ে যান। এরকম

করা অন্যায়। কারণ, রেফারীর সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে খেলা আরম্ভ হয় না—খেলা আরম্ভ হয় কিক-অফ্ করার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রতিযোগিতামূলক খেলা ড্র হবার পর যেখানে অতিরিক্ত সময় খেলবার প্রয়োজন হয় সেখানে দুই অধিনায়ক দিক নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই আবার 'টস' করবেন এবং অতিরিক্ত সময় অবশ্যই দুই সমান অংশে বিভক্ত হবে।
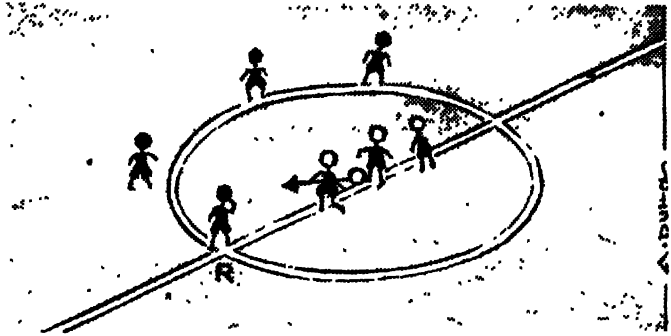
খেলা আরম্ভের অর্থাৎ কিক-অফের নির্ভুল পদ্ধতি। কিক-অফ না হওয়া পর্যন্ত দুইদল মাঠের নিজ নিজ অর্ধাংশে থাকবে, প্রতিপক্ষের কেউ বলের ১০ গজের মধ্যে আসতে পারবে না, বৃত্তের বাইরে থাকবে; প্রতিপক্ষের সীমানার দিকে বল কিক করে বলের পরিধি অতিক্রম করতে হবে। ইংরাজী 'আর' অক্ষর রেফারীকে বোঝাচ্ছে
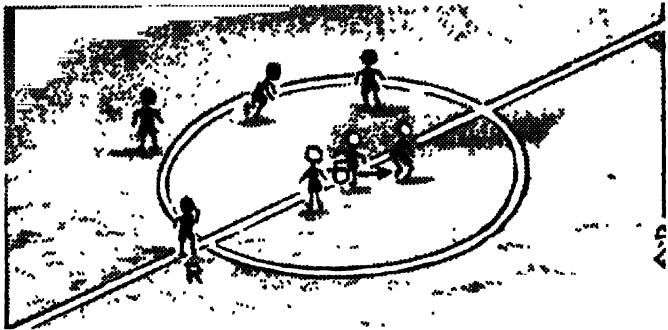
কিক-অফের ভুল পদ্ধতি। প্রতিপক্ষ ১০ গজী ব্যাসার্ধের বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, যাঁরা কিক-অফ করছেন তাঁরা পেছনদিকে কিক করছেন

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

টসের নিয়ম—ফুটবল খেলা আরম্ভের আগে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অধিনায়কের রেফারীর সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করা খেলার আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এটা অলিখিত নিয়ম এবং সাধারণ সৌজন্যের পরিচায়ক।

'টস' করবারও একটা অলিখিত নিয়ম আছে। রেফারীর হাত থেকে মুদ্রা গ্রহণ করে কোন্ অধিনায়ক 'টস' করবেন এবং কোন্ অধিনায়ক 'হেড' কিংবা 'টেল' বলবেন আইনে তার উল্লেখ নেই। যাদের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাবের অধিনায়কের টস করাই সাধারণ সৌজন্যের পরিচায়ক। কিন্তু যদি তৃতীয় ক্লাবের মাঠে দুই দল মিলিত হয়? এখানেও বিধান আছে। এ ক্ষেত্রে অধিনায়ক হিসাবে যিনি সিনিয়র তাঁরই 'টস' করা উচিত।

তৃতীয় ক্লাবের মাঠে খেলার অনুষ্ঠানে কোন্ অধিনায়ক টস করবেন এই প্রশ্নে 'লণ্ডন সোসাইটি অফ্ অ্যাসোসিয়েশন রেফারীজ'-এর সভাপতি মিঃ ভিক্টর রে বলেছেন, যিনি রেফারীর হাত থেকে প্রথম মুদ্রা গ্রহণ করবেন তিনিই টস করবেন। মিঃ রে ফুটবল আইনের পণ্ডিত ব্যক্তি। অথরিটির মধ্যে একজন। কিন্তু যদি দুজন অধিনায়ক একই সঙ্গে রেফারীর হাত থেকে মুদ্রা গ্রহণ করতে হাত বাড়ান? তবে তো 'কেবা আগে ধন করিবে গ্রহণ, তারি লাগি কাড়াকাড়ি' পড়ে যাবে। সুতরাং অনেক বিজ্ঞ রেফারীর অভিমত, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অপেক্ষাকৃত জুনিয়র অধিনায়ককে 'হেড' বা 'টেল' বলার সুযোগ দিয়ে, যিনি দুইয়ের মধ্যে সিনিয়র তাঁর টস করা উচিত। রেফারীর নিজের মুদ্রাক্ষেপ করা উচিত নয়।

রেফারীর কর্তব্য—খেলা আরম্ভের আগে রেফারীর কিন্তু অনেক কিছু করণীয় আছে যা আইনের অঙ্গ হিসাবে স্বীকার্য। যেমনঃ মাঠের মাপজোক, দাগ, কর্নার-পতাকা, গোল-পোস্ট, গোল-নেট ক্রস-বার নিয়মমত এবং ঠিকভাবে আছে কিনা তা দেখা; দুই দলের জামার রঙ মিলে না যায়, গোলকিপারের জার্সির রঙের সঙ্গেও পার্থক্য থাকে, কোন খেলোয়াড় বিপজ্জনক কিছু ব্যবহার না করে সেদিকে লক্ষ রাখা; সন্দেহ হলে খেলোয়াড়দের বুট পরীক্ষা করা; লাইন্সম্যানদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া; লাইন্সম্যানের ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া; খেলোয়াড়দের সংখ্যা গণনা; বল পরীক্ষা করা, অতিরিক্ত বলের ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি।

যাতে ঠিক সময়ে খেলা আরম্ভ হয় সে দিকে রেফারীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ দৈব দুর্ঘটনা, দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি কারণের জন্য খেলার সময় নষ্ট হলে যথাসময়ে খেলা শেষ নাও হতে পারে। অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যেও খেলা চালাবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং সাবধানের মার নেই বলে যে প্রবাদবাক্য আছে, রেফারীর সব ক্ষেত্রে সেটা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত।

সময় গণনা—মনে রাখতে হবে যথাযথভাবে কিক-অফ্ হবার সঙ্গে সঙ্গে খেলার সময় গণনা করতে হয়—খেলা আরম্ভের বাঁশী বাজানো থেকে সময় গণনা আরম্ভ হয় না। প্রতিপক্ষের সীমার মধ্যে বল ২৭ বা ২৮ ইঞ্চি অতিক্রম করলে যথাযথভাবে কিক-অফ্ করা হয়েছে বলে ধরা হবে; অবশ্যই অন্য আইনের লঙ্ঘন না হলে।

৯ নম্বর আইন—বল খেলার মধ্যে ও খেলার বাইরে

॥ মূল আইন ॥

বলকে খেলার বাইরে বলে ধরা হয়ঃ—

(এ) যখন বল মাটিতে বা শূন্যে সম্পূর্ণভাবে গোল-লাইন কিংবা টাচ-লাইন (পার্শ্বরেখা) অতিক্রম করে যায়।

(বি) যখন রেফারী খেলা বন্ধ করেন।

নীচের লেখা ঘটনাগুলি সমেত অন্য সমস্ত সময়, অর্থাৎ খেলা আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বলকে খেলার মধ্যে বলে ধরা হয়।

(এ) যদি বল গোল-পোস্ট, ক্রস-বার, কিংবা কর্নার পতাকাদণ্ডে লেগে মাঠের মধ্যে ফিরে আসে।

(বি) যদি বল রেফারী বা মাঠের মধ্যে থাকা সময়ে লাইন্সম্যানের গায়ে লেগে ফিরে আসে।

(সি) আইনের আনুমানিক নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) মাঠের সীমাক্ষেত্রগুলির চৌহদ্দির লাইন সীমাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। ফলে টাচ-লাইন এবং গোল-লাইন খেলার মাঠেরই অংশ।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

বল যাতে গায়ে না লাগে কিংবা বাধার সৃষ্টি না হয় সেজন্য লাইন্সম্যানের যতটা সম্ভব মাঠের বাইরে অথচ টাচ-লাইনের কাছাকাছি থাকা উচিত।

বল শূন্যে থাকা অবস্থায় টাচ-লাইন অতিক্রম করে আবার যদি খেলার মাঠের মধ্যে এসে পড়ে তবে সে বলকে খেলার বাইরের বল বলে ধরতে হবে।
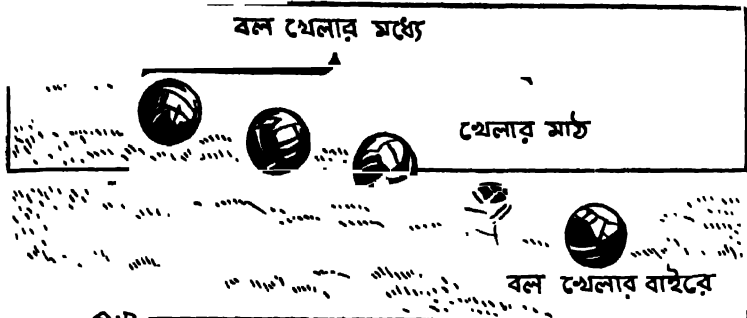
এই চিত্রে বাঁ দিক থেকে প্রথম ৪টি বলই খেলার মধ্যে রয়েছে, শুধু ডানদিকে শেষ বলটি খেলার বাইরে চলে গেছে। বলের সামান্যতম অংশও যদি টাচ-লাইন বা গোল-লাইনের মধ্যে থাকে তবে সে বলকে খেলার মধ্যে বলে ধরতে হবে
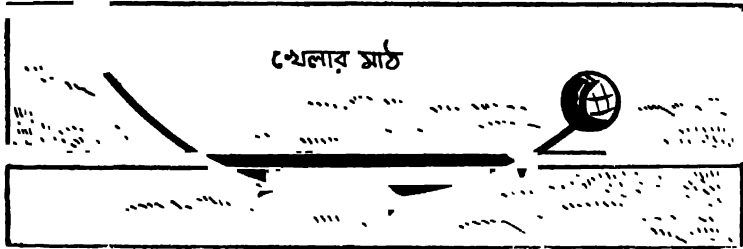
বল খেলার বাইরে। অনেক সময় বাতাসের ফলে বা শটের কায়দায় বল মাঠের বাইরে গিয়ে আবার বেঁকে মাঠের মধ্যে চলে আসে, এক্ষেত্রে বলকে খেলার বাইরে বলে ধরতে হবে এবং মাঠ থেকে বল বেরিয়ে যাবার সংগে সংগে সংকেত দিতে হবে

যে মুহূর্তে বল খেলার বাইরে যাবে, তখনই সংকেত দিতে হবে। কারণ, এই সংকেত দেওয়া না হলে বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হতে পারে। মন স্থির করে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত জানাবেন। যদি মনে সন্দেহ থাকে, লাইন্সম্যানের সংগে পরামর্শ করবেন।

যদি খেলোয়াড়ের কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে হয় তবে মাথা নাড়বেন অথবা মুখে বলবেন 'প্লে-অন' (খেলে যান)। একবার কোন সিদ্ধান্ত জানালে তা পরিবর্তন করবেন না।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

মনে রাখবেন, বল খেলার বাইরে বলে ধরতে হলে বলের সম্পূর্ণ অংশ গোল-লাইন বা টাচ-লাইন অতিক্রম করা চাই। এর পরিষ্কার অর্থ—যখন বল কোন একটি লাইনের উপর দিয়ে বরাবর গড়িয়ে যায় তখনও সে বল খেলার মধ্যে থাকে।

বিশেষ করে, এই আইনের ক্ষেত্রে রেফারীর বাঁশী শুনে খেলবেন, লাইন্স-ম্যানের পতাকা দেখে নয়। লাইন্সম্যানের পতাকা-নির্দেশ কেবলমাত্র রেফারীর জন্য এবং একমাত্র রেফারীই সিদ্ধান্ত জানাবার ক্ষমতার অধিকারী।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

বল খেলার মধ্যে না বাইরে—এই সম্বন্ধে ফুটবলের ৯ নম্বর আইনের বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একটিই মাত্র বিচার্য বিষয়ঃ শূন্যে অথবা মাটির উপর দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বলটি গোল-লাইন বা টাচ-লাইন অতিক্রম করেছে কিনা! এর সহজ অর্থ, বলের সামান্যতম অংশও যদি গোল-লাইন বা টাচ-লাইনের উপরে থাকে তা হলেও বল 'আউট অব প্লে' হবে না, খেলার মধ্যেই আছে বলে ধরা হবে। গোল হবার ক্ষেত্রেও একই কথা। **বল দুই গোল পোস্টের ভেতরকার গোল-লাইন সম্পূর্ণভাবে পার না হওয়া পর্যন্ত গোল হবে না।**

কর্নার কিকের সময় অনেক ক্ষেত্রে বল শূন্যে থাকা সময়ে মাঠ পেরিয়ে গিয়ে হাওয়ায় বেঁকে আবার মাঠের মধ্যে আসে। এসব ক্ষেত্রে আগেই বাঁশী বাজিয়ে বল 'আউট অব প্লে'র নির্দেশ দিতে হয়। অনেক সময় গোলকিপার খেলার মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়েও বাইরের উঁচু বল ধরে থাকেন, আবার অনেক সময় মাঠের বাইরে গিয়ে মাঠের ভেতরের বল আটকান। গোলকিপারের অবস্থান যাই হোক না কেন, বিচার্য বিষয় একটিই। অর্থাৎ বলের অবস্থান কোথায়। এইসব ব্যাপার রেফারীর চেয়ে লাইন্সম্যানের বোঝার সুযোগ অনেক বেশী।

মাঠের চৌহদ্দির গোল-লাইন বা টাচ লাইন যেমন মাঠেরই অংশ, তেমন মাঠের মধ্যকার গোল-এরিয়া বা পেনাল্টি-এরিয়ার লাইন ঐ এরিয়ারই অংশ। অর্থাৎ পেনাল্টি-এরিয়ার লাইনের উপর যদি রক্ষণকারী দলের কোন খেলোয়াড় ইচ্ছে করে হ্যান্ডবল বা ফাউল করেন তবে পেনাল্টির নির্দেশ দিতে হবে। আবার পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রক্ষণকারী দলের কেউ যদি পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে হাত দিয়ে বল ধরেন তা হলে পেনাল্টি হবে না।
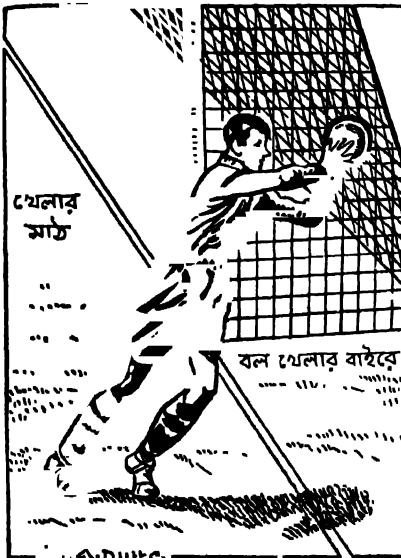
বল খেলার বাইরে—অনেক সময় গোলকিপার মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও বাইরের বল হাত দিয়ে ধরেন, এক্ষেত্রে বলকে খেলার বাইরে বলে ধরতে হবে। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইরের বল ব্যাক কিক করে ভেতরে আনলেও একই ভাবে বল খেলার বাইরে বলে গণ্য হবে।

১০ নম্বর আইন—গোল হবার নিয়ম

॥ মূল আইন ॥

এই আইনের অন্যরকম নির্দেশ ছাড়া, যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ দুই গোল-পোস্টের মধ্য দিয়ে এবং ক্রস-বারের নীচে দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করে তখন গোল হয়—যদি আক্রমণকারী দলের কোন খেলোয়াড় হাত বা বাহু দিয়ে বল ছুঁড়ে না দেন, বয়ে নিয়ে না যান কিংবা ঠেলে না দেন। ব্যতিক্রম শুধু পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত গোলকিপারের ক্ষেত্রে। খেলার সময় যদি কোন কারণে ক্রসবার স্থানচ্যুত হয় এবং বলটি এমন জায়গা দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করে, যে জায়গা রেফারীর বিবেচনামত ক্রস-বার যেখানে থাকা উচিত ছিল তার চেয়ে নীচে, তা হলে রেফারী গোলের নির্দেশ দেবেন।

খেলার সময় যে দল বেশীসংখ্যক গোল করবে সেই দল জয়ী হবে; যদি কোন গোল না হয়, বা দুই দলে সমানসংখ্যক গোল হয় তা হলে খেলাটি ড্র (অমীমাংসিত) বলে অভিহিত হবে।
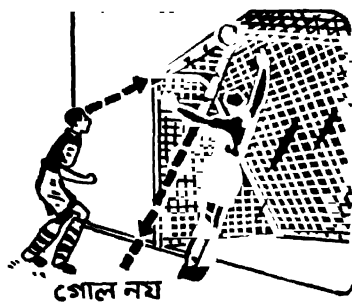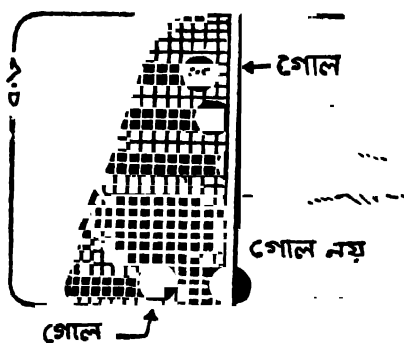
কোন্‌টি গোল এবং কোন্‌টি গোল নয়, তার চিত্র। বলের সামান্যতম অংশও গোল-পোস্ট ও গোল-লাইনের মধ্যে থাকলে গোল হবে না। এই চিত্রে শুধু উপরের বলটি এবং নীচের বাঁদিকের বলটি গোলে ঢুকেছে।

বল হেড করার পর ক্রসবারের নীচে লেগে মাটিতে পড়েছে। গোল হবে না।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) ১০ নম্বর আইনের বিধিবিধানই একমাত্র প্রণালী যার দ্বারা খেলায় জয় বা খেলা ড্র হয়; এর কোন রকমের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা কারো নেই।

(২) বলটি গোল-লাইন অতিক্রমের মুখে বাইরের কোন লোকের দ্বারা, প্রাণীর দ্বারা বা কোন কিছুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে কোন ক্ষেত্রেই গোলের নির্দেশ দেওয়া যাবে না। স্বাভাবিকভাবে খেলা চলবার সময় যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে তবে অবশ্যই খেলা থামাতে হবে এবং যেখানে বল বাধা পেয়েছে সেখানে রেফারী ড্রপ দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন।

(৩) বল গোলে যাবার মুখে, সম্পূর্ণভাবে গোল-লাইন অতিক্রম করার আগে কোন দর্শক যদি মাঠে নেমে গোল প্রতিরোধের চেষ্টা করেও বলের নাগাল না পায় এবং বল গোলে প্রবেশ করে তবে রেফারী গোলের নির্দেশ দেবেন।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

সম্পূর্ণ নির্ভুল সিদ্ধান্ত দেবার জন্য গোলে শটের সময় গোলের কাছাকাছি থাকা এবং সম্ভব হলে এক পাশ থেকে দেখা (সাইড ভিউ) প্রয়োজন।

বল ধরবার সময় বা বল ফিস্ট করে (ঘুষি মেরে) বের করে দেবার সময় কখনও কখনও গোলকিপার শূন্যে থাকাকালীন বলকে গোলের মধ্যে ঢুকতে দেন। সমস্ত বলটি গোল-লাইন অতিক্রম করে গেছে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হলে গোলের নির্দেশ দেবেন।

'ছুঁড়ে না দেন' শব্দের অর্থে টাচ থেকে থ্রো-ইনকেও বোঝায়।

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥

দুই গোলপোস্টের ভিতরের অংশ সমেত এক কর্নার থেকে অন্য কর্নার পর্যন্ত অবশ্যই গোল-লাইন টানতে হবে।

ক্রস-বার যাতে খুব ভালভাবে গোলপোস্টের সঙ্গে আঁটা থাকে সে দিকে লক্ষ রাখবেন।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

বল খেলার মধ্যে, কি খেলার বাইরে এ সম্বন্ধে ফুটবলের ৯ নম্বর আইনে যেমন কোন অস্পষ্টতা নেই, তেমন গোল হবার প্রণালী সম্পর্কে ১০ নম্বর আইনের ধারাও সুস্পষ্ট। বিচার্য বিষয় মাত্র একটি। অর্থাৎ বলের সম্পূর্ণ অংশ শূন্যে বা মাটির উপরে গোল-লাইন অতিক্রম করেছে কি না। বলের সামান্যতম অংশও যদি গোল-লাইনের উপর থাকে তবে গোল হবে না।

ভুল ধারণা—বল গোলের মধ্যে কতখানি প্রবেশ করলে গোল হতে পারে এ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। কেউ বলেন—বলের তিন ভাগ যদি গোলের মধ্যে ঢুকে যায় তবে গোল হবে না কেন? কিংবা বল যদি ক্রসবার বা গোল-পোস্টের

ভেতরের অংশে লেগে ফিরে আসে তবে গোলের নির্দেশ দিতে বাধা কোথায়? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বলের সমস্ত অংশ গোল-লাইন পার না হয়ে গেলে গোল হয় না, এটা আইনের বিধান।

নূতন ধারা—১০ নম্বর আইন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের দু'টি ধারা ফুটবল আইনের নতুন বই থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। একটি ধারা যোগ হয়েছে মূল আইনের সঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছে গোল-কিপার তার নিজ পেনাল্টি সীমার মধ্য থেকে হাত দিয়ে বল ছুঁড়ে দিলেও গোল হবে। আর একটি ধারাকে সম্পূর্ণ অবান্তর মনে করা হয়েছে। সে ধারার ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ—

A goal shall be scored when the ball has wholly passed over the surface formed by the outside edge of the cross-bar and the goal-post and the outside edge of the goal-line.

এর অর্থ, বলের সমস্ত অংশ ক্রস-বার, গোল-পোস্ট ও গোল-লাইনের বাইরের দিকের অংশ বা কিনারা অতিক্রম করে গেলে গোল হবে।

এখানে 'আউট-সাইড এজ' অর্থাৎ বাইরের দিকের অংশ বা কিনারের প্রতি যে জোর দেওয়া হয়েছে, ১ নম্বর আইনে আন্তর্জাতিক বোর্ডের ৪ নম্বর সিদ্ধান্তের মধ্যেই তা অন্তর্ভুক্ত আছে। সেখানে বলা হয়েছে, গোল-পোস্ট ও ক্রস-বারের চওড়ার সমান করেই গোল-লাইন টানতে হবে।

এইভাবে গোল-লাইন টানা হলে বল গোল-পোস্ট অতিক্রম করেছে কিন্তু গোল-লাইন অতিক্রম করে নি এমন কথা বলার সুযোগ থাকে না। আর যেহেতু বলের সমস্তটা গোল-লাইন পার না হলে গোল হয় না সেহেতু গোল নিয়ে গোলমালেরও অবকাশ থাকে না।

হাত দিয়ে গোল—গোল-কিপারের নিজের পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বল খেলার অধিকার আছে। সুতরাং সেই এরিয়ার মধ্য থেকে তিনি যদি হাত দিয়ে বল ছুঁড়ে গোল করেন সেটা আইনসিদ্ধ গোল হয়।

১১ নম্বর আইন—অফ্-সাইড

॥ মূল আইন ॥

যে মুহূর্তে বলটি খেলা হয়, তখন কোন খেলোয়াড় বলের চেয়ে এগিয়ে প্রতিপক্ষের গোল-লাইনের কাছাকাছি থাকলে অফ-সাইড হবেন, যদি নাঃ—

(এ) তিনি খেলার মাঠের নিজ অর্ধাংশে থাকেন।

(বি) প্রতিপক্ষ দলের দুজন খেলোয়াড় তাঁর চেয়ে তাঁদের (প্রতিপক্ষ দলের) নিজ গোল-লাইনের কাছাকাছি থাকেন।

(সি) বলটি প্রতিপক্ষের দলের কোন খেলোয়াড়কে শেষ মুখে স্পর্শ করে বা তিনি নিজে শেষে খেলেন।

(ডি) তিনি বলটি গোল-কিক, কর্নার-কিক, থ্রো-ইন বা রেফারীর ড্রপ থেকে সরাসরি পান।

দণ্ড—এই আইনের কোন লঙ্ঘন হ'লে যেখানে আইনের লঙ্ঘন হবে সেখান থেকে বিপক্ষ দলের একজন ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক করবেন।

কোন খেলোয়াড় অফ-সাইডে থাকলেই দণ্ডের আওতায় পড়বেন না, যদি না রেফারীর মতে তিনি খেলার বা বিপক্ষ খেলোয়াড়ের বাধার সৃষ্টি করেন, কিংবা অফ-সাইডে থাকা অবস্থায় কোন সুবিধা লাভের চেষ্টা করেন।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) যে মুহূর্তে খেলোয়াড় বলটি পান বা ধরেন, খেলোয়াড়ের তখনকার অবস্থান অফ-সাইডের বিবেচ্য বিষয় নয়—তাঁর নিজের দলের একজন যে মুহূর্তে তাঁকে বল পাস করেন, খেলোয়াড়ের তখনকার অবস্থানই অফ-সাইডের বিবেচ্য বিষয়। যদি খেলোয়াড়ের নিজের দলের কেউ তাঁর কাছে বল পাস করার সময় কিংবা ফ্রি-কিক করার সময় খেলোয়াড় অফসাইডে না থাকেন, তবে পরে তিনি বল চলার সময় বল থেকে এগিয়ে গেলেও অফ-সাইড হবেন না।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

মূল আইনের শেষের প্যারাগ্রাফের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন।

মীমাংসার বিষয়টি হচ্ছে, যে মুহূর্তে নিজ দলের একজন বল খেলেন, তখন খেলোয়াড় কোন জায়গায় ছিলেন; সাধারণত যেমন মনে করা হয়, তখন তিনি নিজে বল খেলেন, তখন তিনি কোথায় আছেন—তা কিন্তু নয়। যুক্তিতে এই

দাঁড়ায়, **যখন বলটি খেলা হয়, তখন যদি খেলোয়াড় বলের আগে না থেকে থাকেন,** তবে পরে তিনি যদি বলের আগেও দৌড়ে যান, তবে অফ-সাইড হতে পারেন না।

মনে রাখবেন, এই আইন ফ্রি-কিক বা পেনাল্টি-কিকের সময়ও প্রযোজ্য।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

এই আইনের সঙ্গে কতগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় জড়িত আছে, যা এই আইন বুঝতে এবং মনে রাখতে আপনাকে সাহায্য করবে।

(এ) আপনি দণ্ডনীয় হতে পারেন না, যদি না আপনি অফ-সাইডে থেকে সুবিধা লাভ করেন (১১ নম্বর মূল আইনের শেষ প্যারাগ্রাফ দেখুন)। সুতরাং, যদি আপনি নিজেকে অফ-সাইড অবস্থায় দেখেন, তা হলে খেলায় অংশগ্রহণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবেন এবং কোন রকম বাধার সৃষ্টি করবেন না, প্রতিপক্ষের অসুবিধা সৃষ্টির কারণ হবেন না, এমন কিছু করার ভানও করবেন না। গোলকিপারের দৃষ্টি যাতে বাধা-প্রাপ্ত না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখবেন।

(বি) আপনি কখনও অফ-সাইড হবেন না, যদি আপনি যত্ন সহকারে দেখেন যে, যখন আপনার দলের কেউ বলটি খেলছেন, তখন আপনি বলের আগে নেই, বা প্রতিপক্ষের অন্তত দু'জন খেলোয়াড় আপনার অবস্থান ও প্রতিপক্ষের গোল লাইনের মধ্যে আছেন।

গোল-কিক, কর্নার-কিক, থ্রো-ইন কিংবা রেফারীর বল ড্রপের সময় আপনি অফ-সাইড হতে পারেন না।

(সি) আপনি যদি অফ-সাইডে থাকেন, তবে নিজেকে অফ-সাইড-মুক্ত করতে পারেন না। আপনি কেবল তখনই অফসাইড-মুক্ত হয়ে অন-সাইড হতে পারেন, যখন প্রতিপক্ষ বলটি খেলেন, কিংবা আপনার দলের কেউ আবার বলটি খেলেন এবং তখন আপনি বলের সামনে না থাকেন, অথবা যদি আপনার প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের অবস্থান উপরের 'খ' উপধারার বর্ণনা-মত পরিবর্তিত হয়ে যায়।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

অফ-সাইড ফুটবল আইনের সব চেয়ে বিতর্কমূলক ধারা।

একটু ভুল হ'ল। ধারায় কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই যতকিছু গোলমাল।

ফুটবল খেলার পরিচালনার ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অফ-সাইডের প্রশ্ন নিয়ে রেফারীদের তীব্র ও তিক্ত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। একটু অন্য-মনস্কতা এবং দৃষ্টির একটু হেরফেরে বহু ক্ষেত্রে অফ-সাইড থেকে গোলও হয়, আবার অন-সাইডের গোলও বাতিল হয় অফ-সাইড ভ্রমে।

ইংরাজী 'অফ্' শব্দের অর্থ দূরে বা ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। 'সাইড' শব্দের অর্থ পার্শ্ব বা সীমার দ্বারা নির্দিষ্ট পার্শ্ব অঞ্চল। ফুটবল আইনে 'অফ-সাইড' কথাটির অর্থঃ দূর অঞ্চলের নিষিদ্ধ সীমা। দূর অঞ্চলের নিষিদ্ধ সীমা কখন নিষিদ্ধ? না, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের এবং বলের অবস্থান অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ অংশে অবস্থান কোন অপরাধ নয়, কিন্তু এখানে থেকে কোন সুযোগ গ্রহণ, খেলায় অংশ গ্রহণ বা ব্যাঘাত সৃষ্টি, কিংবা প্রতিপক্ষকে বাধাদান অপরাধ। এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, আর কি অবস্থায় অপরাধ তাই নিয়েই অফ্-সাইড আইন।

আক্রমণ রচনার সৌন্দর্যের জন্যই অফ-সাইড—ফুটবল খেলায় অফ-সাইড যদি না থাকত, কি ক্ষতি হত? বহু বিজ্ঞ সমালোচক প্রশ্নটি তুলেছেন। কয়েকজন খ্যাতনামা ফুটবল পণ্ডিতও এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামিয়েছেন, এমন নয়। তবু কিন্তু অফ-সাইড্ আইন উঠে যায় নি। তার কারণ অধিকাংশ ফিল্ড গেম, যেখানে গোল করাই খেলার মুখ্য ভূমিকা সেখানে আক্রমণধারার মধ্যে কিছু বাধানিষেধ না থাকলে আক্রমণের গতি আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে, খেলার মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়। পারস্পরিক আদানপ্রদানজনিত আক্রমণধারাই ফুটবল খেলার অন্যতম আকর্ষণ। অফ-সাইড বাধানিষেধ না থাকলে এই আক্রমণের সৌন্দর্য ব্যাহত হতে বাধ্য।

কল্পনা করুন, সেণ্টার ফরোয়ার্ড বিপক্ষ গোল-কিপারের একেবারে সামনে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, কখন ফাঁকা বল পাবেন আর গোল করবেন। খেলায় বা আক্রমণ রচনায় তাঁর সক্রিয় অংশ নেই। আবার গোল-কিপার এবং ব্যাক সেই সেণ্টার ফরোয়ার্ডের বিরক্তিকর উপস্থিতির জন্যই উৎকণ্ঠার মধ্যে কাল কাটাচ্ছেন। কখন কি হয়! ফুটবল দুরন্ত গতি ও ছুটন্ত বলের খেলা। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ওঠা-পড়ার মধ্যেই ফুটবল খেলার সুন্দর ছন্দ। অফ-সাইড আইন উঠে গেলে ফুটবলের মধ্যে এই ছন্দ খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে।

সহজ সূত্র—আক্রমণ রচনার ক্ষেত্রে অফসাইড আইনের জটিলতাকে সহজ করবার চমৎকার একটি সূত্র আছে। এই সূত্রটি হচ্ছে ইংরাজীর 'পাস্ট' ও 'প্রেজেণ্ট' টেন্সের দু'টি শব্দ—'ওয়াজ' ও 'ইজ'।

ফুটবলের আইন বইয়ে রেফারীর প্রতি উপদেশের স্তম্ভে পরিষ্কার করে বলা আছেঃ

The deciding factor is where the player *WAS* at the moment the ball was played by a member of his own side; not as is often thought, where he *IS* when he himself plays the ball.

অর্থাৎ অফসাইড বলে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তাঁর অবস্থান তাঁর দলের খেলোয়াড়ের বল পাসের আগে কোথায় ছিল? এখন কোথায় আছে, তা মোটেই নয়। **সহজ অর্থ করলে দাঁড়ায় খেলোয়াড় বল পাসের আগে যদি অফসাইডে থেকে থাকেন পরে অন সাইডে এসে বল ধরলেও অফসাইড হবেন; অপরদিকে বল পাসের আগে যদি অন-সাইডে থেকে থাকেন পরে অফ-সাইডে চলে গেলেও অফ-সাইড হবেন না।**

নেটের মধ্যে খেলোয়াড়—আক্রমণের মুখে আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড়ের পক্ষে প্রতিপক্ষের গোলের মধ্যে ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক নয়। নেটের মধ্যে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপস্থিতিতে গোল-কিপারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু, অবস্থানুযায়ী নেটে ঢোকা খেলোয়াড় যদি আগে অফ-সাইডে না থেকে থাকেন, কিংবা খেলায় অংশ গ্রহণ না করেন, অথবা গোল-কিপারের বাধার কারণ না হন, তবে গোল হলে রেফারী গোলও দিতে পারেন।

অফ্-সাইডের ডায়গ্রাম

[সমস্ত ডায়গ্রামে 'গোলচিহ্ন' রক্ষণদলের খেলোয়াড়কে ও 'ক্রসযুক্ত গোলচি[illegible] আক্রমণ দলের খেলোয়াড়কে বোঝাবে]

ডায়গ্রাম—১ ঃ অফ্-সাইড
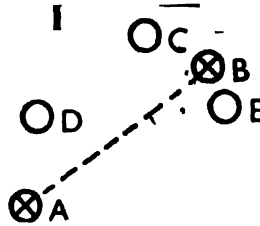
নিজ খেলোয়াড়কে সরাসরি পাস

'এ' বল নিয়ে গিয়ে 'ডি'-কে সামনে দেখে 'বি'-কে পাস করল। যেহেতু 'বি' 'এ'-র সামনে আছে এবং 'এ' বল পাস করার সময় 'বি'র অবস্থান এবং প্রতিপক্ষের গোল-লাইনের মধ্যে ২ জন প্রতিপক্ষ নেই সেহেতু 'বি' অফ্-সাইড হবে।

'ই' 'বি'-র পেছনে না যাওয়া পর্যন্ত, যদি 'বি' শট করতে দেরীও করতো, তাহলেও 'বি' অন্-সাইড হতে পারত না, কারণ 'এ' বল পাস করার মুহূর্তে 'বি'-র অবস্থানই অফ্-সাইডের বিচার্য বিষয়।

ডায়গ্রাম—২ ঃ অফ্-সাইড নয়
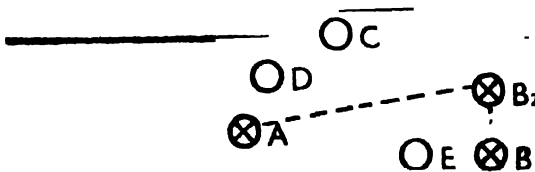
নিজ খেলোয়াড়কে সরাসরি পাস

'এ' বল নিয়ে দৌড়ে গিয়ে 'ডি'কে সামনে দেখে পাশাপাশি বল পাস করল। 'বি' ১ নম্বর জায়গা থেকে দৌড়ে ২ নম্বর জায়গায় গিয়ে বল ধরল। 'বি' অফ্-সাইড হবে না। কারণ 'এ' বল পাস করার মুহূর্তে 'বি' বলের আগেও ছিল না এবং 'বি' এবং গোল লাইনের মধ্যে প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড়ও ছিল।

ডায়গ্রাম—৩ : অফ্-সাইড
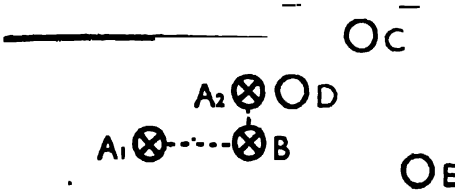
নিজ খেলোয়াড়কে সরাসরি পাস

'এ' ও 'বি' বল দেওয়া-নেওয়া করে এগিয়ে গেল। 'এ' 'বি'-কে বল পাস করল। সামনে 'ডি' থাকায় 'বি' শট করতে পারল না। 'এ' তখন ১ নম্বর জায়গা থেকে ২ নম্বর জায়গায় গিয়ে 'বি'-এর পাস গ্রহণ করল। 'এ' অফ্-সাইড হবে। কারণ 'এ' বলের সামনে ছিল এবং 'বি' যে মুহূর্তে বল পাস করে সেই মুহূর্তে 'এ' এবং প্রতিপক্ষ গোল-লাইনের মধ্যে প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় ছিল না।

ডায়গ্রাম—৪ : অফ্-সাইড
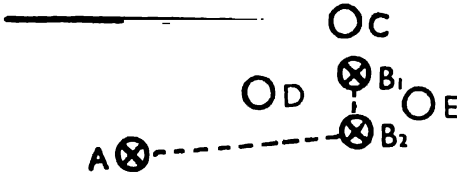
বলের জন্য পেছনে আসা

'এ' বল সেণ্টার করল। 'বি' ১ নম্বর জায়গা থেকে পেছন দিকে এসে ২ নম্বর জায়গায় বল ধরল এবং 'ডি' ও 'ই'-কে কাটিয়ে গোল করল। 'বি' অফ্-সাইড হবে। কারণ 'এ' যখন বল সেণ্টার করে সেই মুহূর্তে 'বি' বলের আগে ছিল এবং 'বি' এবং প্রতিপক্ষের গোল-লাইনের মধ্যে ২ জন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় ছিল না।

ডায়গ্রাম—৫ : অফ্-সাইড
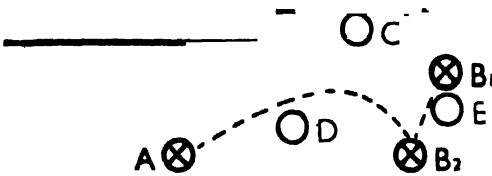
বলের জন্য পেছনে আসা

'এ' উ‍ঁচু করে গোলে শট করল। হাওয়ার ফলে বল বে‍ঁকে পেছনদিকে চলে গেল। 'বি' ১ নম্বর জায়গা থেকে ২ নম্বর জায়গায় পিছিয়ে এসে গোল করল। 'বি' অফ্-সাইড হবে। কারণ 'বি' বলের আগে ছিল এবং 'এ' গোলে শট করবার মুহূর্তে 'বি' এবং প্রতিপক্ষে গোল-লাইনের মধ্যে ২ জন প্রতিপক্ষ ছিল না।

ডায়গ্রাম—৬ ঃ অফ্‌-সাইড
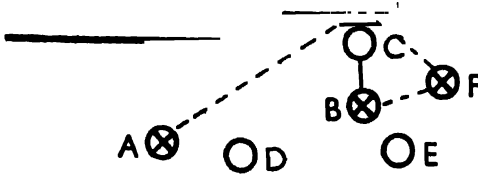
গোলে শট গোল-কিপার দ্বারা ফেরৎ

‘এ’ গোলে শট করল। প্রতিপক্ষ গোল-রক্ষক ‘সি’ বলটি ফিরিয়ে দিল, ‘বি’ বল পাবার প পা ফসকে যাওয়ায় ‘এফ’-কে পাস করল, ‘এফ’ গোল করল। ‘এফ’ অফ্‌-সাইড হবে। কার ‘এফ’ ‘বি’র সামনে ছিল এবং ‘বি’ বল খেলার মুহূর্তে ‘এফ’ এবং প্রতিপক্ষের গোল লাইনে মধ্যে ২ জন বিপক্ষ খেলোয়াড় ছিল না।

ডায়গ্রাম—৭ ঃ অফ্‌-সাইড নয়
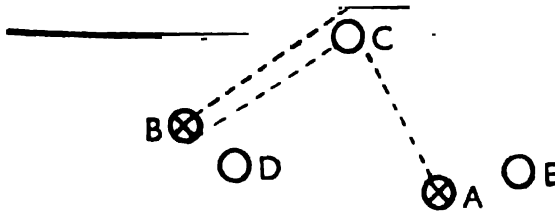
গোলকিপারের কাছ থেকে বল ফিরে আসা

‘এ’ গোলে শট করল। বিপক্ষ গোলরক্ষক ‘সি’ বলটি ফিরিয়ে দিল, ‘বি’ বল পেয়ে গোল করল ‘বি’ বলের সামনে ছিল এবং যখন ‘এ’ বল খেলে ‘বি’র সামনে ২ জন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় ছিল না কিন্তু ‘বি’ অফ্‌-সাইড হবে না। কারণ প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় ‘সি’ বল খেলার পর বলটি ‘বি’ কাছে এসেছে।

ডায়গ্রাম—৮ ঃ অফ্‌-সাইড
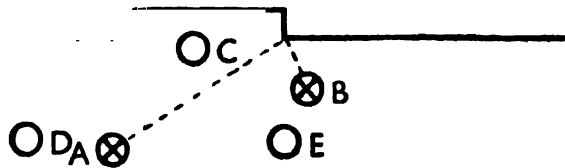
গোলপোস্ট বা ক্রসবার থেকে বল ফিরে আসা

‘এ’ গোলে শট করলে বলটি গোলপোস্টে লেগে ফিরে এল। ‘বি’ বল পেয়ে গোল করল। ‘বি অফ্‌-সাইড হবে। কারণ ‘বি’ নিজের খেলোয়াড় ‘এ’র কাছ থেকেই বল পেয়েছে এবং ‘এ’ যখ বল খেলেছে তখন ‘বি’ বলের সামনে ছিল এবং ‘বি’র সামনে প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়া ছিল না।

ডায়গ্রাম—৯ : অফ্-সাইড
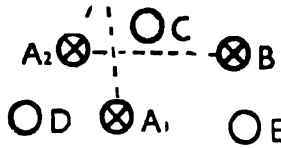
গোলপোস্ট বা ক্রসবার থেকে বল ফিরে আসা

'এ' গোলে শট করলে বলটি ক্রসবারে লেগে ফিরে এল। 'এ' ১ নম্বর জায়গা থেকে ২ নম্বর জায়গায় গিয়ে বল পেল এবং অন্যদিক থেকে দৌড়ে আসা খেলোয়াড় 'বি'-কে পাস করল। 'বি' অফ্-সাইড হবে। কারণ 'বি' নিজ খেলোয়াড় 'এ'র কাছ থেকে বল পেয়েছে এবং যখন 'এ' বল পাস করেছে তখন 'বি' বলের আগে ছিল এবং তার সামনে প্রতিপক্ষেব ২ জন খেলোয়াড় ছিল না। যদি 'এ' 'বি'-কে বল পাস না করে নিজে গোল করত, তবে গোল হত, অফ্-সাইড হত না।

ডায়গ্রাম—১০ : অফ্-সাইড নয়
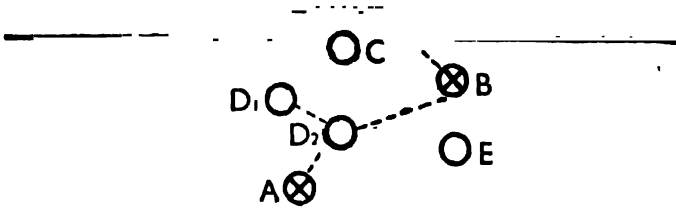
বল প্রতিপক্ষের স্পর্শের পর

'এ' গোলে শট করল। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় 'ডি' ১ নম্বর জায়গা থেকে ২ নম্বর জায়গায় এসে বল খেলতে চেষ্টা করল, কিন্তু বল তার পায়ে লেগে 'বি'র কাছে যেতেই 'বি' গোল করল। 'বি' অফ্-সাইড হবে না। কারণ, যদিও 'বি' বলের সামনে ছিল এবং 'বি'র সামনে প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় ছিল না, তবু প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় 'ডি' খেলার পর 'বি' বল পেয়েছে।

ডায়গ্রাম—১১ : অফ্-সাইড
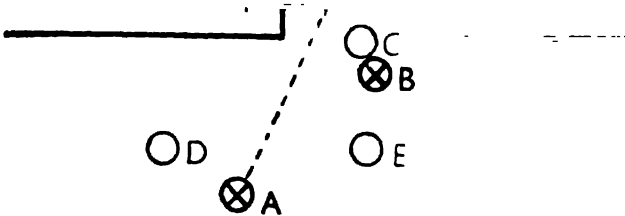
গোল-কিপারের বাধার সৃষ্টি

'এ' সরাসরি শট করে গোল করল। যেহেতু 'বি' প্রতিপক্ষ গোল-কিপারের সামনে থেকে তার খেলার বাধার সৃষ্টি করেছে সেহেতু অফ্-সাইডের জন্য গোল নাকচ হবে। এই অবস্থায় 'বি'র নিজের বল খেলা বা কোনভাবে প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করা চলে না।

ডায়গ্রাম—১২ ঃ অফ্-সাইড
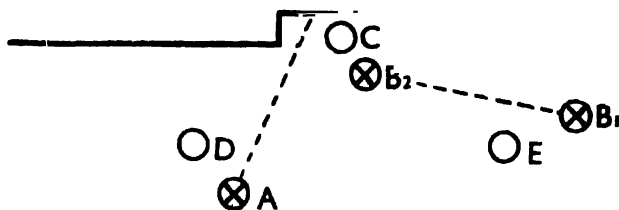
গোল-কিপারের বাধার সৃষ্টি

'এ' গোলে শট করল। বলটি গোলে যাবার মুখে 'বি' ১ নম্বর জায়গা থেকে দৌড়ে ২ নম্বর জায়গায় গিয়ে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক 'সি'-কে যথাযথভাবে বল খেলতে বাধা দিল। 'বি' অফ্-সাইড হবে। কারণ, 'বি' বলের আগে ছিল এবং 'এ' শট করার মুহূর্তে 'বি'র সামনে প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় ছিল না। এই অবস্থায় 'বি'র বল খেলা বা প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করা চলে না।

ডায়গ্রাম—১৩ ঃ অফ্-সাইড
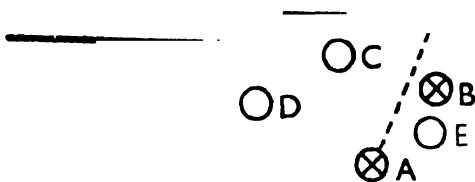
গোলকিপার ছাড়া অপরের বাধা সৃষ্টি

'এ' গোলে শট করল। 'বি' দৌড়ে গিয়ে বল প্রতিপক্ষ 'ই'-র খেলার বাধার সৃষ্টি করল। 'বি' অফ্-সাইড হবে। কারণ, 'বি' 'এ'র সামনে আছে এবং 'এ' বল খেলার সময় 'বি' এবং প্রতিপক্ষের গোল-লাইনের মধ্যে প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় নেই। এই অবস্থায় 'বি' নিজে বল খেলতে বা প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

ডায়গ্রাম—১৪ ঃ অফ্-সাইড
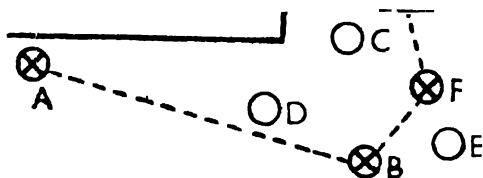
কর্নার-কিকের পরে

'এ'র কর্নার-কিক 'বি'র কাছে যেতেই 'বি' গোলে শট করল। 'এফ'-এর পা হয়ে বল গোলে ঢুকল। 'এফ' অফ্-সাইড হবে। কারণ কর্নার-কিক হবার পর 'এফ'-এর নিজ দলের খেলোয়াড় 'বি' সর্বশেষে বল খেলছে এবং যখন 'বি' বল খেলেছে, তখন 'এফ' বলের সামনে ছিল এবং গোল-লাইন ও 'এফ'-এর অবস্থানের মধ্যে প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় ছিল না।

ডায়গ্রাম—১৫ : অফ্-সাইড নয়
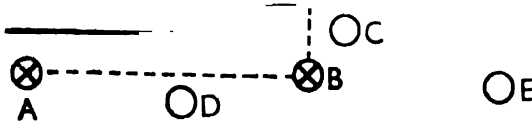
কর্নার-কিকের পরে

‘এ’র কর্নার-কিক ‘বি’র কাছে যেতেই ‘বি’ গোল করল। ‘বি’ এবং প্রতিপক্ষের গোল-লাইনের মধ্যে বিপক্ষের মাত্র ১জন খেলোয়াড় আছে। কিন্তু ‘বি’ অফ্-সাইড হবে না। কারণ, কর্নার-কিক থেকে বল পেলে কোন খেলোয়াড় অফ্-সাইড হতে পারে না।

ডায়গ্রাম—১৬ : অফ্-সাইড নয়
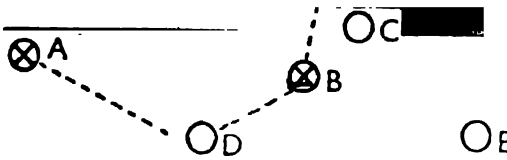
কর্নার-কিকের পরে

‘এ’ কর্নার-কিক করল। বল প্রতিপক্ষ খেলোয়াড ‘ডি’র গায়ে বা মাথায় লেগে ‘বি’র কাছে গেলে ‘বি’ গোল করল। ‘বি’ অফ্-সাইড হবে না, কারণ বল ‘বি’ পেয়েছে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে।

ডায়গ্রাম—১৭ : অফ্-সাইড

টাচ-লাইন থেকে থ্রো-ইনের পরে
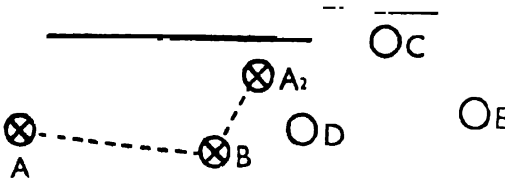
এ’ ‘বি’র কাছে বল থ্রো করে টাচ-লাইন থেকে ‘এ-২’-এর অবস্থানে চলে গেল। ‘বি’ তখন এ-২’-এর অবস্থানে ‘এ’-কে বল পাস করল। ‘এ’ অফ্-সাইড হবে। কারণ, ‘এ’ বলের আগে ছিল এবং যখন ‘বি’ ‘এ’কে ফরোয়ার্ড পাস করেছিল তখন ‘এ’ এবং প্রতিপক্ষের গোল-লাইনের মধ্যে প্রতিপক্ষের ২জন খেলোয়াড় ছিল না।

ডায়গ্রাম—১৮ ঃ অফ্-সাইড নয়

টাচ-লাইন থেকে থ্রো-ইনের পরে
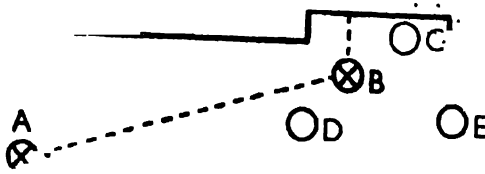
'এ' 'বি'-র কাছে বল থ্রো করল। 'বি' গোল করল। 'বি' অফ্-সাইড হবে না। কারণ, যদিও 'বি' বলের আগে ছিল এবং 'বি' ও প্রতিপক্ষের গোল-লাইনের মধ্যে প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় ছিল না, তবু থ্রো-ইন থেকে বল পেলে কোন খেলোয়াড় অফ্-সাইড হতে পারে না।

ডায়গ্রাম—১৯ ঃ অফ্-সাইড
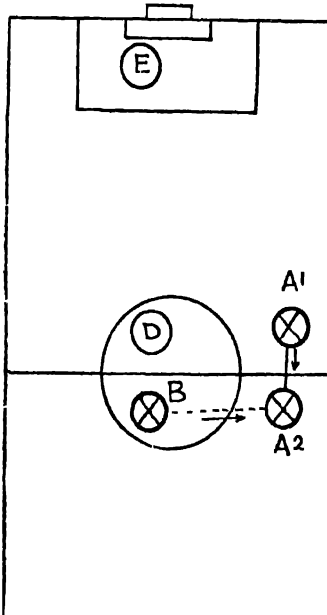
মাঠের অপরার্ধে অফ্-সাইডে থেকে নিজের অর্ধে ফিরে এসে কোন খেলোয়াড় অন্-সাইড হতে পারে না।

'এ' প্রতিপক্ষের অর্ধে অফ্-সাইডে ছিল। 'এ'র নিজ দলের খেলোয়াড় 'বি' একটি বল পাস করবার পর 'এ' নিজের অর্ধে ফিরে এসে বল ধরল। এখানে 'এ' অফ্-সাইড হবে।

ডায়গ্রাম—২০ ঃ অফ্-সাইড নয়
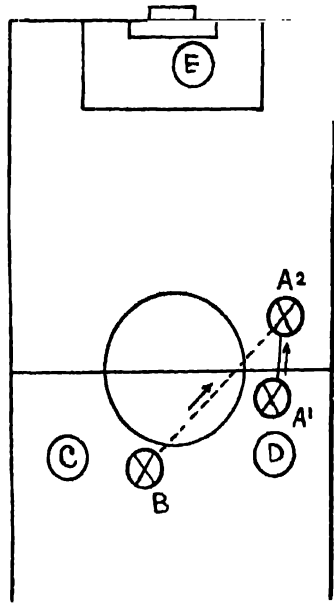
নিজের অর্ধ থেকে অপরের অর্ধে দৌড়ে গিয়ে বল ধরলে কোন খেলোয়াড় অফ্-সাইড হতে পারে না।

'এ' নিজের অর্ধে ছিল। যদিও তাঁর সামনে প্রতিপক্ষের দু'জন খেলোয়াড় নেই, তবু 'বি' বল পাস করবার পর 'এ' প্রতিপক্ষের অর্ধে গিয়ে বল ধরলে অফ্-সাইড হবে না।

ডায়গ্রাম—২১ : অফ্-সাইড নয়
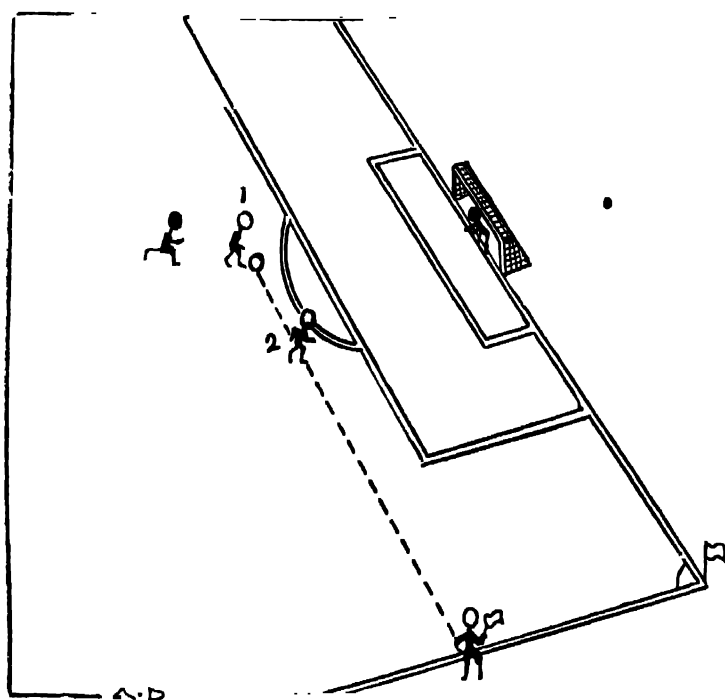
নিজ খেলোয়াড়ের সম-লাইনে অফ্-সাইড নয়

আক্রমণ দলের ১ নম্বর খেলোয়াড় সব বাধা কাটিয়ে বল নিয়ে ছুটে চলেছে, তার সংগে সংগে সম-লাইনে থেকে ছুটছে আক্রমণ দলের ২ নম্বর খেলোয়াড়, সামনে কিন্তু প্রতিপক্ষের গ্যোল-কিপার ছাড়া দ্বিতীয় খেলোয়াড় নেই, তবু ২ নম্বর খেলোয়াড় অফ্-সাইড হবে না। কারণ, ২ নম্বর নিজ খেলোয়াড়ের সম-লাইনে আছে, যে খেলোয়াড় অফ্-সাইডে নেই। ২ নম্বর খেলোয়াড় বলের সম-লাইনে থাকলেও অফ্-সাইড হত না।

ডায়গ্রাম—২২ ঃ অফ্‌-সাইড
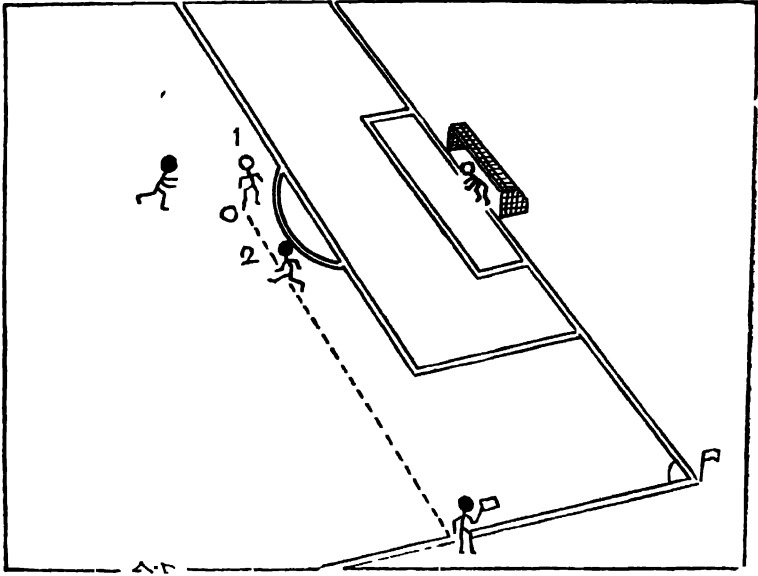
প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সংগে সম-লাইনে অফ্‌-সাইড

১ নম্বর খেলোয়াড়ের (সাদা মাথা) সম-লাইনে আছে প্রতিপক্ষের ২ নম্বর (কালো মাথা) খেলোয়াড়। এই অবস্থায় ২ নম্বর নিজ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল পেলেই অফ্‌-সাইড হবে।

ডায়গ্রাম—২৩ : অফ্-সাইড এবং অফ্-সাইড নয়
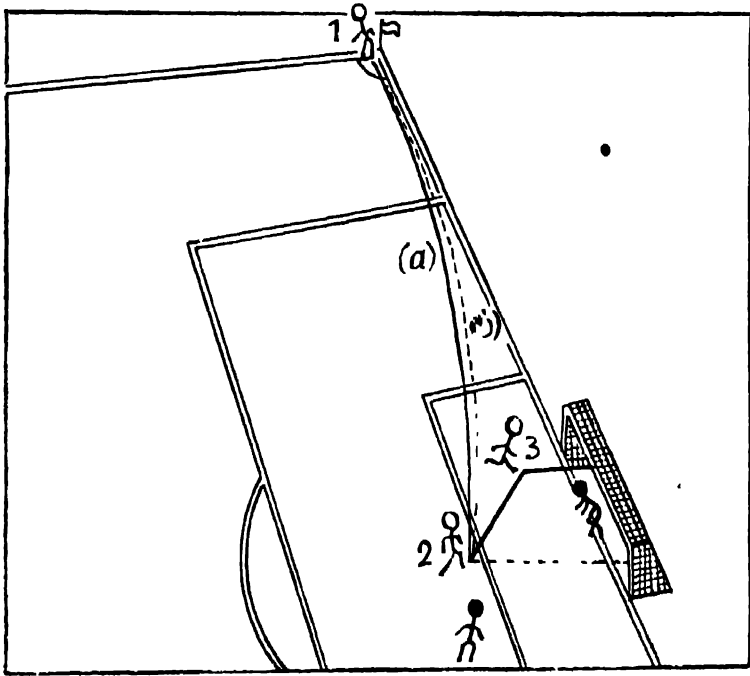
র্নার-বি পর

এখানে (এ) এবং (বি) দু'টি ডায়গ্রাম আছে। (এ) ডায়গ্রামে ১ নম্বর খেলোয়াড় কর্নার-কিক করবার পর ২ নম্বর খেলোয়াড় ৩ নম্বরকে বল দেবার পর ৩ নম্বর গোল করেছে। ৩ নম্বর অফ্-সাইড হবে। কারণ, ৩ নম্বর কর্নার-কিক থেকে বল পায়নি, পেয়েছে ২ নম্বরের কাছ থেকে এবং যখন ২ নম্বর বল পাস করে তখন ৩ নম্বর অফ্-সাইডে ছিল।

(বি) ডায়গ্রামে ১ নম্বরের কর্নার-কিক থেকে সরাসরি বল পেয়ে ২ নম্বর গোল করেছে। সুতরাং অফ্-সাইড হবে না।

ডায়গ্রাম—২৪ : অফ্-সাইড কি অফ্-সাইড নয়
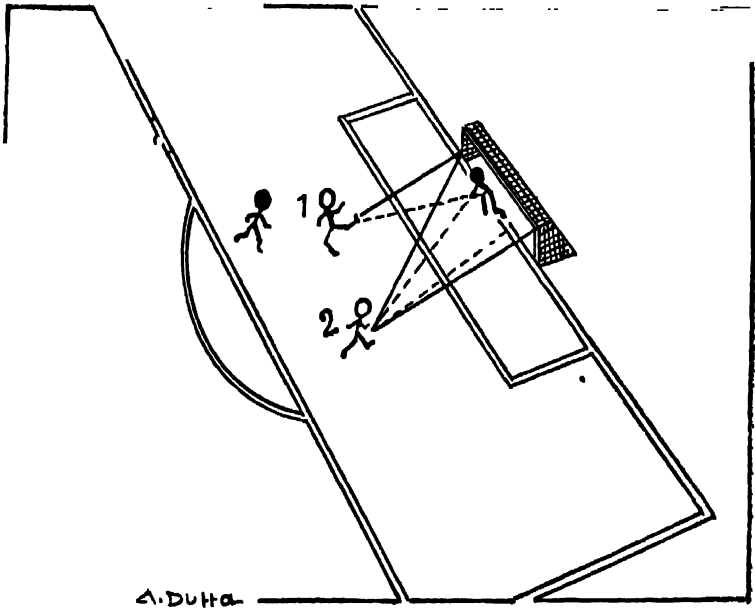
অফ্-সাইড কি অফ্-সাইড নয়

এখানেও দু'টি ঘটনা দেখানো হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে ১ নম্বর সব বাধা কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে গোলে শট করবার পর গোল-পোস্টে লেগে বল ফিরে এলে ২ নম্বর গোল করেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একইভাবে ১ নম্বরের শট বিপক্ষ গোল-কিপারের কাছ থেকে ফিরে আসবার পর ২ নম্বর গোল করেছে। প্রশ্ন : গোল অফ্-সাইডের জন্য নাকচ হবে, কি হবে না? গোলদাতা ২ নম্বর, ১ নম্বরের বল মারার সময় কখনই অফ্-সাইডে ছিল না, কিন্তু ১ নম্বর খেলোয়াড় ২ নম্বরের আগে থেকে গোল হবার আগে খেলায় অংশ নিয়েছে কিনা, কিংবা প্রতিপক্ষ গোল-কিপারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে কিনা, সেটা রেফারীর বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

ডায়গ্রাম—২৫ ঃ অফ্-সাইড নয়
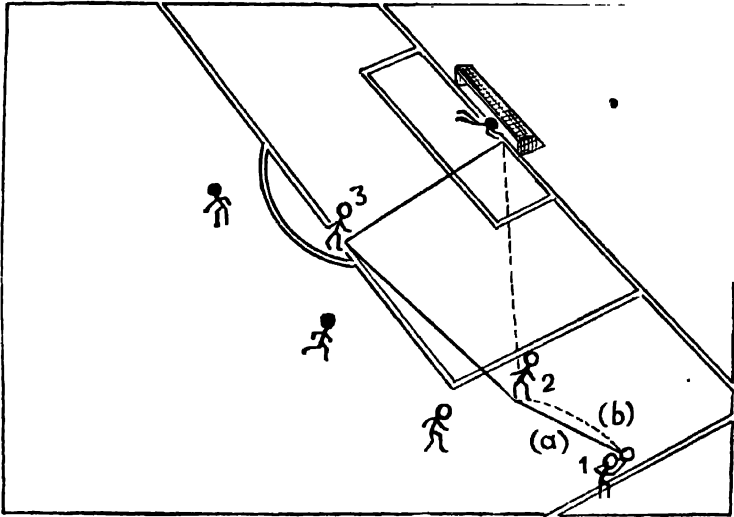
থ্রো-ইনের পর

এই ডায়গ্রামেও দু'টি ঘটনা। (এ) ১ নম্বর খেলোয়াড়ের থ্রো-ইনের পর ২ নম্বর বল দিয়েছে ৩ নম্বরকে, ৩ নম্বর গোল করেছে। (বি) ১ নম্বরের থ্রো-ইনের পর ২ নম্বর বল পেয়ে গোল করেছে। কোন ক্ষেত্রেই অফ্-সাইড নয়। কারণ, থ্রো-ইন থেকে সরাসরি বল পেলে অফ্-সাইড হয় না। যদি প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ (এ) চিত্রে ৩ নম্বর খেলোয়াড় ২ নম্বরের আগে থেকে ২ নম্বরের কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করত তবে অফ্-সাইড হত।

১২ নম্বর আইন—ফাউল ও অসদাচরণ

॥ মূল আইন ॥

যে খেলোয়াড় ইচ্ছে করে নীচেয় লেখা ৯টি অপরাধের যে কোন একটি অপরাধ করবেন তিনি **ডিরেক্ট ফ্রি-কিক** দ্বারা দণ্ডিত হবেন এবং যে জায়গায় অপরাধ করা হবে সেই জায়গা থেকে প্রতিপক্ষ দল কিক করবেন। ৯টি অপরাধ হচ্ছেঃ—

(এ) প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা;

(বি) প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে লেংগি মারা, অর্থাৎ পা বাধিয়ে তাকে ফেলে দেওয়া কিংবা ফেলে দেবার চেষ্টা করা বা তার সামনে অথবা পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে ফেলে দেওয়া বা ফেলে দেবার চেষ্টা করা;

(সি) প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের প্রতি লাফিয়ে পড়া;

(ডি) মারাত্মক কিংবা বিপজ্জনকভাবে প্রতিপক্ষেব খেলোয়াড়কে চার্জ করা,

(ই) প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় বাধা সৃষ্টি না করা সত্ত্বেও পেছন দিক থেকে তাকে চার্জ করা;

(এফ) প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা;

(জি) প্রতিপক্ষেব খেলোয়াড়কে হাত বা বাহুর যে কোন অংশ দিয়ে ধরে রাখা;

(এইচ) প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে হাত বা বাহুর যে কোন অংশ দিয়ে ধাক্কা মারা;

(আই) হাত দিয়ে বল খেলা, অর্থাৎ হাত বা বাহু দিয়ে বল বয়ে নিয়ে যাওয়া, বলে আঘাত করা কিংবা বল চালনা করা (গোল-কিপার তার নিজেব পেনাল্টি সীমার মধ্যে থাকা সময়ে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়)।

যদি রক্ষণকাবী দলের কোন খেলোয়াড় পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ইচ্ছে করে এই ৯টি অপরাধের কোন একটি অপরাধ করেন তবে তিনি **পেনাল্টি কিক** দ্বারা দণ্ডিত হবেন।

বলে খেলা চলার সময় (বল **ইন্‌** গেলে) পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে অপরাধ করা হলে বলের অবস্থান মাঠের যেখানেই থাক না কেন, **পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেওয়া যায়।**

কোন খেলোয়াড় নীচেয় লেখা পাঁচটি অপরাধের যে কোন একটি অপরাধ করলে **ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের** দ্বারা দণ্ডিত হবেন এবং যে জায়গায় আইনভঙ্গ হবে, **বিপক্ষ** দল সেই জায়গা থেকে কিক করবেন। পাঁচটি অপরাধ হচ্ছেঃ—

(১) এমনভাবে খেলা যা রেফারীর মতে বিপজ্জনক, যেমন, গোল-কিপার বল হাতে ধরে থাকা সময়ে সেই বলে কিক করার চেষ্টা করা;

(২) বল খেলার মত দূরত্ব না থাকা সময়ে যখন নিশ্চিতভাবেই সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় বল খেলার চেষ্টা করেন না সেই সময়ে আইনসম্মত চার্জ করা অর্থাৎ কাঁধ দিয়ে চার্জ করা;

বৈধ চার্জ (ফেয়ার চার্জ)

ার চার্জ’ বা ন্যায়সংগত কায়িক সংঘর্ষ। খেলার মত দূরত্বে থাকলে এ ধরনের চার্জ আইন-সম্মত

অবৈধ চার্জ (আনফেয়ার চার্জ)

কনুই বা হাত দিয়ে এভাবে ধাক্কা মারা আইন-বিরুদ্ধ—শাস্তি : ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

বৈধ চার্জ কিন্তু বল দূরে

সংগত চার্জ কিন্তু বল খেলার মত দূরত্বে ে, বেশ দূরে আছে। বল খেলার নাগালে থাকলে এ ধরনের চার্জ ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের আওতায় পড়ে

বৈধ চার্জ কিন্তু গোলকিপার বল ধরেননি

ফেয়ার চার্জ, কিন্তু গোলকিপার নিজ এরিয়ার মধ্যে এখনো বল ধরেননি। গোলকিপার বল না ধরা পর্যন্ত তাকে গোল-এরিয়ার মধ্যে এভাবে ফেয়ার চার্জ করলেও শাস্তি : ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

(৩) যখন বল খেলছেন না অথচ ইচ্ছে করে প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করছেন, অর্থাৎ বল এবং প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের মধ্য দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন বা শরীরটাকে এমনভাবে এগিয়ে দিচ্ছেন যাতে প্রতিপক্ষের বাধার সৃষ্টি হয়;

(৪) যদি গোল-কিপার

(এ) হাত দিয়ে বল ধরে না থাকেন;

(বি) প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি না করেন;

(সি) গোল-এরিয়ার বাইরে চলে না যান;—তখন গোল-কিপারকে চার্জ করা;

(৫) গোল-কিপার হিসাবে খেলবার সময় বল বয়ে নিয়ে যাওয়া; অর্থাৎ, হাত দিয়ে বল ধরে থাকা অবস্থায় মাটিতে ড্রপ না দিয়ে ৪ পায়ের বেশী এগিয়ে যাওয়া;

যে কোন খেলোয়াড়কে **সতর্ক** করা হবে যদিঃ—

(জে) তিনি খেলা আরম্ভ হবার পর, খেলা চলার সময়ে প্রথমে রেফারীর কাছ থেকে মাঠে প্রবেশের সমর্থনসূচক সংকেত না পেয়ে মাঠে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশ করেন (এই উপধারা ৪ নম্বর আইনের ক্ষেত্রে [খেলোয়াড়-দের সাজসরঞ্জামের ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপার] প্রযোজ্য হবে না)

সতর্ক করবার জন্য যদি খেলা থামানো হয় তবে রেফারী নিয়মভঙ্গের জায়গায় বল ড্রপ দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন। কিন্তু খেলোয়াড় এর চেয়েও যদি গুরু ধরনের অপরাধ করেন তবে সেই আইন লঙ্ঘনের ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত হবেন।

(কে) তিনি বারবার খেলার নিয়মভঙ্গ করেন;

(এল) তিনি কথায় বা কাজে রেফারীব সিদ্ধান্তে অমত প্রকাশ করেন;

(এম) তিনি অভদ্র আচরণের জন্য দোষী হন;

শেষের তিনটি অপরাধের যে-কোন একটি অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে সতর্ক করা ছাড়াও অপরাধের জায়গা থেকে বিপক্ষ দলকে **ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক** করতে দেওয়া হবে।

যে-কোন খেলোয়াড়কে খেলার মাঠ থেকে বাইরে **বের করে দেওয়া হবেঃ**—

(এন) যদি তিনি মারাত্মক ধরনের আচরণের জন্য দোষী হন, অর্থাৎ অশ্লীল বা গালাগালিযুক্ত ভাষা ব্যবহার করেন, কিংবা রেফারীর মতে বিপজ্জনক বে-আইনী খেলার দোষে দোষী হন।

(ও) যদি তিনি একবার সতর্কিত হবার পরও আবার অসদাচরণ করেন;

খেলা সম্পর্কীয় আইনের কোনরকম ব্যতিক্রম না করা সত্ত্বেও কোন অপরাধের জন্য যদি কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার প্রয়োজনে খেলা বন্ধ করা হয় তবে **ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক** দিয়ে খেলা আবার আরম্ভ হবে এবং যেখানে অপরাধ ঘটেছে সেখান থেকে বিপক্ষ দল ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করবে।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) যদি গোলকিপার আক্রমণকারী প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের মুখের উপর খুব জোরে বল ছুঁড়ে দেন তবে রেফারী অপরাধী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন এবং ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন। কিন্তু বল ধরে থাকা অবস্থায় গোলকিপার যদি বল দিয়ে প্রতিপক্ষকে ধাক্কা মারেন, তবে পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে ইচ্ছাকৃত ফাউলের জন্য রেফারী পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেবেন।

.গোল-এরিয়ায় গোলকিপারের হাতে বল

.কিপারের দখলে বল, সুতরাং এক্ষেত্রে ফেয়ার চার্জ আইনসম্মত

চার্জ করা চলে

খেলোয়াড় যখন ইচ্ছে করে প্রতিপক্ষের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে খেলায় বাধার সৃষ্টি করবেন তখন পেছন দিক থেকেও চার্জ করা যায়, তবে চার্জ অবশ্যই ন্যায়সংগত হওয়া চাই

বল নাগালের মধ্যে—ফেয়ার চার্জ বৈধ

খেলার নাগালের মধ্যে, এক্ষেত্রে ফেয়ার চার্জ করার ন্যায়সংগত অধিকার আছে

বিপজ্জনক খেলা

প্রতিপক্ষ হেড করবার সময় সেই বল কিক করবার চেষ্টা করা বিপজ্জনক খেলার আওতায় পড়ে, শাস্তি : ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

(২) প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড় বল কেড়ে নেবে বা খেলবে এমন প্রচেষ্টা: মুহূর্তে যদি কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ান, তবে তাকে চার্জ করা যেতে পারে, কিন্তু চার্জ যেন মারাত্মক ধরনের না হয়।

(৩) গোল-এরিয়ার মধ্যে বিপক্ষ গোল-কিপারের হাতে বল না থাকা সময়ে আক্রমণকারী দলের কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গে গোল-কিপারের কায়িক সঙ্ঘর্ষ ঘটলে, রেফারী খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিচারক হিসাবে খেলা থামাবে: এবং ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন, যদি তিনি আক্রমণকারী খেলোয়াড়ে চার্জ ইচ্ছাকৃত বলে মনে করেন।

(৪) যদি কোন খেলোয়াড় বল হেড করবার উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে অবস্থান কারী নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাঁধে ভর দিয়ে উঁচু হন এবং এই উপায়ে বল হে করেন, তবে রেফারী খেলা থামাবেন, অভদ্র আচরণের জন্য খেলোয়াড়কে সতক করবেন এবং বিপক্ষ দলের পক্ষে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন।

(৫) 'খেলা আরম্ভের পর খেলায় যোগদান বা পুনরায় যোগদানের ক্ষে রেফারীর 'সম্মতিসূচক সঙ্কেত' পাওয়া সম্পর্কে খেলোয়াড়ের যে করণীয় আ সেই করণীয় অর্থের অবশ্যই এই ব্যাখ্যা হবে: 'খেলোয়াড় টাচ-লাইন থে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।' রেফারী নির্দিষ্ট ভাবভঙ্গীর দ্বারা এমনভা সঙ্কেত জানাবেন যাতে খেলোয়াড় বুঝতে পারেন যে, তিনি খেলার মাঠের ম প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু রেফারী কোন সময়ে যোগদানের সম্মতিসূচক সঙ্কে জানাবেন সেটা সম্পূর্ণভাবে রেফারীর বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

(৬) ১২ নম্বর আইনের (জে) ধারা লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়কে সতর্ক কর জন্য খেলা থামানো হলে, যেখানে আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে রেফাবী অবশ সেখানে বল 'ড্রপ' দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন—খেলা থামানোর সময় ব যেখানে ছিল সেখানে 'ড্রপ' দেবেন না। খেলোয়াড়কে সতর্ক করার জন্য খে থামাতেই হবে—১২ নম্বব আইনেব ভাষায় এবং উদ্দেশ্যে রেফারীর কর্তব্য সম্প এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই; বেফারী সব সময়ই 'অ্যাডভাণ্টেজের' বিধান প্রয়ো করতে পারেন।

(৭) বল ধবে থাকা অবস্থায় যদি কোন গোল-কিপার ৪ পা এগিয়ে বল হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না করে মাটিতে বল ঠেকিয়ে আবার এক পা দুই পা এগিয়ে যান তবে তিনি এই আইনেব লঙ্ঘন করবেন এবং ইন-ডি ফ্রি-কিকের দ্বারা দণ্ডিত হবেন।

(৮) প্রতিপক্ষকে বল না খেলতে দেবার চেষ্টায় কোন খেলোয়াড় যদি নি বল স্পর্শ না করেও বলের কাছাকাছি এসে বলটিকে নিজের আয়ত্তে আট রাখেন, তা হলে তিনি বাধা সৃষ্টির কারণ হয়েও ১২ নম্বর আইনের ৩ ন ধারা লঙ্ঘন করবেন না। কারণ, বল তাঁর নাগালের মধ্যে থাকায় তিনি আ বলের অধিকার পেয়েছেন এবং খেলার কৌশল হিসাবেই বলকে নিজের আ রেখেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সত্যি সত্যিই বল খেলছেন এবং আইন ল করছেন না। এই ক্ষেত্রে তিনি বল খেলছেন বলে ধরে নিয়ে তাঁকে চার্জ যেতে পারে।

(৯) প্রতিপক্ষকে বাধা দেবার জন্য যদি কোন খেলোয়াড় কায়িক সংঘর্ষ করেও ইচ্ছে করে তার দুই বাহু প্রসারিত করেন কিংবা বাহু উপর-নীচ

ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল

খেলোয়াড় ইচ্ছে করে হ্যাণ্ডবল করলে শাস্তি ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

হ্যাণ্ডবল অপরাধে হাতের সীমা

কাঁধের নীচ থেকে আরম্ভ করে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত হ্যাণ্ডবল অপরাধের সীমা

অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল

হাতে বল লাগলে কোন অপরাধ নেই। হ্যাণ্ডবল এবং সমস্ত ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধের অপরাধ ইচ্ছাকৃত কিনা সেইটাই বিচার্য বিষয়। অপরাধ ইচ্ছাকৃত না হলে কোন শাস্তির বিধান নেই।

করতে এদিক ওদিক পদক্ষেপ করেন এবং তার ফলে প্রতিপক্ষকে অপেক্ষা করতে হয় কিংবা গতিপথ পরিবর্তন করতে হয়, তবে রেফারী ঐ খেলোয়াড়কে অভদ্র আচরণের জন্য সতর্ক করে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন।

(১০) যদি রেফারী কোন ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবার পর কোন খেলোয়াড় গালাগালি বা অশ্লীল ভাষায় তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেন এবং তার ফলে রেফারী দ্বারা মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হন তা হলে ঐ খেলোয়াড় মাঠ থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ফ্রি-কিক করা যাবে না।

(১১) যদি হাফ-টাইমের বিরতির সময় কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষকে আঘাত করেন কিংবা রেফারীর প্রতি অভদ্রোচিত ব্যবহার করেন, তা হলে তাঁকে খেলায় অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং তার পরিবর্তে অন্য কোন খেলোয়াড়ও খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

(১২) যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দুইজন খেলোয়াড় খেলার মাঠের চার চৌহদ্দির বাইরে থাকেন এবং বল খেলার মধ্যে থাকা সময়ে একজন আর একজনকে ইচ্ছে করে লেংগি মারেন কিংবা আঘাত করেন তবে রেফারী খেলা থামাবেন এবং ১২ নম্বর আইনের বিধান অনুযায়ী অপরাধী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন কিংবা মাঠ থেকে (খেলা থেকে) বের করে দেবেন। এবং ৮ নম্বর আইন অনুযায়ী, বল যেখানে থাকা সময়ে খেলা থামানো হবে সেখানে রেফারী 'ড্রপ' দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন।

(১৩) যদি কোন গোল-কিপার ইচ্ছে করে প্রয়োজনেব অতিরিক্ত সময় বলের উপর পড়ে থাকেন তা হলে তিনি অভদ্র আচরণের দোষে দোষী হবেন এবং

(এ) তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে প্রতিপক্ষের সপক্ষে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিতে হবে।

(বি) দোষের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাঁকে মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

এই আইনের প্রতি ধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজন, কিন্তু তার যথাযথ প্রয়োগ নির্ভর করে, কোনো অপরাধ **ইচ্ছাকৃত** কিনা সেটা রেফারীর **মুহূর্তের মধ্যে** স্থির করার ক্ষমতার উপর।

'সি' উপধারার প্রতি (প্রতিপক্ষের প্রতি লাফানো) বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। প্রতিপক্ষের প্রতি লাফানোই ফাউল—বলের জন্য লাফানো ফাউল নয়। দৈবদুর্ঘটনায় প্রতিপক্ষের প্রতি লাফানো হয়েছে, এমন কোনো ঘটনা হতে পারে না।

'আই' উপধারার প্রতি (হ্যান্ডবল) লক্ষ রাখবেন যে, হাত বা বাহু দিয়ে বলে আঘাত না করলে বা বলটিকে চালিয়ে না নিয়ে গেলে ফাউল হয় না। ইচ্ছে করে বলে হাত লাগান নি, অথচ বল হাতে লেগে গেছে, এমন বহু ক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা দণ্ডিত হন।

বল খেলার নাগালের মধ্যে **না থাকা** সময়েও প্রতিপক্ষকে আইনসম্মতভাবে চার্জ করা সম্ভব। যদি আপনি মনে করেন এই চার্জে আইনের লঙ্ঘন হয়েছে তবে

ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল

াকৃত হ্যাণ্ডবলের শাস্তি : ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

ঠেলে দেওয়া (পুসিং)

পাশ থেকে পেছনে ঠেলে দেওয়া অপরাধ
শাস্তি : ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

ধাক্কা দেওয়া (পুসিং)

পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়া আরও বড় অপরাধ
শাস্তি : ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

ধরে রাখা (হোল্ডিং)

খেলোয়াড়ের জামা, প্যাণ্ট, শরীরের অংশ বা অন্য কিছু ধরে রাখার শাস্তি : ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

এটা ২ নম্বর উপধারার বিচ্যুতি এবং পেনাল্টি সীমানার মধ্যেই হোক কিংবা বাইরেই হোক—অপরাধী খেলোয়াড় ইন-ডিরেক্ট. ফ্রি-কিকের দ্বারা দণ্ডিত হবেন।

যদি গোলকিপার প্রতিপক্ষের অবরোধ সৃষ্টি করেন তবে গোলকিপারকে চার্জ করা যেতে পারে—এমনকি গোলকিপার যখন নিজের গোল-এরিয়ার মধ্যে থাকেন তখনও। দেখবেন, গোলকিপারকে যেন অন্যায়ভাবে চার্জ করা না হয়। কারণ, তাঁর মনোযোগ যখন গোলের দিকে ধাবমান বলের প্রতি থাকে তখন তাঁর নিজেকে রক্ষা করবার সুযোগ থাকে খুবই কম।

রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড় যখন পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে নীচেয় লেখা ৯টি অপরাধ ইচ্ছে করে করেন, কেবল তখনই পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেওয়া যায়।

(এ) প্রতিপক্ষকে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা।
(বি) প্রতিপক্ষকে ল্যাং মারা।
(সি) প্রতিপক্ষের প্রতি লাফানো।
(ডি) মারাত্মক বা সাংঘাতিকভাবে প্রতিপক্ষকে চার্জ করা।
(ই) প্রতিপক্ষ অবরোধ সৃষ্টি না করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে পেছন দিক থেকে চার্জ করা।
(এফ) প্রতিপক্ষকে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা।
(জি) প্রতিপক্ষকে ধরে রাখা।
(এইচ) প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দেওয়া।
(আই) হ্যাণ্ডবল করা।

যে-কোন দলের খেলোয়াড়। এই ৯টি অপরাধের যে-কোন একটি অপরাধ পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে করলে কিংবা আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে করলে ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দিতে হবে।

আপনার দেওয়া সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন করবার জন্য বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবার জন্য খেলোয়াড়দের আপনার চারপাশে জমা হয়ে ভিড় করতে দেবেন না।

যদিও গোলকিপারের অধিকারে বল থাকা সময়ে, অর্থাৎ বল ধরে থাকা সময়ে তাঁকে চার্জ করার অধিকার আছে, তবু এই অবস্থায় সেই খেলোয়াড়ের (যিনি চার্জ করছেন) বল কিক করা বা কিক করার চেষ্টা করার অনুমোদন নেই। এখানে পায়ের ব্যবহার বিপজ্জনক খেলা বলে গণ্য হবে এবং যথাযথভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ অপরাধী খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ইন্-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিতে হবে।

কোন খেলোয়াড়কে মাঠে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশের সংকেত দেবার জন্য বল খেলার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কিংবা খেলা থামাবার প্রয়োজন হয় না।

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥

যে কোন খেলোয়াড়ের অসদাচরণের ঘটনা ক্লাবের কার্যকরী সমিতির গোচরে আনবেন। যদি কোন পেশাদার খেলোয়াড় বারবার অপরাধ করেন, তিনি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ২৯ নম্বর আইনে অভিযুক্ত হবেন কিংবা অন্য ব্যাপারে সভ্যপদ থেকে অপসারিত হবেন।

অর্ধেন্দু দত্ত

অনিচ্ছাকৃত ল্যাং (আন-ইণ্টেনশনাল ট্রিপিং)

একজন খেলোয়াড় পা বাড়িয়ে বল খেলছেন সেই বাড়ানো পায়ে বেধে আব একজন খেলোয়াড় পড়ে যাচ্ছেন; এটা অনিচ্ছাকৃত ং; সুতরাং কোন অপবাধ নয়

ইচ্ছাকৃত ল্যাং (ইণ্টেনশনাল ট্রিপিং)

একজন খেলোয়াড় বল খেলছেন বা খেলবার চেণ্টা করছেন সেই সময় আর একজন তার পায়ে পা বাধিয়ে ফেলে দিচ্ছেন। এটা ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধ

ল্যাং খাবার ভান

পায়ে পা লাগেনি, অথচ পেনাল্টি বা ফ্রি-কিক আদায়ের উদ্দেশ্যে খেলোয়াড় ল্যাং খেয়ে পড়ে যাবার ভান করেছেন। এই ধরনের অসৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রেফারীকে সতর্ক থাকতে হয়

লাফ (জাম্পিং)

বলের জন্য লাফ অপরাধ নয়। কিন্তু বলের জন্য খেলোয়াড়দের কাঁধে ভর দিয়ে লাফ অপরাধ; শাস্তি : ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক। আর প্রতিপক্ষের প্রতি লাফ ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধ

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

বিশেষ প্রয়োজনীয় আইনগুলির মধ্যে এই আইনটি অন্যতম এবং এই আইনের সমস্ত ধারা-উপধারা যদি আপনি না জানেন বা না বোঝেন, তবে এই আইন লঙ্ঘন করতে আপনি বাধ্য। সব সময় চেষ্টা করবেন, যাতে আপনাকে দণ্ড পেতে না হয়। এমন কি, সতর্কও না করতে হয়। খুবই স্বাভাবিক যে, একজন খেলোয়াড়কে **সতর্ক করা হলে** তাঁর পরবর্তী অপরাধগুলি আরও গুরুতর বলে বিবেচিত হয়। নীচের লেখা বিষয়গুলি আপনাকে আইনের প্রকৃত মর্ম এবং আইনের ভাষার অর্থ অনুযায়ী কাজ করতে সাহায্য করবে।

(এ) আপনাকে কেউ ফাউল করলে প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁকে আবার ফাউল করবেন না। কারণ আপনি নিজেই 'তখন দণ্ড পেতে পারেন এবং যদি আপনাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়, তবে কিছুদিনের জন্য আপনি 'সাসপেণ্ড'ও হতে পারেন।

(বি) মনে রাখবেন, প্রতিপক্ষের প্রতি হঠাৎ লাফানো হয়ে গেছে—এমন কোন বিষয় থাকতে পারে না।

(সি) হ্যাণ্ডবলের দাবি করবেন না। হ্যাণ্ডবলের ক্ষেত্রে রেফারীই তাঁর নিজের বিবেচনামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। হ্যাণ্ডবলের দাবির অসুবিধাও আছে। আপনি হ্যাণ্ডবলের দাবি করলেন, রেফারী মনে করলেন, অপরাধ অনিচ্ছাকৃত, তা হলে আপনি নিজেকে এবং নিজের দলকে অসুবিধায় ফেলবেন।

(ডি) মেজাজ ঠাণ্ডা রাখবেন এবং আপনাকে কেউ চার্জ করলেও বিরক্তির ভাব দেখাবেন না।

(ই) ন্যায়সঙ্গত চার্জে গড়িয়ে পড়া কিছু অপমানজনক ব্যাপার নয়। এক পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থায় প্রতিপক্ষ চার্জ করলে আপনার সরাসরি মাটিতে লুটিয়ে পড়া সম্ভব। এই ঘটনা আপনাকে একটি মূল্যবান উপদেশ শিখতে সাহায্য করবে। বিপক্ষের সঙ্গে আপনার চার্জ বা সঙ্ঘর্ষ যেন ন্যায়সঙ্গত ও সদুদ্দেশ্য-পূর্ণ হয়। এমন কি, প্রতিপক্ষ যদি ইচ্ছে করেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তার আঘাত লাগতে পারে, এমনভাবে চার্জ করার আপনার অধিকার নেই।

(এফ) বিনা প্রশ্নে রেফারীর সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন। কথায় বা কাজে রেফারীর সিদ্ধান্তে অমত প্রকাশ অপরাধ।

(জি) গোলকিপার হিসাবে খেলবার সময় মনে রাখবেন, আপনি গোল-এরিয়া ছেড়ে গেলেই প্রতিপক্ষের যে কেউ আপনাকে চার্জ করতে পারেন। যদি না আপনি বল ধরে থাকেন বা প্রতিপক্ষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, তবে আইনের বলে গোল-এরিয়ার মধ্যে আপনি সুরক্ষিত। গোলকিপারের প্রতি সবচেয়ে সুপরামর্শ হচ্ছে—তিনি যেন বল ধরার সঙ্গেই সঙ্গেই সে বল মুক্ত করে দেন।

(এইচ) মনে রাখবেন, গোলকিপার বল ধরে থাকা সময়ে কোন খেলোয়াড় সেই বল কিক করবার চেষ্টা করতে পারেন না। রেফারী এই প্রচেষ্টাকে বিপজ্জনক খেলা হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন এবং ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিতে পারেন।

(আই) আহত হওয়া ছাড়া, খেলা চলার সময় রেফারীর বিনা অনুমতিতে কোন্ খেলোয়াড় খেলার মাঠ ত্যাগ করতে পারেন না। যদি কোন খেলোয়াড়কে

বিপজ্জনকভাবে খেলা

প্রতিপক্ষের আয়ত্তে বল থাকা সময়ে জোড় পায়ে সেই বল প্রতিবোধের চেষ্টা বিপজ্জনক খেলার আওতায় পড়ে; শাস্তি : ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক। কিন্তু বল প্রতিরোধের চেষ্টা না করে এভাবে জোড় পায়ে প্রতিপক্ষের উপর লাফিয়ে পড়া মারাত্মক ফাউল; শাস্তি : মাঠ থেকে বহিষ্কার এবং ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

মাটিতে পড়ে গিয়ে বল প্রতিরোধ (স্লাইডিং ট্যাক্‌ল)

মাটিতে পড়ে গিয়ে বল প্রতিরোধের চেষ্টা অপরাধ নয় যদি বল খেলাই উদ্দেশ্য হয় এবং খেলোয়াড় বল প্রতিরোধেরই চেষ্টা করে
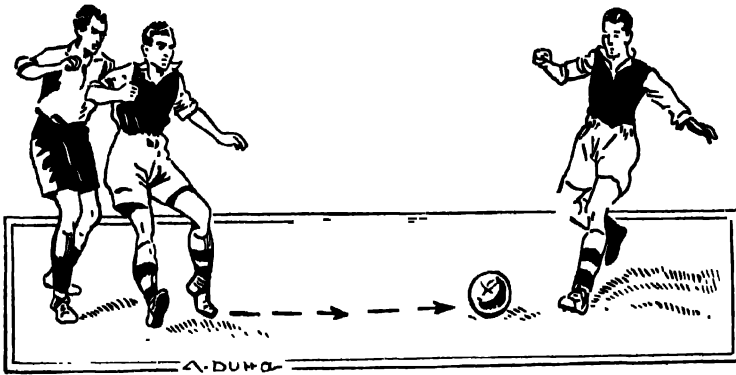
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি (অবস্ট্রাকশন)

খেলোয়াড় নিজ খেলোয়াড়কে বল পাস করে প্রতিপক্ষের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন যাতে প্রতিপক্ষ তাঁর (যিনি পাস করেছেন) নিজের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল কেড়ে নেবার বা খেলার সুযোগ না পান। এটা অপরাধ, শাস্তি : ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক।

খেলার মাঠ ত্যাগ করতে হয় কিংবা খেলা আরম্ভের পর কোন খেলোয়াড় খেলায় যোগদান করতে চান, তবে রেফারীর কাছ থেকে অবশ্যই সম্মতিসূচক সঙ্কেত পেয়ে তিনি সেই কাজ করবেন।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

ফুটবলের সবচেয়ে জটিল ও বিতর্কমূলক ধারা নিয়ে ১২ নম্বর আইন, খেলোয়াড়দের ফাউল, অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অভদ্র আচরণ বিধি নিয়ে যার বিভিন্ন ধারা ও উপধারা। আগের আইনের সঙ্গে তুলনায় এই আইনকে আদালতী ভাষায় বলা যেতে পারে, নন-কগনিজেন্স অফেন্স থেকে কগনিজেন্স অফেন্সের মধ্যে, কিংবা সিভিল অ্যাক্ট থেকে পীনাল কোডে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী লঘু ও গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা—দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশের মত খেলা থেকে নির্বাসন দণ্ডের বিধান। মোটের উপর, প্রতিযোগিতার মর্যাদা খেলার সৌন্দর্য, খেলোয়াড়দের শালীনতা, শিষ্টাচার এবং নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই এই আইন।

১২ নম্বর আইন যেমন চরিত্রে বিচিত্র, তেমন আকারে বড়। আবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুলচুকের সম্ভাবনা বেশী। এই আইনের প্রতিটি ধারা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং প্রতিটি ধারা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ন বিচারবুদ্ধি রেফারীদের সুনাম ও দুর্নামের সোপান।

আইনের ভাষার মধ্যেই সব কিছুর সমাধান আছে, তবু কিছু কিছু বিষয় আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার।

ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধ—মনে রাখতে হবে মাত্র ৯টি অপরাধের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট ফ্রি-কিক (যে কিক থেকে সরাসরি গোল হয়) দেওয়া যায় এবং প্রতি **অপরাধে খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হয়।** ৯টি ঘটনার কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ৯টি অপরাধ কি কি? না :—

হাত বা বাহুর ব্যবহার
- (১) হ্যাণ্ডবল করা;
- (২) প্রতিপক্ষকে ধরে রাখা;
- (৩) প্রতিপক্ষকে আঘাত করা বা আঘাতের চেষ্টা করা;
- (৪) প্রতিপক্ষকে ধাক্কা মারা;
- (৫) প্রতিপক্ষকে লেংগি মারা, অর্থাৎ পদস্খলিত করা;

পায়ের ব্যবহার
- (৬) প্রতিপক্ষকে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা;
- (৭) প্রতিপক্ষের প্রতি লাফিয়ে পড়া;

শরীরের ব্যবহার
- (৮) প্রতিপক্ষকে মারাত্মকভাবে চার্জ করা,
- (৯) বাধা সৃষ্টি না করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে পেছন দিক থেকে চার্জ করা;

এখন এই অপরাধগুলি বিশ্লেষণ করা যাক!

হ্যাণ্ডবল—বহু ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবলেও রেফারীরা শাস্তি দিয়ে থাকেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল কম ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আর

বাধা সৃষ্টি বা অবরোধ নয়

ল আয়ত্বে থাকা সময়ে শরীর ঘুরিয়ে বলকে তপক্ষের নাগাল থেকে আগলে রেখে খেলার চেষ্টা অপরাধ নয়

অবরোধ কিন্তু অপরাধ নয়

বল মাঠের বাইরে যাবার সময় সেই বলকে আগে আয়ত্বে পেয়ে কোন খেলোয়াড যদি বল আগলে বেখে বলকে মাঠেব বাইবে যেতে দেন, তবে অববোধের অপরাধে পড়েন না
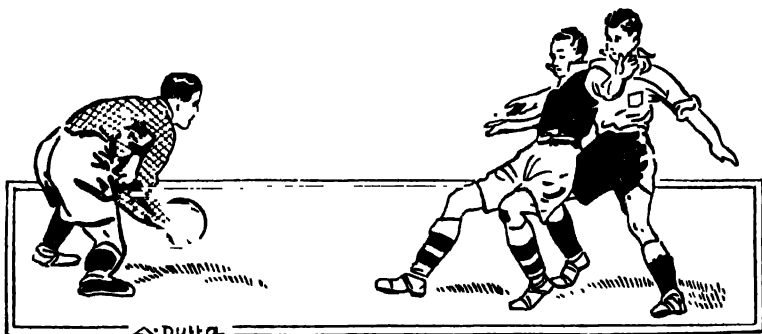
অবরোধ (অবস্ট্রাকশন)

রক্ষণভাগের খেলোয়াড় নিজ গোল-কিপারকে বিনা বাধায় বল খেলার সুযোগ দেবার জন্য আক্রমণকারী খেলোয়াড়ের পথ ইচ্ছে করে আটকে রেখেছেন। এটা অপরাধ; শাস্তি : ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক।

নিজেদের পেনাল্টি সীমার মধ্যে ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবলের ঘটনা ঘটে কচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু হ্যাণ্ডবলের জন্য পেনাল্টির ঘটনা কম নয়।

আইনের পরিষ্কার নির্দেশ, **হাতে বল লাগলেই হ্যাণ্ডবল হয় না—বলে হাত লাগালে** অর্থাৎ ইচ্ছে করে হাত দিয়ে বল খেললে হ্যাণ্ডবল হয়। ফুটবল আইনে **বাহু ও কাঁধের সংযোগস্থল থেকে আরম্ভ করে আঙুলের ডগা পর্যন্ত হাতের পরিধি।** সুতরাং খেলার সময় হাতে বল লাগা খুবই স্বাভাবিক। বহু ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেবার মত সময় পাওয়া যায় না। আবার বহু ক্ষেত্রে দুষ্টবুদ্ধির খেলোয়াড়রা ফ্রি-কিক পাবার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষের বাড়ানো হাতে ইচ্ছে করে বল মেরে ফ্রি-কিক বা পেনাল্টি-কিকের দাবি জানান। রেফারীদের এই সম্পর্কে সতর্ক হয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। বিশেষ করে পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড়ের হ্যাণ্ডবলের ক্ষেত্রে। আইনের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট-ভাবে বলা আছে—**অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবলের ফলে যদি খেলোয়াড় বল খেলার বা প্রতিরোধের সুযোগও পেয়ে যান তা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে হ্যাণ্ডবলের নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়।**

অথচ হাতে বল লাগলেই 'হ্যাণ্ডবল' 'হ্যাণ্ডবল' বলে চিৎকার করা আমাদের দেশের দর্শকদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

চার্জিং—প্রতিপক্ষকে চার্জ করা অপরাধ নয়—যদি আইনসম্মত চার্জ হয়। চার্জের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধ? না, দুটি ক্ষেত্রে। মারাত্মক ধরনের চার্জ আর পেছন দিক থেকে চার্জ। আবার পেছন দিক থেকেও কোন খেলোয়াড়কে চার্জ করা যেতে পাবে যদি সেই খেলোয়াড় ইচ্ছে করে বাধা সৃষ্টি করেন। তবে কিন্তু এই চার্জ খুব জোরে বা বিপজ্জনকভাবে করা যায় না। সম্পূর্ণ আইন সম্মতভাবে করতে হয়। এখন আইনসম্মত চার্জ কি?

আইনপ্রণেতারা বলছেন :

. . . . 'A fair charge is one in which the player fairly "SHOULDERS" his opponent without using his arms as a means of pushing, and which is neither violent nor dangerous.'

অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে ঠেলে দেবার জন্য বাহুর ব্যবহার ব্যতিরেকে শুধু কাঁধে দ্বারা কায়িক সংঘর্ষই আইনসম্মত চার্জ। এই কায়িক সংঘর্ষে আবার শক্তি প্রয়োগ কিংবা বিপজ্জনক পদ্ধতি বর্জনীয়।

বিপজ্জনক চার্জ আর বিপজ্জনকভাবে খেলা কিন্তু এক জিনিস নয়। প্রথম ক্ষেত্রে শাস্তি ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক।

কায়িক সংঘর্ষের সময় দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাতের সাহায্য নেওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু এই সময়ে কনুইয়ের ব্যবহার, বা হাত দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঠেলে দেওয়া অপরাধ। এবং শাস্তি ডিরেক্ট ফ্রি-কিক।

পুসিং ও হোল্ডিং—অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দেওয়া এবং ধরে রাখা। ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের এই দুটি অপরাধেব বিচার-বিবেচনায় খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সাধারণত ধাক্কা দেবার ঘটনা ঘটে দুজন খেলোয়াড়ের একসংগে বল হেড করবার প্রচেষ্টার সময় এবং একটি বল আয়ত্তে পাবার জন্য দুজনের দৌড়ের মধ্যে। কো
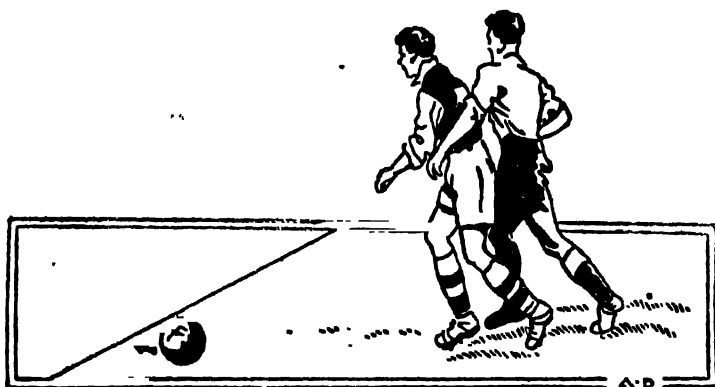
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি (অবস্ট্রাকসন)

বল বেশ দূরে রয়েছে, নাগালে পাবার সম্ভাবনা নেই অথচ প্রতিপক্ষের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তার খেলার অবরোধ সৃষ্টি করছেন যাতে বল মাঠের বাইরে চলে যেতে পারে। এটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আওতায় পড়ে। শাস্তি : ইন্-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক।
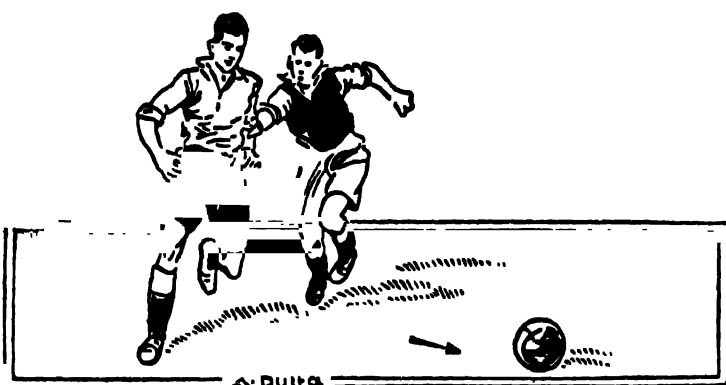
ধরে রাখা (হোল্ডিং)

বল আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে, বলের দিকে ধাবিত প্রতিপক্ষকে ধরে রেখেছেন যাতে প্রতিপক্ষ বল খেলতে না পারে। এটা হোল্ডিংয়ের আওতায় পড়ে। শাস্তি : ডিরেক্ট ফ্রি-কিক।

খেলোয়াড় যদি ইচ্ছে করেও বাধার সৃষ্টি করেন তবুও তাঁকে হাত দিয়ে ধাক্কা দেওয়া অপরাধ।

প্রতিপক্ষের প্যাণ্ট বা গায়ের জামা ধরে আটকে রাখার ঘটনা বিরল নয়। ক্ষিপ্রপদ খেলোয়াড়কে আটকে রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত শ্লথগতির দুষ্টবুদ্ধির খেলোয়াড় বহু সময়ে এই উপায় অবলম্বন করেন। জড়াজড়ির মধ্যে মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় পায়ের দ্বারাও অনেকে প্রতিপক্ষকে আটকে রাখতে চেষ্টা করেন। একটু দৃষ্টি রাখলেই পুসিং ও হোল্ডিং-এর অপরাধ আবিষ্কার কষ্টসাধ্য নয়।

কিকিং ও স্ট্রাইকিং—কিকিং ও স্ট্রাইকিং শব্দের অর্থ লাথি মারা এবং আঘাত করা। স্মরণ রাখতে হবে, এই দুটি অপরাধের চেষ্টাও সম-অপরাধ। অনেকটা ফৌজদারী আইনে খুন করা এবং খুনের চেষ্টা করার মত। ফুটবল আইনে প্রতিপক্ষকে লাথি মারারও যে শাস্তি, লাথি মারার চেষ্টাতেও সেই শাস্তি। আঘাতের ক্ষেত্রেও একই কথা। আঘাত করলেও যে অপরাধ, আঘাতের চেষ্টা করলেও সেই অপরাধ। এবং বলা বাহুল্য, এই অপরাধের ইচ্ছাকৃত দোষ বুঝতে রেফারীর বেশী নজরেব প্রয়োজন হয় না।

ট্রিপিং—ট্রিপিং কথাটির অর্থ পায়ে পা বাধিয়ে ফেলে দেওয়া। অর্থাৎ ল্যাং মারা। ট্রিপ কথার অপর অর্থ, ভুল বা নৈতিক অপরাধ করা। To Commit a blunder or moral lapse. সুতরাং ট্রিপ কথাটির মধ্যেই অপরাধীর ইচ্ছাকৃত দোষের পরিচয় রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, ট্রিপিং ফুটবল আইনে গুরু ধরনের অপরাধ।

আবার অনিচ্ছাকৃত ট্রিপিংও বিরল নয়। খেলার সময় প্রতিপক্ষের পায়ে পা বেধে পড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময় আবার দুষ্টবুদ্ধির খেলোয়াড়রা ফ্রি-কিক বা পেনাল্টি আদায়ের উদ্দেশ্যে পায়ে পা বেধে পড়ে যাওয়ার ভানও করে থাকেন। রেফারীকে এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত দিতে হয়। ট্রিপিং-এর ক্ষেত্রে কোন্‌টি ইচ্ছাকৃত অপরাধ, কোন্‌টি দৈব-দুর্ঘটনা এবং কোন্ ক্ষেত্রে ভান করে পড়ে যাওয়া, সেটা বিচার-বিবেচনার একমাত্র অধিকারী খেলার রেফারী।

জাম্পিং—জাম্পিং শব্দের অর্থ লাফ। প্রতিপক্ষের প্রতি লাফানোই অপরাধ। বলের জন্য লাফানো কিন্তু অপরাধ নয়। বলের জন্য লাফানোর সময় প্রতিপক্ষের সঙ্গে কায়িক সংঘর্ষ খুবই সম্ভব। যদি বল খেলাই উদ্দেশ্য হয়, এবং প্রতিপক্ষের বিপদের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এই লাফ ফাউলের আওতায় পড়ে না। কিন্তু বল খেলার নাগালের মধ্যে না থাকা সময়ে প্রতিপক্ষের প্রতি লাফ ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধ। আইনে রেফারী ও খেলোয়াড়দের এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, সহসা প্রতিপক্ষের উপর লাফানো হয়ে গেছে বলে কোন বিষয় থাকতে পারে না। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের প্রতি লাফ হলেই সে লাফকে ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলে ধরতে হবে। 'এফ এ গাইড ফর রেফারীজ এণ্ড লাইন্সমেন' বইতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে,—কোন খেলোয়াড় লাফিয়ে যদি প্রথমে বল হেড করেন এবং পরে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যদি তাঁর সংঘর্ষ হয়, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিপক্ষের প্রতি লাফ বলে ধরা উচিত নয়। কিন্তু যদি লাফিয়ে প্রথমে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ করেন এবং পরে বল হেড করেন তবে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিপক্ষের প্রতি লাফানর অপরাধে অপরাধী হবেন।
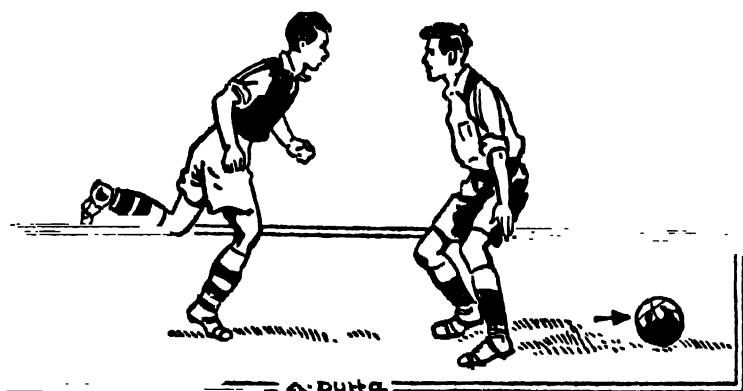
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি (অবস্ট্রাকসন)

খেলোয়াড় নিজে বল খেলার চেষ্টা করছেন না, কিন্তু ইচ্ছে করে, বল খেলার জন্য ধাবিত প্রতিপক্ষের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা অবস্ট্রাকশনের আওতায় পড়ে; শাস্তি : ইন্-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক।
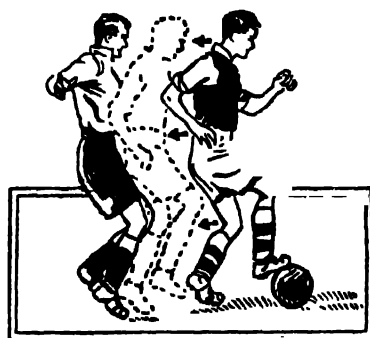
ধাক্কা দেওয়া (পুসিং)

বল নিজের আয়ত্তে এনে পেছন দিকে সরে গিয়ে দেহের দ্বারা ইচ্ছে করে প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দেওয়ার শাস্তি ডিরেক্ট ফ্রি-কিক। তবে ধাক্কা না দিয়ে যদি পেছনে সরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, শাস্তি : ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক

ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক—ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক, অর্থাৎ যে কিক থেকে সরাসরি গোল হয় না, তার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির কথা বলা হয়েছে। একটি বিষয় সম্পর্কে দর্শকদের, এমন কি, বহু খেলোয়াড়ের ভুল ধারণা আছে। বিষয়টি হচ্ছে, গোল-কিপারের বল বহন করা। (ক্যারিং)

আইনে আছে, গোলকিপার নিজ পেনাল্টিসীমানার মধ্যেও বল ধরে থাকা অবস্থায় মাটিতে বল 'বাউন্স' না করিয়ে চার পায়ের বেশী চলতে পারেন না।

অনেক সময় দেখা যায়, গোলকিপার চার পা গিয়ে বলটি শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার বল ধরে আবার কয়েক পা এগিয়ে যান. কিংবা চার পা যাবার পর হাতে-ধরা বল মাটিতে ঠুকে আবার কয়েক পা এগিয়ে যান। দুটি পদ্ধতিই ভুল এবং দুই ক্ষেত্রেই ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধ।

আইনমত চার পা গিয়ে বল মাটিতে 'বাউন্স' করিয়ে আবার 'স্টেপ' নিতে হবে। বাউন্স কথাটির অর্থ, সহসা লাফিয়ে উঠা। বা নিক্ষিপ্ত অবস্থায় বাধা পেয়ে ঠিকরে ফিরে আসা। এখন শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার সেই বল ধরলে 'বাউন্স' হয় না। মাটিতেই বাউন্স করতে হয়। আবার হাতেধরা অবস্থায় মাটিতে বল ঠোকাও বাউন্স নয়। বলের সঙ্গে সংস্রবমুক্ত হয়ে মাটিতে-ঠোকা বল আবার ধরাই হচ্ছে এখানে 'বাউন্স'-এর ব্যাখ্যা।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক হবে পরে তার তালিকা আছে। কি-ভাবে ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিতে হয় চিত্রে দেখুন।

চালু খেলায় মাঠে প্রবেশ—আঘাত পেয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার পর আবার মাঠে প্রবেশ করতে হলে. কিংবা নবাগত খেলোয়াড়ের মাঠে প্রবেশ করতে হলে রেফারীর অনুমতি নিয়ে খেলা চালু থাকা অবস্থায় মাঠে প্রবেশ করা যায়; **কিন্তু টাচ-লাইন দিয়ে ঢুকতে হয়। গোল-লাইন দিয়ে ঢোকা যায় না।** অবশ্য, খেলা চালু না থাকলে পৃথক কথা। সাজ সরঞ্জামের ত্রুটির জন্য মাঠ থেকে বের হলে খেলা বন্ধ থাকা সময়ে রেফারীর অনুমতি নিয়ে মাঠে ঢুকতে হয়। সুতরাং, টাচ-লাইন বা গোল-লাইনের প্রশ্ন আসে না।

অসদাচরণের রিপোর্টের নমুনা

সম্পাদক মহাশয়—

...........ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

মহাশয়,

. ...বনাম............

.. . .. প্রতিযোগিতা

খেলার স্থান ও তারিখ ....

আমাকে রিপোর্ট করতে হচ্ছে যে, আমি . . . . . ক্লাবের. ... ..কে (নাম)........... .... জন্য মাঠ ত্যাগ করবার আদেশ দিয়েছি বা সতর্ক করে দিয়েছি।

যে ঘটনা আমার চোখে পড়েছে তা হচ্ছে এই রকমের . ...

....

....

আপনার বিশ্বস্ত

....রেফারী

খেলোয়াড় ছাড়া ক্লাব কর্মকর্তা এবং দর্শকদের অসদাচরণ সম্পর্কেও রিপোর্ট করা যায়। রিপোর্ট ২ দিনের মধ্যে (রবিবার বাদ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হয়। রিপোর্ট যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সম্ভব হলে রিপোর্টের আর একখানি অনুলিপি সঙ্গে পাঠান বাঞ্ছনীয়।

১৩ নম্বর আইন—ফ্রি-কিক

॥ মূল আইন ॥

ফ্রি-কিক দুই ধরনের কিকে বিভক্তঃ "ডিরেক্ট" (যে কিক থেকে অপরাধী দলের বিরুদ্ধে সরাসরি গোল করা যেতে পারে), এবং "ইন-ডিরেক্ট" (যে কিক থেকে গোল হতে পারে না, যদি না বল গোলের মধ্য দিয়ে যাবার আগে কিকার ছাড়া অন্য কোন খেলোয়াড় বল খেলে বা স্পর্শ করে)।

যখন ডিরেক্ট বা ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করা হবে, তখন বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় বল থেকে ১০ গজের মধ্যে আসবেন না, যে পর্যন্ত না এই বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হয়; তবে সেই খেলোয়াড় নিজেদের দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। যদি কিক করার আগে, বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় ১০ গজের মধ্যে আসেন, তবে আইন পালিত না হওয়া পর্যন্ত রেফারী কিক করাতে দেরি করবেন। যতক্ষণ না বল তার নিজ পরিধির দূরত্ব অতিক্রম করবে ততক্ষণ বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে না। কিক করার সময় বল অবশ্যই নিশ্চল অবস্থায় থাকবে এবং কিক করবার পর অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ না করলে বা না খেললে কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না। পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে রক্ষণকারী দলকে ফ্রি-কিক দেওয়া হলে গোল-কিপার পরে কিক করে খেলার মধ্যে পাঠাবার উদ্দেশ্যে বলটিকে হাতের মধ্যে গ্রহণ করবেন না; বলটি কিক করে সরাসরি পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে খেলার মধ্যে অবশ্যই পাঠাতে হবে এবং আইনের এই অংশ পালন না করা হলে আবার কিক করাতে হবে।

॥ শাস্তি ॥

কিকার ফ্রি-কিক করবার পর অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ করা বা খেলার আগে যদি নিজে দ্বিতীয়বার বল খেলেন তবে বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় নিয়মভঙ্গের জায়গা থেকে ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক করবেন।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) যখন রেফারী ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন তখন তিনি বাহু উপরে তুলে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের সঙ্কেত জানাবেন এবং পরে অবশ্যই বাঁশী বাজিয়ে কিক করবার নির্দেশ দেবেন; ডিরেক্ট-ফ্রি-কিকে কোন সঙ্কেত জানাবার প্রয়োজন হয় না।

(২) ফ্রি-কিক করবার সময় যে সমস্ত খেলোয়াড় নিয়মিত দূরত্বে গিয়ে না দাঁড়ান অবশ্যই তাদের 'সতর্ক' করতে হবে এবং অপরাধের একবারও পুনরাবৃত্তি ঘটলে মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে। রেফারীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ফ্রি-কিকের সময় বে-আইনীভাবে ১০ গজী সীমার মধ্যে চলে এসে কিক নিতে দেরি করানোর চেষ্টা গুরু ধরনের অসৎ আচরণ হিসাবে গণ্য করবেন।

(৩) যদি ফ্রি-কিকের সময় কোন খেলোয়াড় ইতস্তত নাচানাচি বা অঙ্গভঙ্গী করে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তা হলে এই ব্যবহার অভদ্র আচরণের আওতায় পড়বে এবং এই আচরণের জন্য রেফারী অপরাধী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন।

গোলের ১০ গজ কম দূর থেকে ফ্রি-কিক

পেনাল্টি সীমার মধ্য থেকে ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করা হচ্ছে, গোল-লাইন থেকে বলের দূরত্ব ১০ গজ নেই; সুতরাং রক্ষণকারী দলের খেলো-য়াড়রা দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপরে দাঁড়াতে পারেন, অন্য কোথাও দাঁড়াতে হলে বল থেকে ১০ গজ দূরে দাঁড়াতে হবে। কিকারের স্বপক্ষ খেলোয়াড়ের যেখানে খুশি দাঁড়াবার অধিকার আছে

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

রেফারীরা যখন ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন তখন তাঁদের মাথার উপর একখানি বাহু উঁচু করে সেই ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের সঙ্কেত জানিয়ে দেবেন।

রেফারী যদি মনে করেন বল গড়িয়ে বলের সম্পূর্ণ পরিধি অতিক্রম করেনি, কিংবা পরিধির দূরত্ব পর্যন্ত যায়নি অর্থাৎ ২৭ ইঞ্চি দূরে যায়নি, তাহলে তিনি অবশ্যই নিয়মমাফিকভাবে কিক করবার জন্য আবার আদেশ দেবেন।

লক্ষ রাখবেন যে, বল কিক করবার আগে অবশ্যই যেন নিশ্চল অবস্থায় থাকে।

দেখবেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন কিক নেওয়া হয়; খেলার গতি মন্থর হয়ে পড়বে শুধু এই জন্যই এর প্রয়োজন নয়—উপরন্তু কিক নিতে দেরি করা অন্যায়, বিশেষ করে, যে কিক থেকে সরাসরি গোল হতে পারে, সেই কিকের ক্ষেত্রে: কারণ এই দেরি করার ব্যাপার অপরাধী দলকে তাদের রক্ষণ বিভাগ সাজিয়ে নেবার সুযোগ দেয়।

রেফারী যতক্ষণ না কিক নেবার সঙ্কেত দেন—সাধারণত বাঁশী বাজিয়ে, ততক্ষণ কিছুতেই কিক করা চলবে না।

যদি দেখা যায় ডিরেক্ট বা ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক থেকে কোন খেলোয়াড় তাঁর নিজের গোলে সরাসরি বল মেরে গোল করেছেন, তাহলে রেফারী কর্নার কিকের নির্দেশ দেবেন, অবশ্য যেক্ষেত্রে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যকার ফ্রি-কিক প্রথমে কিক করে খেলার মধ্যে পাঠান হয়েছে সেই ক্ষেত্রে। অন্যথায় পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যকার ফ্রি-কিক আবার করাতে হবে। যদি কোন খেলোয়াড় ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক সরাসরি প্রতিপক্ষের গোলে মেরে গোল করেন তবে রেফারী প্রতিপক্ষ দলকে গোল-কিক দেবেন।

কিক-অফ, গোল-কিক কিংবা নীচেয় লেখা নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দেওয়া ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল হয় নাঃ

(এ) অন্য কোন খেলোয়াড় বল খেলার আগে যখন খেলোয়াড় (কিকার)
(১) কিক-অফ,
(২) থ্রো-ইন,
(৩) ফ্রি-কিক,
(৪) পেনাল্টি-কিক,
(৫) কর্নার-কিক,
(৬) পেনাল্টি-এরিয়া পার হয়ে যাওয়া গোল-কিক,
নিজে দ্বিতীয়বার খেলেন
(বি) অফ-সাইডে থাকা অবস্থায় কোনভাবে খেলায় অংশ গ্রহণ।
(সি) গোল-কিপারের বল বয়ে নিয়ে যাওয়া। (৪ পায়ের বেশী যাওয়া)
(ডি) ন্যায়সঙ্গতভাবে হলেও অসময়ে প্রতিপক্ষকে চার্জ করা।
(ই) প্রতিপক্ষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি।
(এফ) পেনাল্টি কিকের সময় বল সামনের দিকে কিক না করা।
(জি) বিপজ্জনকভাবে খেলা।

(এইচ) নিজ গোল-এরিয়ার মধ্যে গোল-কিপার বল ধরে না থাকা সময়ে বা প্রতিপক্ষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা সত্ত্বেও গোল-কিপারের চার্জ করা।

(আই) অভদ্র ব্যবহার।

(জে) নীচের লেখা কারণে যখন রেফারীর খেলা বন্ধ করার দরকার হয়

(১) বারবার খেলার নিয়ম ভাঙ্গার জন্য বা রেফারীর সিদ্ধান্তে ভিন্নমত প্রকাশের জন্য খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে, কিংবা

(২) সতর্ক করার পর আবার অসৎ আচরণ বা অশ্লীল অথবা গালিযুক্ত ভাষা প্রয়োগের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

জেনে রাখুন, রেফারী যদি মনে করেন ফ্রি-কিক দিলে অপরাধী দলই সুযোগ পাবে তবে সেক্ষেত্রে তার ফ্রি-কিক না দেবারও ক্ষমতা আছে।

কোন কোন খেলোয়াড নীচের লেখা কারণে খেলায় দেরি ঘটান :

(এ) নিয়মভঙ্গের যায়গা থেকে বেশ দূরে বল বসিয়ে ফ্রি-কিক করবার চেষ্টা করে;

(বি) প্রতিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় ফ্রি-কিক করবার সময় নিজ দলের রক্ষণভাগকে সুবিধামত যায়গায় দাঁড়াবার সুযোগ দেবার জন্য ইচ্ছে করে বল থেকে ১০ গজ দূরে সরে না গিয়ে;

এ ধরনের আচরণ খেলায় অপযশ আনে।

যদি গোল-লাইন থেকে ১০ গজের কম দূর এমন যায়গা থেকে ফ্রি-কিক করা হয় তাহলে রক্ষণকারী দল দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে পারেন।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

কোন্ ক্ষেত্রে 'ডিরেক্ট' আর কোন্ ক্ষেত্রে 'ইন-ডিরেক্ট' ফ্রি-কিক হবে, ১২ নম্বর আইনে তা বিশদভাবে বলা হয়েছে। সাধারণত খেলার নিয়মভঙ্গের বেলায় ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, আর ইচ্ছাকৃত অপরাধের বেলায় ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া হয়।

ডিরেক্ট ও ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নিয়মগুলি মোটামুটিভাবে জেনে রাখা দরকার :—

(১) ফ্রি-কিকের সময় বল অবশ্যই নিশ্চল অবস্থায় থাকবে।

(২) কিকের পর বল তার নিজের পরিধি, অন্তত ২৭ ইঞ্চি গেলে সেই বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে।

(৩) বল ২৭ ইঞ্চি যাবার আগে অন্য কেউ স্পর্শ করলে বা খেললে রি-কিক অর্থাৎ আবার কিক করতে হবে।

(৪) ফ্রি-কিকের সময় প্রতিপক্ষ বল থেকে অন্তত ১০ গজ দূরে থাকবেন। অবশ্য নিজেদের গোল-পোস্টের মধ্যকার গোল-লাইন থেকে বলের দূরত্ব যদি ১০ গজ না থাকে তবে রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড় গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে পারেন। কিকারের স্বপক্ষ খেলোয়াড়ের অবস্থানের বাধ্যবাধকতা নেই।

(৫) ফ্রি-কিক করবার পর অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ না করলে কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলতে পারেন না। খেললে তার বিরুদ্ধেই ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক হয়।

(৬) শুধু পেনাল্টি কিক আর প্লেস কিক (খেলা আরম্ভের সময়কার বা গোল হবার পরের কিককে প্লেস কিক বলে) ছাড়া ফ্রি-কিক যে কোন দিকে করা যেতে পারে। **কেবল গোল-কিক এবং রক্ষণকারী দলের পেনাল্টি সীমার মধ্যকার যে কোন কিক পেনাল্টি সীমা পার হবার পর বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হয়। পেনাল্টি এরিয়া পারের আগে কেউ খেললে আবার কিক করাতে হয়।**

ফ্রি-কিক করা সম্বন্ধে উপরে যে নিয়মগুলি বলা হল তা ডিরেক্ট এবং ইন-ডিরেক্ট দুই ধরনের কিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। **মনে রাখবেন, গোল-কিক, প্লেস-কিক,**

রেফারী যতক্ষণ না কিক নেবার সংকেত দেন—সাধারণত বাঁশী বাজিয়ে, ততক্ষণ কিছুতেই কিক করা চলবে না।

যদি দেখা যায় ডিরেক্ট বা ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক থেকে কোন খেলোয়াড় তাঁর নিজের গোলে সরাসরি বল মেরে গোল করেছেন, তাহলে রেফারী কর্নার কিকের নির্দেশ দেবেন, অবশ্য যেক্ষেত্রে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যকার ফ্রি-কিক প্রথমে কিক করে খেলার মধ্যে পাঠান হয়েছে সেই ক্ষেত্রে। অন্যথায় পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যকার ফ্রি-কিক আবার করাতে হবে। যদি কোন খেলোয়াড় ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক সরাসরি প্রতিপক্ষের গোলে মেরে গোল করেন তবে রেফারী প্রতিপক্ষ দলকে গোল-কিক দেবেন।

কিক-অফ, গোল-কিক কিংবা নীচেয় লেখা নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দেওয়া ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল হয় নাঃ

(এ) অন্য কোন খেলোয়াড় বল খেলার আগে যখন খেলোয়াড় (কিকার)

(১) কিক-অফ,

(২) থ্রো-ইন,

(৩) ফ্রি-কিক,

(৪) পেনাল্টি-কিক,

(৫) কর্নার-কিক,

(৬) পেনাল্টি-এরিয়া পার হয়ে যাওয়া গোল-কিক,

নিজে দ্বিতীয়বার খেলেন

(বি) অফ-সাইডে থাকা অবস্থায় কোনভাবে খেলায় অংশ গ্রহণ।

(সি) গোল-কিপারের বল বয়ে নিয়ে যাওয়া। (৪ পায়ের বেশী যাওয়া)

(ডি) ন্যায়সংগতভাবে হলেও অসময়ে প্রতিপক্ষকে চার্জ করা।

(ই) প্রতিপক্ষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি।

(এফ) পেনাল্টি কিকের সময় বল সামনের দিকে কিক না করা।

(জি) বিপজ্জনকভাবে খেলা।

(এইচ) নিজ গোল-এরিয়ার মধ্যে গোল-কিপার বল ধরে না থাকা সময়ে বা প্রতিপক্ষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা সত্ত্বেও গোল-কিপারের চার্জ করা।

(আই) অভদ্র ব্যবহার।

(জে) নীচেব লেখা কারণে যখন রেফাবীর খেলা বন্ধ করার দরকার হয়

(১) বারবার খেলার নিয়ম ভাংগার জন্য বা রেফারীর সিদ্ধান্তে ভিন্নমত প্রকাশের জন্য খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে, কিংবা

(২) সতর্ক করার পর আবার অসৎ আচরণ বা অশ্লীল অথবা গালিযুক্ত ভাষা প্রয়োগের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

জেনে রাখুন, রেফারী যদি মনে করেন ফ্রি-কিক দিলে অপরাধী দলই সুযোগ পাবে তবে সেক্ষেত্রে তার ফ্রি-কিক না দেবারও ক্ষমতা আছে।

কোন কোন খেলোয়াড নীচের লেখা কারণে খেলায় দেরি ঘটান :

(এ) নিয়মভঙ্গের যায়গা থেকে বেশ দূরে বল বসিয়ে ফ্রি-কিক করবার চেষ্টা করে;

(বি) প্রতিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় ফ্রি-কিক করবার সময় নিজ দলের রক্ষণভাগকে সুবিধামত যায়গায় দাঁড়াবার সুযোগ দেবার জন্য ইচ্ছে করে বল থেকে ১০ গজ দূরে সরে না গিয়ে;

এ ধরনের আচরণ খেলায় অপযশ আনে।

যদি গোল-লাইন থেকে ১০ গজের কম দূর এমন যায়গা থেকে ফ্রি-কিক করা হয় তাহলে রক্ষণকারী দল দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে পারেন।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

কোন্ ক্ষেত্রে 'ডিরেক্ট' আর কোন্ ক্ষেত্রে 'ইন-ডিরেক্ট' ফ্রি-কিক হবে, ১২ নম্বর আইনে তা বিশদভাবে বলা হয়েছে। সাধারণত খেলার নিয়মভঙ্গের বেলায় ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, আর ইচ্ছাকৃত অপরাধের বেলায় ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া হয়।

ডিরেক্ট ও ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নিয়মগুলি মোটামুটিভাবে জেনে রাখা দরকার :—

(১) ফ্রি-কিকের সময় বল অবশ্যই নিশ্চল অবস্থায় থাকবে।

(২) কিকের পর বল তার নিজের পরিধি, অন্তত ২৭ ইঞ্চি গেলে সেই বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে।

(৩) বল ২৭ ইঞ্চি যাবার আগে অন্য কেউ স্পর্শ করলে বা খেললে রি-কিক অর্থাৎ আবার কিক করতে হবে।

(৪) ফ্রি-কিকের সময় প্রতিপক্ষ বল থেকে অন্তত ১০ গজ দূরে থাকবেন। অবশ্য নিজেদের গোল-পোস্টের মধ্যকার গোল-লাইন থেকে বলের দূরত্ব যদি ১০ গজ না থাকে তবে রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড় গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে পারেন। কিকারের স্বপক্ষ খেলোয়াড়ের অবস্থানের বাধ্যবাধকতা নেই।

(৫) ফ্রি-কিক করবার পর অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ না করলে কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলতে পারেন না। খেললে তাব বিরুদ্ধেই ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক হয়।

(৬) শুধু পেনাল্টি কিক আর প্লেস কিক (খেলা আরম্ভের সময়কার বা গোল হবার পরের কিককে প্লেস কিক বলে) ছাড়া ফ্রি-কিক যে কোন দিকে করা যেতে পারে। **কেবল গোল-কিক এবং রক্ষণকারী দলের পেনাল্টি সীমার মধ্যকার যে কোন কিক পেনাল্টি সীমা পার হবার পর বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হয়। পেনাল্টি এরিয়া পারের আগে কেউ খেললে আবার কিক করাতে হয়।**

ফ্রি-কিক করা সম্বন্ধে উপরে যে নিয়মগুলি বলা হল তা ডিরেক্ট এবং ইন-ডিরেক্ট দুই ধরনের কিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। **মনে রাখবেন, গোল-কিক, প্লেস-কিক,**

ও ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক হতে সরাসরি গোল হয় না। কর্নার-কিক, পেনাল্টি-কিক ও ডিরেক্ট ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল হয়।

নিজের গোলে ডিরেক্ট বা ইন-ডিরেক্ট কিক—ডিরেক্ট বা ইন-ডিরেক্ট কিক হতে নিজের গোলে গোল করলে **গোল হয় না,** প্রতিপক্ষ কর্নার-কিক পায়। ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক হতে বিপক্ষ গোলে গোল করলে হয় গোল-কিক।

বাঁশী বাজাবার পর হ্যাণ্ডবল—রেফারী বাঁশী বাজিয়ে কোন কিক করবার নির্দেশ দেবার পর বল গড়িয়ে গেলে বা ভালভাবে মাটিতে না বসলে, যিনি কিক করবেন তিনি বা আর কেউ যদি বল হাত দিয়ে ধরে আবার বসান তবে হ্যাণ্ডবল হয় না। কারণ, বল তখন 'মরা' অবস্থায় থাকে। অবশ্য কিক করতে দেরী করা অভদ্র আচরণের পর্যায়ে পড়ে এবং সময় নষ্ট করার জন্য রেফারী খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে পারেন। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিক করা উচিত।

বলের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়া—ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের সময় প্রতিপক্ষের গোল-কিপারকে বিভ্রান্ত করবার জন্য অনেক সময় কিক নেবার জন্য দু'জন খেলোয়াড় বলের পেছনে দাঁড়িয়ে একজন বলের উপর দিয়ে লাফিয়ে যান, আব একজন তাড়াতাড়ি কিক করে দেন। এতে প্রতিপক্ষ গোল-কিপার বিভ্রান্ত হলেও আন্তর্জাতিক রেফারী বোর্ডের অভিমত ঐ পদ্ধতি খেলার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। ওভাবে কিক করা অন্যায় নয়।

১৪ নম্বর আইন—পেনাল্টি কিক

॥ মূল আইন ॥

পেনাল্টি-কিক, পেনাল্টি-মার্ক (পেনাল্টি কিক করার চিহ্নিত স্থান) থেকে করা হবে এবং পেনাল্টি কিকের সময়, যিনি কিক করছেন, তিনি এবং বিপক্ষ গোল-কিপার ছাড়া সমস্ত খেলোয়াড় খেলার মাঠের মধ্যে কিন্তু পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে এবং পেনাল্টি-মার্ক থেকে অন্তত ১০ গজ দূরে থাকবেন। যতক্ষণ না বলটি কিক করা হয়, ততক্ষণ বিপক্ষ গোল-কিপার নিজের দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর (পায়ের পাতা না নড়িয়ে) অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকবেন। যে খেলোয়াড় পেনাল্টি কিক করছেন, তিনি অবশ্যই সামনের দিকে বল কিক করবেন এবং তিনি কিক করে দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না, যে পর্যন্ত না অন্য কোন খেলোয়াড় বলটি স্পর্শ করেন বা খেলেন। কিক্ করার সঙ্গে সঙ্গেই বলটি খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে, অর্থাৎ যখনই বল তার পরিধির দূরত্ব অতিক্রম করবে তখন খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে। এ ধরনের পেনাল্টি কিক থেকে সরাসরি গোল হতে পারে। হাফ-টাইম বা ফুল-টাইমের শেষ মুখে কিংবা হাফ-টাইম বা ফুল-টাইমের পরে পেনাল্টি কিক করবার সময় বলটি যদি দুই পোস্টের মধ্য দিয়ে যাবার আগে গোলকিপারকে স্পর্শ করে তবে গোল বাতিল হবে না। প্রয়োজন হলে পেনাল্টি কিক করতে দেবার জন্য হাফ-টাইম ও ফুল-টাইমের সময় বাড়াতে হবে।

॥ শাস্তি ॥

(এ) রক্ষণকারী দল কোন নিয়মভঙ্গ করলে যদি গোল না হয়ে থাকে, তবে আবার পেনাল্টি কিক করা হবে।

(বি) যে খেলোয়াড় কিক করছেন তিনি ছাড়া আক্রমণকারী দলের কেউ কোন নিয়মভঙ্গ করলে যদি গোল হয়ে থাকে, তবে আবার কিক হবে।

(সি) যিনি পেনাল্টি কিক করছেন, তিনি কোন নিয়মভঙ্গ করলে বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড় নিয়মভঙ্গের জায়গা থেকে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করবেন।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) পেনাল্টি কিকের সময় খেলোয়াড়রা আইনের বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ জায়গায় না যাওয়া পর্যন্ত রেফারী কিছুতেই কিক করবার সঙ্কেত দেবেন না।

(২) যদি কিক করবার সঙ্কেত দেবার পর রেফারী দেখেন যে, গোল-কিপার তাঁর নিজের জায়গা অর্থাৎ গোল-লাইনের উপর দাঁড়ানো নেই, তবে রেফারী গোল-কিপারের অপরাধের জন্য কিছুতেই বাঁশী বাজাবেন না; পেনাল্টি কিকের

ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবেন। গোল-কিপারের যথাযথ স্থান হচ্ছে দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপরে। বাঁশী বাজানর পর এবং পেনাল্টি কিক হবার আগে গোল-কিপার যদি পায়ের পাতা নাড়ান এবং গোল না হয় তবে অবশ্যই আবার পেনাল্টি কিক করাতে হবে।

(৩) বল কিক হবার আগে রক্ষণকারী দলের কোন খেলোয়াড় যদি পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েন তবে রেফারী কোন নির্দেশ দেবেন না, এবং যদি বল গোলে প্রবেশ করে, গোলের নির্দেশ দেবেন।

(৪) যিনি পেনাল্টি-কিক করছেন তার কোন সহ-খেলোয়াড় যদি বলটি খেলার মধ্যে গণ্য হবার আগে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং যদি পেনাল্টি-কিক থেকে গোল হয়, তবে আবার পেনাল্টি-কিক করতে হবে।

(৫) চার নম্বর সিদ্ধান্তে যেমন বলা হয়েছে যদি সেই অনুসারে কিকের পর বল গোলের বাইরে দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করে, তবে রেফারী গোল-কিক দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন।

(৬) চার নম্বর সিদ্ধান্তে যেমন বলা হয়েছে, যদি সেই অনুসারে কিকের পর বল গোলপোস্ট, ক্রস-বার অথবা গোল-কিপাবের কাছ থেকে খেলার মধ্যে ফিরে আসে, তবে রেফারী খেলা থামাবেন, আইন লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন এবং অপরাধী-পক্ষ অ্যাডভাণ্টেজ না পায় সে দিকে নজর রেখে ড্রপ দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন। রেফারী 'অ্যাডভাণ্টেজের' নিয়ম প্রয়োগ করবেন।

(৭) যদি দুইপক্ষের দুইজন খেলোয়াড় বা দুইপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়, বল খেলার মধ্যে গণ্য হবার আগে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে তবে অবশ্যই আবার পেনাল্টি কিক করতে হবে।

(৮) পেনাল্টি-কিক করবার জন্য বা পুনরায় পেনাল্টি-কিক করাবার জন্য যখন খেলার সময় বাড়ানো হয়, তখন পেনাল্টি-কিক সম্পূর্ণ হবার মুহূর্ত পর্যন্ত এই বাড়তি সময় পরিব্যাপ্ত থাকবে। অর্থাৎ যখন :

(এ) বল সরাসরি গোলে যায়; তখন আইনসম্মত গোল এবং সেই মুহূর্তে খেলা শেষ হয়, যে মুহূর্তে বলের সম্পূর্ণ অংশ গোল-লাইনের উপর দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করে।

(বি) বল গোল-পোস্ট বা ক্রসবারে প্রতিহত হয়ে গোলে প্রবেশ করে, তখন আইন সম্মত গোল এবং সেই মুহূর্তে খেলা শেষ হয় যে মুহূর্তে বলের সম্পূর্ণ অংশ গোল-লাইনের উপর দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করে।

(সি) গোল-পোস্টের বাইরে দিয়ে অথবা ক্রসবারের উপর দিয়ে বল খেলার বাইরে চলে যায়। সেই মুহূর্তে খেলা শেষ হয় যে মুহূর্তে বল খেলার মাঠের বেষ্টনী রেখার বাইরে চলে যায়।

(ডি) বল গোল-পোস্ট বা ক্রসবারে প্রতিহত হয়ে খেলার মধ্যে ফিরে আসে। সেই মুহূর্তে খেলা শেষ হয় যে মুহূর্তে বল খেলার মধ্যে ফিরে আসে।

(ই) বল গোল-কিপারের স্পর্শের পর গোলে প্রবেশ করে। তখন আইনসম্মত গোল এবং সেই মুহূর্তে খেলা শেষ হয় যে মুহূর্তে বল গোল-লাইনের উপর দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করে।

এফ) গোল-কিপার সরাসরি বল প্রতিরোধ করেন। রেফারীর তখনই খেলার শেষ বাঁশী বাজান উচিত। যদি ভুলক্রমে গোল-কিপার তখন গোল-লাইনের উপর দিয়ে বল·ড্রপ দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করান তবে সেটি গোল নয়, কারণ তার আগেই খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

জি) বলের গতিপথে কোন দর্শক বল থামিয়ে দেন তখন যথাযথভাবে পেনাল্টি কিক করতে দেবার জন্য আবার সময় বাড়াতে হবে।

এইচ) এবং যখন কোন খেলোয়াড় নিয়মভঙ্গ করেন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ করেন তখন আইনের বিধান অনুযায়ী আবার পেনাল্টি-কিক করতে দেবার জন্য খেলার সময় বাড়াতে হবে।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

এই আইনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। সুতরাং :

(এ) ৫ নম্বর আইনের (এ) উপধারার শেষ তিনটি লাইন বিশেষভাবে মনে রাখবেন।

(বি) ১২ নম্বর আইন খুব ভালভাবে অনুধাবন করুন। খুব পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, মাত্র ৯টি অপরাধ আছে যার জন্য পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া যায় এবং সেটাও, কেবলমাত্র তখনই দেওয়া যায় যখন অপরাধ **ইচ্ছাকৃত হয়**।

(সি) পেনাল্টি-কিক করার সঙ্কেত দেবার আগে, খেলোয়াড়দের এবং বলের অবস্থান যথাযথভাবে অর্থাৎ আইনে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে আছে, এই বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। যদি কোন খেলোয়াড় ইচ্ছে করে নিষিদ্ধ সীমানায় অনুপ্রবেশ করে, তাকে সতর্ক করে দেবেন। যদি সেই খেলোয়াড় আবার অনুপ্রবেশ করে, তাকে মাঠ থেকেই বের হবার আদেশ দেবেন।

(ডি) মনে রাখবেন, মূল অপরাধ যদি যথেষ্ট গুরুতর বোধে খেলোয়াড়কে মাঠ ত্যাগের আদেশ দেওয়া উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে শুধু পেনাল্টি কিকের আদেশ দিলে মাঠ ত্যাগের আদেশ বাতিল হয় না।

(ই) স্মরণ রাখবেন, যদি বল গোল-পোস্ট বা ক্রসবারে লেগে খেলার মধ্যে ফিরে আসে, তবে যে খেলোয়াড় পেনাল্টি-কিক করেছেন, তিনি, অন্য কোন খেলোয়াড় দ্বারা বল স্পর্শ না হলে কোনমতেই আবার খেলতে পারেন না।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

যত্ন সহকারে এই আইনটি অনুধাবন করুন। এটা খুব প্রয়োজনীয় আইন। নীচের লেখা বিষয়গুলি এই আইনের ব্যাখ্যা বুঝতে এবং সঠিক প্রয়োগে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

(এ) খেলোয়াড়দের "বলের পেছনে" থাকবার দরকার নেই। তারা খেলার মাঠের মধ্যে এবং পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে যেকোন জায়গায় থাকতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই বল থেকে কমপক্ষে ১০ গজ দূরে থাকবেন।

(বি) পেনাল্টি-কিক করবার আগে সবসময় রেফারীর সঙ্কেতের জন্য দেরী করবেন
(সি) বলটি কিক না হওয়া পর্যন্ত গোলকিপার তার নিজ দুই গোলপোস্টে মধ্যে গোল-লাইনের উপরে যেখানে অবস্থান করবেন, সেখান থেকে নড়তে পারবেন না এবং কোন খেলোয়াড় পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরের স্থান থেকে ভেতরে ঢুকতে পারবেন না। এখানে কোন অপরাধ করা হলেই সতর্ক করা হবে এব অপরাধের পুনরাচরণে খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া যেতে পারে
(ডি) মনে রাখবেন, অবশ্যই কিকটি সামনের দিকে করতে হবে।
(ই) যদি পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই কিক থেকে গোল হয় তবে রেফারী রক্ষণকারী দলের যে কোন আইনভঙ্গের ঘটনাকে অবহেলা করে গোলের নির্দেশ দেবেন।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

মাত্র ৯টি অপরাধ আছে যা ইচ্ছাকৃত হ'লে পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেওয় যায়। ১২ নম্বর আইনের আলোচনা কালে এই ৯টি অপরাধের কথা বিষদভাবে করা হয়েছে। আইনের ধারা, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত এব ও খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশে যে সব কথা বলা হয়েছে তা ভালভাবে পড়লে আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে সাধারণত মাথা ব্যথার খুব কারণ থাকে না। তবে যাঁরা সত্যি সত্যি আইনকে ভালবাসেন এবং আইনের ধারা নিয়ে চুলচেরা বিচার করে আনন্দ পান, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

কূট প্রশ্ন—পেনাল্টি কিকেব আইনের মধ্য থেকেই এমন কতগুলি কূট প্রশ্ন করা যায়, যার সমাধান বেশ কষ্টসাধ্য। অন্ততপক্ষে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত জানা প্রয়োজন। যেমন, আপনি পেনাল্টি-কিক করছেন, আপনার জোর কিক গোলপোস্টে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে বাতাসের সাহায্যে আপনার নিজের গোলেই ঢুকে গেল। গোল হবে কি?

অধিকাংশ রেফারীই বলবেন, না গোল হবে না। কারণ, ডিরেক্ট বা ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক সরাসরি নিজের গোলে মেরে গোল করলে গোল হয় না। পেনাল্টি-কিক ডিরেক্ট ফ্রি-কিক। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও গোল হবে না।

কিন্তু আমি যদি বলি, না পেনাল্টি কিককে ঠিক ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এটি একটি বিশেষ ধরনের কিক এবং যার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক একটি আইন আছে। এই আইনের কোথাও লেখা নেই যে, পেনাল্টি কিক নিজের গোলে ঢুকলে গোল হবে না। শুধু লেখা আছে কিকটি সামনের দিকে করতে হবে সামনের দিকেই তো কিক করা হয়েছে। এখন গোল পোস্টে লেগে ফিরে এসে যদি বল নিজের গোলে ঢোকে, গোল হবে না কেন?

প্রশ্নটি ভারতে—এক নম্বর শ্রেণীভুক্ত রেফারী হবার জন্য বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের রেফারীদের যে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেই প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয়েছিল পরীক্ষকদের নাকি অভিমত : এভাবে পেনাল্টি-কিক নিজের গোলে ঢুকলে সেটি আইনসম্মত গোল হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের এবং তর্কের অবকাশ আছে

গোল-কিপারের নড়াচড়া—আইনের ধারায় বলা হয়েছে, যতক্ষণ না কিক করা য় ততক্ষণ বিপক্ষ গোল-কিপার নিজের দুই গোল পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের পর পায়ের পাতা না নাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এর অর্থ গোল-কিপার কোন-তেই কিকের আগে পায়ের পাতা নড়াতে পারবেন না, কিন্তু অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ড়ানর ক্ষেত্রে বাধা নেই।

ভুল সংশোধন—১৯৬১ সালের আইন বই পর্যন্ত পেনাল্টি-কিক সম্পর্কে বারও একটি অসঙ্গতি ছিল। নতুন বইয়ে সেটা আর নেই। আগে আন্তর্জাতিক ঙ্ঘের সিদ্ধান্তে ছিল পেনাল্টি-কিক করবার পর বল যদি ক্রসবার বা গোল-পাস্টে লেগে ফেটে যায় তবে আর একটি নতুন বল সংগ্রহ করে আবার পেনাল্টি-কক করতে হবে। কিন্তু এখন এ সিদ্ধান্তটি তুলে দেওয়া হয়েছে। তুলে দেবার ুক্তিও আছে। পেনাল্টি-কিকের পর বল যদি পোস্টে বা ক্রসবারে লেগে ফেটে ায় তবে আবার পেনাল্টি-কিক হবে কেন? বল ফেটে যাওয়াকে দৈবদুর্ঘটনা লেই ধরতে হবে। কিক তো আগেই হয়ে গেছে। দৈবদুর্ঘটনায় যদি বল ফেটে ায় কেন রক্ষণকারী দল আবার বিপদের ঝুকি নেবেন? নতুন বলে ড্রপ দিয়েই খলা আরম্ভ হবে।

এইভাবে আরও কূটকচালী প্রশ্ন করা যেতে পারে যার ঠিক সমাধান বেশ মস্যাপূর্ণ। যাক সে কথা। **সব সময় মনে রাখতে হবে, রক্ষণপক্ষের অপরাধে গাল না হলে আবার কিক হবে, গোল হলে অপরাধকে অবহেলা করতে হবে। ন্যদিকে, আক্রমণ পক্ষের অপরাধে অর্থাৎ নিয়মভঙ্গ সত্বেও গোল হলে আবার কক হবে, গোল না হলে নিয়মভঙ্গের ঘটনা উপেক্ষা করতে হবে। শুধু কিকারের নয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দল ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক পাবে।**

গোল-কিপারের ভুল ধারণা—পেনাল্টি-কিকের ব্যাপারে এক বিষয়ে বহু গোল-কপারের ভুল ধারণা আছে। কিক করবার জন্য বলটি যথাস্থানে বসাবার পর নেক গোল-কিপারই এগিয়ে এসে বলের লেস উল্টে বসিয়ে দিয়ে যান। গোল-কপারের এভাবে বল বসানোর কোন অধিকার নেই। কিকার যথাস্থানে তাঁর চ্ছেমত বল বসাতে পারেন। এ বিষয়ে রেফারীকে লক্ষ রাখতে হবে এবং গোল-কপারের বে-আইনী হস্তক্ষেপের জন্য সতর্ক করে দিতে হবে। আর সব সময়ই খলোয়াড়দের মনে রাখতে হবে পেনাল্টি-কিকের সময় যে কোন রকমের নিয়ম-ঙ্গের অর্থ সতর্ক হওয়ার লজ্জাকে আমন্ত্রণ করা।

অপরাধ যেখানে শাস্তি সেখানে—আর একটি কথা মনে রাখতে হবে; খেলাটি দি চালু থাকে তবে বল যেখানেই থাক নিজেদের পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে পনাল্টিযোগ্য অপরাধ করলে তার শাস্তি পেনাল্টি-কিক।

১৫ নম্বর আইন—থ্রো-ইন

॥ মূল আইন ॥

যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ মাটির উপর দিয়ে অথবা শূন্যে দিয়ে টাচ-লাইন অতিক্রম করে, তখন যে খেলোয়াড় শেষে বলটি স্পর্শ করেন তাঁর বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড়, বলটি যেখানে টাচ-লাইন অতিক্রম করে সেই যায়গা থেকে বলটি যে কোনদিকে মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে দেবেন। বলটি ছুঁড়ে দেবার সময়, যিনি বল ছুঁড়ছেন, তিনি অবশ্যই খেলার মাঠের দিকে মুখ করে থাকবেন এবং প্রত্যেক পায়ের পাতার কোন না কোন অংশ টাচ-লাইনের উপরে বা টাচ-লাইনের বাইরে মাঠের সঙ্গে লেগে থাকবে। বল নিক্ষেপকারী দুখানি হাতই ব্যবহার করবে এবং বলটি মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়বেন। বল নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে বলটি খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে, কিন্তু নিক্ষেপকারী আবার বল খেলবেন না, পর্যন্ত না অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ করেন বা খেলেন। থ্রো-ইন থেকে সরাসরি গোল হবে না।

॥ শাস্তি ॥

(এ) যদি বলটি বে-আইনীভাবে ছোঁড়া হয়, তবে বিপরীত দলের একজন খেলোয়াড় থ্রো-ইন করবেন।

(বি) অন্য কোন খেলোয়াড় বলটি খেলবার বা স্পর্শ করবার আগে ব নিক্ষেপকারী যদি দ্বিতীয়বার বল খেলেন তবে প্রতিপক্ষ দলের একজন খেলোয় নিয়ম ভঙ্গের যায়গা থেকে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করবেন।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

(১) যদি কোন খেলোয়াড় থ্রো-ইন ক'রে, অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্প করার বা খেলার আগে, দ্বিতীয়বার **খেলার মাঠের মধ্যে** হাত দিয়ে বল খেলে তবে রেফারী ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন।

(২) যিনি থ্রো-ইন করবেন তাঁর দেহের কিছু অংশ অবশ্যই মাঠের দি মুখ করে থাকবে।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

লক্ষ রাখবেন যে :

(এ) লাইন্সম্যান যেন, কোন্ দল থ্রো-ইন করবেন এবং কোন্ যায়গা থে থ্রো-ইন হবে, তা তাঁর পতাকা দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেন। তিনি অব সতর্ক থাকবেন, যাতে তাঁর দ্বারা কোন বাধা সৃষ্টি না হয়।

থ্রো-ইনের ঠিক পদ্ধতি

থ্রো-ইনের সময় পায়ের পাতা যদি জমির সঙ্গে লেগে থাকে তবে হাঁটু বাঁকিয়ে বল ছুঁড়লে দোষ নেই
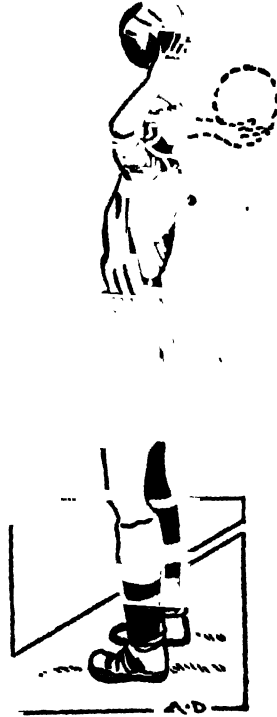
থ্রো-ইনের ঠিক পদ্ধতি

থ্রো-ইনের সময় মাথার উপর দিয়ে হাত নিয়ে এইভাবে বল ছুঁড়তে হয়। দুই হাতে সমান জোর থাকবে, হাতের অবিচ্ছেদ গতি থাকবে
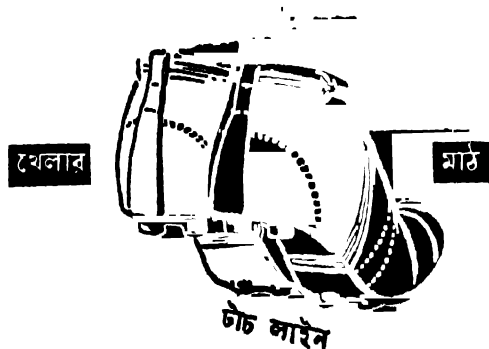
থ্রো-ইনের সময় পায়ের ভুল

বল থ্রো করবার সময় অনেক খেলোয়াড়ের পায়ের গোড়ালী এই ভাবে টাচ-লাইন থেকে উঠে যায়; এটা ভুল পদ্ধতি। এর ফলে খেলোয়াড় প্রকৃতপক্ষে মাঠের মধ্যে ঢুকে বল ছোঁড়েন। বল ছোঁড়ার সময় পায়ের পাতার অংশ অবশ্যই টাচ-লাইনের উপরে বা মাঠের বাইরে মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে
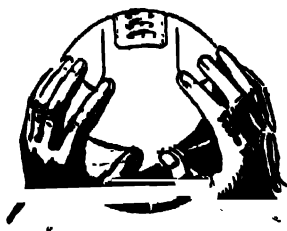
নির্ভুল পদ্ধতি

থ্রো-ইন করবার জন্য বল ধরার ঠিক পদ্ধতি

ভুল পদ্ধতি

থ্রো-ইনের সময় বল ধরার ভুল পদ্ধতি

(বি) যে খেলোয়াড় থ্রো-ইন করবেন তিনি যেন **প্রকৃতই দু'খানি হাত** ব্যবহার করেন; কোন কোন খেলোয়াড় কেবল এক হাত দিয়েই বল ছুঁড়তে অভ্যস্থ, অপর হাতখানি কেবল সহায়ক হিসাবেই ব্যবহার করে থাকেন।

(সি) বলটি যেন ছুঁড়ে দেওয়া হয়; দুই হাত ব্যবহার করলেও বলটি যেন কেবল ফেলে দেওয়া না হয়।

(ডি) থ্রো-ইন করবার সময় বল নিক্ষেপকারী খেলোয়াড়ের দুই পায়ের পাতার কোন না কোন অংশ যেন মাটিতে লেগে থাকে।

কখনও কখনও থ্রো-ইন করবার সময় কোন কোন খেলোয়াড় সরাসরি প্রতিপক্ষের গোলের মধ্যে বল ছুঁড়ে দেন; এ ক্ষেত্রে রেফারী গোল-কিক দেবেন। অবশ্য, যদি কোন খেলোয়াড় নিজের গোলের মধ্যে সরাসরি বল ছুঁড়ে দেন তবে রেফারী কর্নার-কিক দেবেন।

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

বল টাচের (খেলার মাঠের টাচ-লাইনের বাইরের যায়গার নাম 'টাচ') মধ্যে গেলে থ্রো-ইনের দাবি করার অভ্যাস খুব বেশী দেখা যায়, কিন্তু এটা অহেতুক দাবি। লাইন্সম্যানকেই তাঁর সিদ্ধান্ত জানাতে দিন।

থ্রো-ইন বা অন্য কোন সিদ্ধান্ত প্রতিপক্ষ দলের পক্ষে দিলে, বলটি ছুঁড়ে দিয়ে কিংবা কিক করে দূরে সরিয়ে দিয়ে বালকোচিত ব্যবহার বা বিরক্তি প্রকাশ করবেন না।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

যখন খেলার সময় বলের সম্পূর্ণ অংশ মাটির উপর দিয়ে বা শূন্যে থাকা অবস্থায় টাচ-লাইন অতিক্রম করে, তখন টাচ-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে বা মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে বল মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করতে হয়। যে খেলোয়াড়ের শেষ স্পর্শের পর বল টাচ-লাইন অতিক্রম করে, সেই খেলোয়াড়ের প্রতিপক্ষ দলের যে-কোন খেলোয়াড় বল ছুঁড়ে দিতে পারেন। এই ছুঁড়ে দেওয়ার নাম থ্রো-ইন। 'থ্রো' কথাটির অর্থ ছোঁড়া, ইন্ কথার অর্থ মধ্যে। অর্থাৎ ছুঁড়ে মাঠের মধ্যে বল দিলে আবার বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হয়।

থ্রো-ইনের কতগুলি নিয়ম আছে। অতীতে এই নিয়ম ভাঙলে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবার বিধান ছিল। কিন্তু বহুকাল সে-নিয়ম উঠে গেছে। এখন ভুল পদ্ধতিতে থ্রো-ইন করলে তার শাস্তি প্রতিপক্ষ দলের পাল্টা থ্রো-ইন।

ফুটবল আইনে যতরকম নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে লঘু অপরাধ ভুল পদ্ধতির থ্রো-ইন। যাকে বলে সম্পূর্ণভাবের টেকনিক্যাল অফেন্স, অর্থাৎ নামেই শুধু অপরাধ। তাই শাস্তিও লঘু,—একই জায়গা থেকে প্রতিপক্ষের থ্রো-ইন।

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, এই টেকনিক্যাল অফেন্সেও প্রতিপক্ষ দল অনেক সুবিধা পেতে পারে। বিশেষ করে, যখন নিজেদের সীমানার মধ্যে কর্নার পতাকার কাছাকাছি জায়গা থেকে থ্রো-ইন করা হয়। কারণ, থ্রো-ইনের সময় অফ-সাইডের বালাই নেই। সুতরাং আপনি যদি নিজের সীমানার কর্নার পতাকার কাছ থেকে ভুল পদ্ধতিতে থ্রো করেন, প্রতিপক্ষ থ্রো পাবে এবং তার থেকে তাদের গোলের সুযোগও এসে যেতে পারে। সমভাবে প্রতিপক্ষের কর্নার পতাকার কাছে নিজেদের থ্রো-ইন ভুল হলে নিজেদের সুযোগ নষ্ট হবে। তাই থ্রো-ইনের সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যাতে কোন ভুল না হয়।

সতর্কতা—দূর থেকে দৌড়ে এসে বা পা দুখানি সামনে পেছনে রেখে কিংবা পায়ের গোড়ালি উঁচু করে পাতার সামনের দিকে দেহের ভার রেখে বল ছোঁড়া আইনবিরুদ্ধ নয়। কিন্তু সব সময় লক্ষ রাখতে হবে, বল ছোঁড়ার সময় কোন পা জমির উপর থেকে যেন একেবারে উঠে না যায়, আর খেলোয়াড় যেন মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে বল না ছোঁড়েন। মাঠের বাইরে টাচ-লাইনেব বেশ দূর থেকে কিংবা টাচ-লাইনের উপর থেকে বল ছোঁড়া যেতে পারে, কিন্তু টাচ-লাইনের ভেতরে এসে বল ছোঁড়া নিয়মবিরুদ্ধ। টাচ-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে বল ছোঁড়ার সময় অনেকের পায়ের গোড়ালি উঠে যায় এবং টাচ-লাইনের সঙ্গে পায়ের সংযোগ থাকে না। এটা ভুল পদ্ধতি। এই ভুলের ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার সবচেয়ে ভাল পন্থা টাচ-লাইনেব একটু বাইরে থেকে কিংবা টাচ-লাইনের উপর পায়ের পাতার অগ্রভাগ মিশিয়ে রেখে বল ছোঁড়া।

হাতের গতি—ঠিক মাথার উপরে হাতে বল থাকা সময়ে বল হস্তমুক্ত করতে হবে, অনেকের এমন ভুল ধারণা আছে। বল ছোঁড়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই হাত মাথার সামনে এসে পড়ে। এটা নিয়ম লঙ্ঘন নয়। মাথার পেছন দিক থেকে কিংবা মাথার উপর দিয়েই ছোঁড়ার গতি আরম্ভ হোক—বল হস্তমুক্ত হওয়া পর্যন্ত **হাতের অবিচ্ছেদ গতি থাকা প্রয়োজন**। আর নিজেদের স্বার্থেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থ্রো-ইন করা বাঞ্ছনীয়।

টাচ-লাইনের কতদূর থেকে থ্রো-ইন করা যায় আইনে তার উল্লেখ নেই। বেশ দূর থেকে থ্রো-ইন করার সময় প্রতিকূল হাওয়ার ফলে যদি বল খেলার মাঠের মধ্যে না ঢোকে তবে আবার থ্রো-ইন করতে হবে। কারণ, বল মাঠের মধ্যে না ঢোকা পর্যন্ত খেলার মধ্যে বলে গণ্য হয় না।

১৬ নম্বর আইন—গোল-কিক

॥ মূল আইন ॥

যখন আক্রমণকারী দলের কোন খেলোয়াড় দ্বারা খেলা হবার পর বলের সম্পূর্ণ অংশ শূন্যে থেকে বা মাটির উপর দিয়ে, দুই গোলপোস্টের মধ্যের অংশ ব্যতিরেকে, গোল-লাইন অতিক্রম করে, তখন যে জায়গা দিয়ে বল লাইন অতিক্রম করে, গোল-এরিয়ার সেই অর্ধাংশের মধ্যের নিকটতম জায়গা থেকে রক্ষণকারী দলের একজন খেলোয়াড় দ্বারা বলটি সরাসরি খেলার মধ্যে এবং পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে কিক করে পাঠাতে হবে। পরে বলটি কিক করে খেলার মধ্যে পাঠিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে গোল-কিপার গোল-কিক নিজের হাতে গ্রহণ করবেন না। যদি বলটি পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে, অর্থাৎ সরাসরি খেলার মধ্যে কিক করে পাঠান না হয়, তবে আবার কিক করতে হবে। অন্য কোন খেলোয়াড় বলটি স্পর্শ না করা পর্যন্ত, কিংবা না খেলা পর্যন্ত কিকাব দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না। এই ধরনের কিক থেকে সরাসরি গোল হবে না। যে খেলোয়াড় গোল-কিক করবেন তাঁর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা কিক করবার সময় পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে থাকবেন।

॥ শাস্তি ॥

যে খেলোয়াড় গোল-কিক করেন সেই খেলোয়াড় যদি বলটি পেনাল্টি-এরিয়া অতিক্রম করবার পর, এবং অন্য কোন খেলোয়াড় ঐ বল স্পর্শ করবার বা খেলবার আগে দ্বিতীয়বার বলটি খেলেন তা হলে নিয়মভঙ্গের জায়গা থেকে বিপক্ষ দলকে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করতে দেওয়া হবে।

॥ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥

যখন গোল-কিক করার পর কিকার পেনাল্টি-এরিয়া পার হবার আগে আবার বল স্পর্শ করেন তখন আইনমাফিকভাবে কিক করা হয়নি বলে ধরা হবে এবং আবার গোল-কিক করতে হবে।
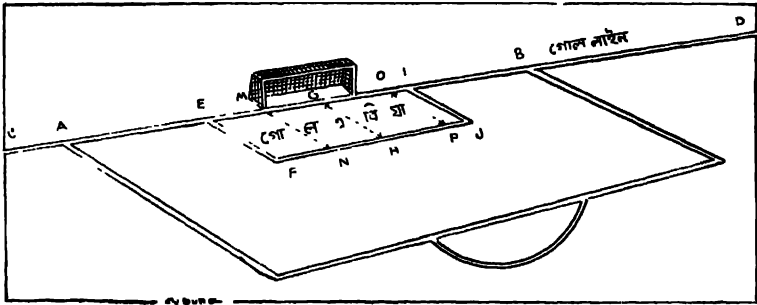
গোল-কিকের সময় কোথায় বল বসাতে হবে?

'গোল-কিক' গোল-এরিয়ার মধ্যে বল বসিয়ে কিক করে পেনাল্টি-এরিয়া পার করে দিতে হবে। ক্রসবারের মাঝামাঝি যায়গার উপর দিয়ে বল গোল-লাইন অতিক্রম করলে 'জি' ও 'এইচ' রেখার যে কোন জায়গায় বল বসিয়ে গোল-কিক করতে হবে। গোল-পোস্টের উপর দিয়ে অর্থাৎ 'এম' বিন্দুর উপর দিয়ে বল গোল-লাইন অতিক্রম করলে 'এন' 'এম' রেখার যে কোন জায়গায় বল বসিয়ে কিক করতে হবে; সমভাবে 'পি' ও 'ও' লাইনে বল বসাতে হবে যদি বল 'ও' বিন্দুতে গোল-লাইন অতিক্রম করে। গোল-পোস্টের দু'দিকে 'আই' থেকে এবং 'ই' থেকে কর্নার-পতাকা পর্যন্ত গোল-লাইন দিয়ে বল মাঠ অতিক্রম করলে 'আই' 'জে' ও 'ই' 'এফ' লাইনের পাশে গোল-এরিয়ার মধ্যে বল বসিয়ে গোল-কিক করতে হবে।

॥ রেফারীদের প্রতি উপদেশ ॥

কোন্ পাশ থেকে গোল-কিক করা হবে সেটা **পরিষ্কারভাবে** দেখিয়ে দেবেন। খেলোয়াড়রা যথাস্থানে আছেন এবং বল ঠিক জায়গায় বসান হয়েছে, অর্থাৎ আইন অনুযায়ী যেমন বলা হয়েছে সব সেইভাবে আছে, এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কিক করবার সঙ্কেত দেবেন।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

অনেকের ভুল ধারণা আছে, কোন গোল হবার পর যে কিক করে আবার খেলা আরম্ভ করা হয় সেইটাই বুঝি গোল-কিক। কিন্তু গোল হবার পর আবার খেলা আরম্ভের জন্য মধ্যমাঠ থেকে যে কিক করা হয়, তার নাম প্লেস-কিক। গোল-কিক হচ্ছে, গোল ব্যতিরেকে ক্রস-বারের উপর দিয়ে বা দুই গোল-পোস্টের দু' পাশ দিয়ে আক্রমণকারী কোনো খেলোয়াড়ের স্পর্শের পর বল গোল-লাইন অতিক্রম করলে গোল-এরিয়ার মধ্য থেকে যে কিক করে আবার খেলা আরম্ভ করা হয়, সেই কিক। প্রতিপক্ষের ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, গোল-কিক, প্লেস-কিক এবং থ্রো-ইন, দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের স্পর্শ ব্যতিরেকে গোলে প্রবেশ করলেও গোল-কিক করে খেলা আরম্ভ করতে হয়।

(১) বল যেখান দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করবে গোল-এরিয়ার মধ্যে তার কাছাকাছি জায়গায় বল বসিয়ে গোল-কিক করতে হবে।

(২) কিকের সময় বল নিশ্চল অবস্থায় থাকবে।

(৩) কিকের সময় প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড় পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে থাকতে পারবেন না।

(৪) কিক করা বল পেনাল্টি-এরিয়া পার হবার পর বলটি খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে।

(৫) আর কারো স্পর্শের আগে কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না।

(৬) পরে পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে কিক করে পাঠাবার উদ্দেশ্যে গোল-কিপার কিকের পর পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে বল হাত দিয়ে ধরে কিক করবেন না। গোল-কিক পেনাল্টি-এরিয়া পার হবার পর পা দিয়ে আবার এরিয়ার মধ্যে এনে অবশ্য হাতে ধরে কিক করতে পারেন।

(৭) গোল-কিক থেকে সরাসরি গোল হবে না।

(৮) গোল-কিক থেকে সরাসরি বল পেলে অফ্‌সাইডেরও বালাই নেই।

(৯) গোল-এরিয়ার মধ্য থেকে সামনের দিকে বা পাশাপাশি কিক করা যেতে পারে, কিন্তু যেদিকেই কিক করা হোক, পেনাল্টি-এরিয়া পার হওয়া চাই।

(১০) পেনাল্টি-এরিয়া পার হবার আগে কেউ বল খেললে, এমন কি কিকার দ্বিতীয়বার বল খেললেও আবার গোল-কিক করতে হবে।

১৭ নম্বর আইন—কর্নার-কিক

॥ মূল আইন ॥

রক্ষণ-দলের কোন খেলোয়াড় দ্বারা বল খেলা হবার পর দুই গোল-পোস্টের মধ্যের অংশ ব্যতিরেকে যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ শূন্যে থেকে বা মাটির উপর দিয়ে নিজেদের গোল-লাইন অতিক্রম করে, তখন আক্রমণ-দলের একজন খেলোয়াড় নিকটবর্তী কর্নার-পতাকাদণ্ডের পাশের বৃত্তাংশের (কোয়ার্টার-সার্কেল) মধ্য থেকে ঐ পতাকাদণ্ড না সরিয়ে বল কিক করবেন। এই কিকই হচ্ছে কর্নার-কিক। এই কিক থেকে সরাসরি গোল হলে সেটা আইনসিদ্ধ গোল হবে। যে খেলোয়াড় কর্নার-কিক করবেন তাঁর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যে পর্যন্ত না বলটি খেলার মধ্যে বলে গণ্য হয় অর্থাৎ বলের পরিধির দূরত্ব অতিক্রম করে, ততক্ষণ বলের ১০ গজের মধ্যে আসবেন না এবং অন্য কোন খেলোয়াড় কিক করা বল স্পর্শ না করা পর্যন্ত বা না খেলা পর্যন্ত কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না।

॥ শাস্তি ॥

এই নিয়মের কোনরকম ব্যতিক্রম ঘটলে, নিয়মভঙ্গের জায়গা থেকে বিপক্ষ দলকে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করতে দেওয়া হবে।
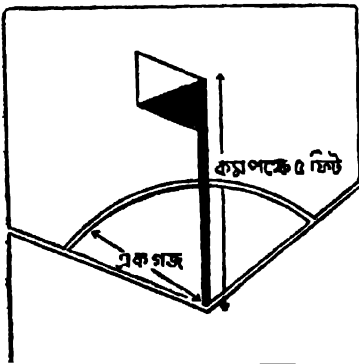
কর্নার-কিকের সময় যেখানে বল বসিয়ে কিক করতে হয়

কর্নার-কিকের সময় বল অবশ্যই কর্নারের এই বৃত্তাংশের মধ্যে বসিয়ে কিক করতে হবে এবং কর্নার-পতাকা অপসারণ বা হেলানো বাঁকানো চলবে না

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥

কোন পাশ থেকে কিক করতে হবে সেটা সঠিকভাবে দেখিয়ে দেবেন।

আইনে যেমন বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী বল এবং কর্নার-পতাকা ঠিকভাবে আছে এবং খেলোয়াড়রা যথাস্থানে আছেন তা দেখে কিক করার সঙ্কেত দেবেন।

কোনো কোনো সময়ে বল গোল-পোস্টে প্রতিহত হয়ে কিকারের কাছে ফিরে যায়। আইনে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না অন্য খেলোয়াড় দ্বারা বলটি স্পর্শ হয় ততক্ষণ অবশ্যই তিনি আবার বল খেলবেন না।

কর্নার-কিক করবার আগে, কোন খেলোয়াড় যদি কর্নার-পতাকাদণ্ড সরিয়ে রাখেন তবে কর্নার-কিক করবার সঙ্কেত দেবার আগে পতাকাদণ্ড যথাস্থানে স্থাপন করবার আদেশ দেবেন।

মন্তব্য—ভাষ্য—জ্ঞাতব্য

কর্নার-কিকের আইনে বলা হয়েছে—রক্ষণ-দলের কোনো খেলোয়াড় বল খেলার পর গোল ব্যতিরেকে যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ শূন্যে বা মাটির উপব দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করে যায়, তখন আক্রমণ-দলের একজন খেলোয়াড় নিকটবর্তী কর্নারপতাকার নিচের বৃত্তাংশের মধ্য থেকে কিক করবাব অধিকার পান। এই কিকই কর্নার-কিক।

পেনাল্টি-এরিয়ার বাইবে থেকে করা রক্ষণ-দলের ডিরেক্ট বা ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক যদি সরাসরি নিজেদের গোলের মধ্য দিয়ে বা বাইরে দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম কবে, গোল-কিক পেনাল্টি সীমানা পার হবার পর যদি আর কারো স্পর্শ ব্যতিরেকে রেফারীর গায়ে লেগে বা বাতাসের সাহায্যে নিজেদের গোলের মধ্য দিয়ে বা গোলের বাইবে দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করে কিংবা নিজেদের থ্রো-ইন যদি আর কারো স্পর্শ ব্যতিরেকে গোলের মধ্য দিয়ে বা বাইরে দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম কবে তা হলেও প্রতিপক্ষ কর্নার-কিক পায়।

কর্নার-কিকের সময় নিচের লেখা নিয়মগুলি অবশ্যই পালন করতে হবে।

(১) গোলের যে পাশ দিযে বল গোল-লাইন অতিক্রম কববে মাঠেব সেই পাশের কর্নারের কোয়ার্টার সার্কেলের মধ্যে বল বসিয়ে কর্নার-কিক করতে হবে।
(২) কর্নার-কিকের সময় কর্নাব-পতাকা সরানো বা বাঁকানো চলবে না।
(৩) কিকের সময় বল নিশ্চল অবস্থায় থাকবে।
(৪) কিক না হওয়া পর্যন্ত প্রতিপক্ষ বল থেকে অন্তত ১০ গজ দূরে থাকবে।
(৫) বল নিজের পরিধির দূরত্ব অতিক্রম করবার পর খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে।
(৬) অন্য কেউ স্পর্শ না করা পর্যন্ত কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না।
(৭) কর্নাব-কিকের সময় অফ-সাইডের বালাই নেই।
(৮) কর্নার-কিক থেকে সরাসরি গোল হলে সেটা আইনসিদ্ধ গোল হবে। অর্থাৎ কর্নার-কিক ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অন্তর্ভুক্ত।

ধনুকের মত বাঁকা কিক—অনেক খেলোয়াড়ের কর্নার-কিক শূন্যে ধনুকের মত বেঁকে সরাসরি গোলের মধ্যে ঢুকে যায়। এ ক্ষেত্রে গোলের নির্দেশ দিতে হবে। আবার অনেকের কর্নার-কিক ধনুকের মত বেঁকে মাঠের বাইরে থেকে মাঠের ভিতরে চলে আসে। হাওয়াও অনেক সময় কর্নার-কিকের পর মাঠের বাইরের বলকে মাঠের মধ্যে এনে দেয়। যখনই বল মাঠের সীমারেখা অতিক্রম করবে তখনই রেফারীকে বাঁশী বাজাতে হবে। কিকের কায়দায়ই হোক, কিংবা হাওয়ার ফলেই হোক, বাইরের বল আবার মাঠের মধ্যে ঢুকলে আইনত সেটা 'মরা' বল।

সংক্ষিপ্ত-সার

আইনের ধারা, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত এবং রেফারী, খেলোয়াড় ও সম্পাদকদের প্রতি উপদেশের মধ্যে আইন-কানুন সম্পর্কে সব কিছুই বলা হয়েছে। কিছু কিছু অস্পষ্ট বিষয় মন্তব্য, ভাষ্য ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে পরিস্কার করবার চেষ্টা করেছি। তবু এক নজরে এবং এক সঙ্গে কতগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনার জন্য 'সংক্ষিপ্ত-সার'-এর সংযোজন করা হচ্ছে।

কোন্ ত্রুটিতে খেলা আরম্ভ হতে পারে না

(১) যদি প্রতি দলে পৃথক রং-এর জামা পরা একজন করে **গোল-কিপার না থাকে;**
(২) যদি মাত্র **একটি দল** মাঠে উপস্থিত থাকে;
(৩) যদি কোন দলে **৭ জনের কম কিংবা ১১ জনের বেশী** খেলোয়াড় থাকে;
(৪) দুই দলের **জামার রং** যদি এক হয়;
(৫) যদি কোন দল **নিয়ম বহির্ভূত পোশাক** পরে কিংবা **খালি গায়ে** মাঠে নামে;
(৬) খেলায় যদি **দুইজন লাইন্সম্যান** না থাকে;
(৭) **সাসপেন্ড খেলোয়াড়** যদি লাইন্সম্যান থাকে;
(৮) খেলার মাঠে যদি **মাপজোকের দাগ** (মার্কিং) না থাকে;
(৯) মাঠে যদি **কর্ণার-পতাকা** না থাকে;
(১০) ক্রস-বারের বদলে যদি **দড়ি** লাগান থাকে;
(১১) ঝড়, জল, কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে খেলা আরম্ভ করলে যদি খেলোয়াড়ের **বিপদের আশঙ্কা থাকে;**
(১২) মাঠে যদি **উপযুক্ত আলোর** অভাব হয;
(উপযুক্ত আলোব মধ্যে খেলা শেষ কববার মত সময় হাতে না থাকলে খেলা আরম্ভ করা উচিত নয়)
(১৩) যদি **আইন-সম্মত বল** না পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—পল্লীগ্রামে, অনেক শহরে বা জুনিয়র প্রতিযোগিতায় মাঠের অবস্থা, মাপজোকের দাগ বা খেলোয়াড়দের সাজ-পোশাক সব সময় পুরোপুরি আইন-মাফিক না-ও থাকতে পারে। বেফারী ও লাইন্সম্যানদের সাহায্যকাবী পুস্তকে এসব ক্ষেত্রে রেফারীদের খেলা পরিচালনা ক'রে পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই, সামান্য ত্রুটিতে খেলা আরম্ভ করবেন, কি করবেন না, সেটা রেফারীর বিচার-বিবেচনাব উপর নির্ভর করে।

কখন খেলা বন্ধ ক'রে, 'ড্রপ' দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করতে হয়

(১) যখন খেলার মধ্যে বল ফেটে যায় বা **বল বে-আইনী** হয়ে পড়ে;
(২) যখন রেফারীর **বিনা অনুমতিতে** খেলোয়াড় বা অন্য কেউ মাঠে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশ করে;
(৩) যখন **দর্শক মাঠে ঢুকে** পড়ে;

(৪) যখন রেফারীর **নিজের ভুল** সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে;
(৫) যখন বল নিয়ে জড়াজড়ি করবার সময় খেলোয়াড়দের **বিপদের আশঙ্কা** থাকে;
(৬) যখন খেলোয়াড়ের **সাজ-পোশাক খুলে** পড়ে যায়;
(৭) যখন রেফারী, লাইন্সম্যান অথবা খেলোয়াড় (অপরাধ ব্যতিরেকে) **আহত হন;**
(৮) যখন শাস্তিমূলক অপরাধ ছাড়া খেলোয়াড়কে **সতর্ক করা** হয়;
(৯) যখন বল মাঠে খেলার মধ্যে থাকে, খেলোয়াড় **মাঠের বাইরে অপরাধ** করে;
(১০) যখন দর্শক, কোন প্রাণী বা বাইরের কোন কিছু **বল স্পর্শ** করে;
(১১) যখন বাইরের কোন কিছু খেলোয়াড়কে **বিভ্রান্ত** করে;
(১২) আইনে বলা হয়নি,—এমন কোন কারণে যখন খেলায় **ব্যাঘাত ঘটে;**
(১৩) পেনাল্টি-কিকের সময় কিক করা বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবার আগে যখন আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড় **নিষিদ্ধ সীমানার** মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং বল ক্রস-বার, গোল-পোস্ট অথবা গোল-কিপারের গায়ে লেগে ফিরে আসে (অ্যাডভান্টেজ সাপেক্ষে);

বিঃ দ্রঃ—দুই দলের খেলোয়াড়ের স্পর্শের পর বল মাঠের বাইরে গেলে অথবা রেফারী ড্রপের পর বল সরাসরি মাঠের বাইরে গেলেও ড্রপ দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হয়।

কখন খেলা একেবারেই বন্ধ করতে হয়

(১) দুই দলের খেলোয়াড়দের মারামারির ফলে পরিচালনার পক্ষে খেলা যখন রেফারীর **আয়ত্বের বাইরে** চলে যায়;
(২) দর্শকদের মাঠে প্রবেশ এবং উচ্ছৃংখল আচরণের ফলে যখন **শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা** ঘটে;
(৩) মেঘ বা দুর্যোগের ফলে খেলায় যখন **উপযুক্ত আলোর অভাব** হয়;
(৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে খেলা চললে খেলোয়াড়ের যখন **বিপদের আশঙ্কা** থাকে
(৫) একটি দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা যখন **৭ জনের কম** হয়ে পড়ে (যদি প্রতিযোগিতার নিয়ম থাকে);
(৬) ক্রস-বার বা গোল-পোস্ট ভেঙ্গে গেলে যখন তার পরিবর্তনের সুযোগ না থাকে
(৭) বল ফেটে গেলে বা বে-আইনী হয়ে পড়লে যখন বল পাওয়া না যায়;
(৮) খেলোয়াড়কে মাঠ ত্যাগের আদেশ দিলে যখন খেলোয়াড় মাঠ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে এবং অধিনায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্বেও **কিছুতেই মাঠ ত্যাগ** করে না;

বিঃ দ্রঃ—দৈবদুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে খেলা সাময়িক বন্ধের পর যেখানে সম্ভব সেখানে পুরো সময় খেলাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে খেলা চালু বলে ধরা যায় না

(১) কিক-অফ বা প্লেস-কিকের সময় বল যতক্ষণ ২৭ বা ২৮ ইঞ্চি পার হয়ে **প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে না যায়;**
(২) গোল-কিক এবং রক্ষণকারী দলের পেনাল্টি-সীমার মধ্যেকার যে কোন ফ্রি-কিক যতক্ষণ **পেনাল্টি সীমা পার না হয়** (মাঠের মধ্যে);
(৩) যে কোন ফ্রি-কিক করবার পর বলটি যতক্ষণ তার নিজের পরিধি, অর্থাৎ ২৭ বা ২৮ ইঞ্চি অতিক্রম না করে;
(৪) রেফারী বল 'ড্রপ' দেবার সময় বল যতক্ষণ **মাঠ স্পর্শ না করে;**
(৫) থ্রো-ইন করবার পর বল যতক্ষণ **মাঠের মধ্যে প্রবেশ না করে;**
(৬) রেফারী খেলা থামাবার পর যতক্ষণ আবার আইন সম্মতভাবে খেলা **আরম্ভ না হয়**

কোন্ ক্ষেত্রে কোথায় দাঁড়াতে হয়

(১) কিক-অফ এবং প্লেস-কিকের সময় দুই দলকে **নিজ নিজ অর্ধাংশে** এবং বিপক্ষ খেলোয়াড়কে **সেণ্টার সার্কেলের বাইরে** (হাফওয়ে লাইন নিজ অর্ধাংশের মধ্যে নয়);

(২) গোল-কিকের সময় বিপক্ষ খেলোয়াড়কে **পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে**—যতক্ষণ বল পেনাল্টি-এরিয়া পার না হয়;

(৩) ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক ও কর্নার-কিকের সময় বিপক্ষ খেলোয়াড়কে থেকে অন্ততঃ **১০ গজ দূরে**—যতক্ষণ বল তার পরিধি অতিক্রম না করে;

(৪) পেনাল্টি-কিকের সময় কিকার এবং রক্ষণকারী দলের গোল-কিপার ছাড়া, দুই দলের বাকি খেলোয়াড়দের **মাঠের মধ্যে কিন্তু পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে এবং বল থেকে অন্ততঃ ১০ গজ দূরে;**

(৫) পেনাল্টি-কিকের সময় রক্ষণকারী দলের গোল-কিপারকে **দুই গোলপোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর** পায়ের পাতা নিশ্চল অবস্থায় রেখে;

(৬) আক্রমণকারী দলের ইন্-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের সময় যেখানে গোল থেকে ১০ গজের কম যায়গা থাকবে, সেখানে রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড়রা **দুই গোল-পোস্টের মধ্যের গোল-লাইনের উপর** দাঁড়াতে পারেন। গোল-পোস্টের বাইরে ১০ গজের কম দূরে গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে পারেন না।

(৮) থ্রো-ইনের সময় বল নিক্ষেপকারী খেলোয়াড়কে হয় **টাচ-লাইনের বাইরে,** না হয় **টাচ-লাইনের উপরে** দাঁড়িয়ে বল থ্রো করতে হয়।

(৯) খেলা চলার সময় মাঠে প্রবেশ বা পুনঃ প্রবেশের প্রয়োজনে **টাচ-লাইনের** বাইরে দাঁড়িয়ে রেফারীর অনুমতি চাইতে হয়—গোল-লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে নয়। অবশ্য বল 'ডেড' অর্থাৎ 'মরা' অবস্থায় থাকলে গোল-লাইন দিয়ে মাঠে প্রবেশের বাধা নেই।

বিঃ দ্রঃ—একমাত্র পেনাল্টি-কিক ছাড়া, ডিরেক্ট, ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক ও কর্নার-কিকের সময় স্বপক্ষ খেলোয়াড় যেখানে ইচ্ছা দাঁড়াতে পারেন।

কোন্ ক্ষেত্রে আবার কিক করার অথবা আবার থ্রো-ইনের আদেশ দিতে হয়

(১) গোল-কিক করবার পর বল সরাসরি পেনাল্টি-এরিয়া পার হবার আগে (ক) কেউ যদি বল **স্পর্শ** করে (খ) আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড় যদি **পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ঢুকে** পড়ে (গ) কিক করা বল যদি **পেনাল্টি-এরিয়া পার** না হয়;

(২) কিক-অফের সময় বল যদি (ক) তার **পরিধি,** অতিক্রম না করে, (খ) **বিপক্ষের অর্ধাংশে** না যায় (গ) আইনসম্মতভাবে কিক-অফ হবার আগে বিপক্ষের কেউ যদি **সেণ্টার-সার্কেলের মধ্যে** ঢুকে পড়ে বা বল **স্পর্শ** করে;

(৩) রক্ষণকারী দলের পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যের যে কোন ফ্রি-কিক (ক) যদি সরাসরি **পেনাল্টি-এরিয়া পার** হয়ে মাঠের মধ্যে না যায় (খ) যদি পেনাল্টি-এরিয়া পার হবার আগে কেউ বল **স্পর্শ** করে;

(৪) যে কোন ফ্রি-কিক যদি বলের **পরিধি** অতিক্রম না করে, কিংবা পরিধি অতিক্রমের আগে কেউ **বল স্পর্শ** করে;

(৫) পেনাল্টি-কিকের সময় যদি রক্ষণকারী দল নিয়মভঙ্গ করে এবং কিকে যদি **গোল না হয়;**

(৬) পেনাল্টি-কিকের সময় যদি আক্রমণকারী দলের (কিকার বাদে) কেউ নিয়মভঙ্গ করে এবং কিকে **যদি গোল হয়;**

(৭) গোল-কিক অথবা পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যকার রক্ষণকারী দলের ফ্রি-কিক যদি এরিয়ার মধ্যে অবস্থানকারী রেফারী অথবা আর কারো গায়ে লেগে কিংবা প্রতিকূল হাওয়ার ফলে এরিয়া পার হয়ে মাঠের মধ্যে না গিয়ে, বিপথগামী হয়ে নিজেদের পেনাল্টি-এরিয়ার **গোল-লাইন** পার হয়ে **মাঠের বাইরে** যায়;

(৮) রেফারীর **সঙ্কেতের আগেই** যদি ফ্রি-কিক করা হয়;
(৯) কর্নার-কিকের সময় যদি কর্নার-ফ্লাগ **সরানো বা বাঁকানো** হয়;
(১০) যে কোন ফ্রি-কিক ও থ্রো-ইন করবার সঙ্গে সঙ্গেই সরাসরি **বল যদি ফেটে** যায়;
(১১) থ্রো-ইনের সময় (ক) বল যদি উপর দিয়ে **মাঠের মধ্যে** প্রবেশ না করে, (খ) যদি **ঠিক যায়গা** থেকে থ্রো-ইন না করা হয়।

কখন সময় বাড়াতে বা যোগ করতে হয়

(১) **পেনাল্টি-কিক** নিয়মমত করবার সুযোগ দেবার জন্য—সময় বাড়াতে হয়;
(২) খেলোয়াড়কে **সতর্ক** করবার অথবা **মাঠ থেকে বের** করে দেবার প্রয়োজনে—সময় বাড়াতে হয়;
(৪) খেলোয়াড় আহত হলে, অথবা অন্য কোন কারণে খেলার সময় নষ্ট হলে—**নষ্ট সময়** খেলার সঙ্গে যোগ করতে হয়; (নষ্ট সময়ের পরিমাণ রেফারীর বিচার বিবেচনা সাপেক্ষ)
(৫) যদি **অতিরিক্ত সময়** খেলাবার নিয়ম থাকে—অতিরিক্ত সময় খেলাতে হয়;

কখন খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে হয়

(১) **বিপজ্জনকভাবে** খেললে;
(২) **অখেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির** পরিচয় দিলে অথবা খেলায় বাধা সৃষ্টি করলে;
(৩) ইচ্ছে করে খেলার **সময় নষ্ট** করলে;
(৪) **অশোভন** আচরণে খেলার মাধুর্য এবং দর্শকদের আনন্দ নষ্ট করলে;
(৫) খেলার সময় **ক্রসবার ধরে ঝুললে;**
(৬) খেলার মধ্যে **বল পরিবর্তন** করলে;
(৭) খেলার প্রয়োজনে ছাড়া রেফারীর বিনা অনুমতিতে **মাঠ পরিত্যাগ** করলে;
(৮) রেফারীর বিনা অনুমতিতে চালু খেলায় **মাঠে প্রবেশ** বা **পুনঃপ্রবেশ** করলে;
(৯) কথায় বা ব্যবহারে রেফারীর সিদ্ধান্তে **ভিন্নমত** প্রকাশ করলে;
(১০) বার বার খেলার **নিয়ম ভাঙলে;**
(১১) খেলার মধ্যে কোনরকমের **অভদ্র আচরণ** করলে;
(১২) বিপক্ষ খেলোয়াড়ের মুখে গোল-কিপার বল ছুঁড়ে দিলে।
(১৩) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় গোল-কিপার **বলের উপর শুয়ে থাকলে,**
(১৪) নিজ পক্ষের খেলোয়াড়ের উপর **ভর দিয়ে বল হেড** করলে;
(১৫) কায়িক সংঘর্ষ না করেও হাত প্রসারিত করে প্রতিপক্ষের **বাধার সৃষ্টি** করলে;

কখন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে হয়

(১) খেলার মধ্যে **মারমুখী** হয়ে উঠলে বা **মারামারি** করলে;
(২) **গালাগালি** করলে;
(৩) রেফারীর মতে **বিশ্রী রকমের** বা **বিপজ্জনক ভাবে ফাউল** করলে;
(৪) একবার সতর্ক হবার পর **আবার অসদাচরণ** করলে;
(৫) রেফারীর **আদেশ অমান্য** করলে;

পেনাল্টি ও ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের ৯টি অপরাধ

(১) বিপক্ষকে **লাথি মারা** বা **লাথি মারার চেষ্টা** করা;
(২) বিপক্ষ খেলোয়াড়ের **পদস্খলিত** করা অর্থাৎ ল্যাং মারা বা **দেহ** বাধিয়ে **ফেলে দেওয়া;**

(৩) বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর **লাফিয়ে পড়া;**
(৪) **মারাত্মকভাবে** বা **বিপজ্জনকভাবে** বিপক্ষ খেলোয়াড়কে চার্জ করা;
(৫) বিপক্ষ খেলোয়াড় **প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি** না করা সত্বেও তাকে **পেছন দিক** থেকে চার্জ করা;
(৬) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে **আঘাত করা** বা **আঘাতের চেষ্টা** করা;
(৭) বিপক্ষ খেলোযাড়কে **ধরে রাখা;**
(৮) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে **ধাক্কা মারা;**
(৯) **হ্যাণ্ডবল** কবা (নিজেদের পেনাল্টি-এরিযার মধ্যে গোল-কিপার ছাড়া)

বিঃ দ্রঃ—রক্ষণকারী দলের কেউ পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে এই ৯টি অপরাধের যে কোন একটি অপরাধ কবলে পেনাল্টির নির্দেশ দিতে হয়, বল খেলার মধ্যে যেখানেই থাক। আর অপবাধের প্রতি ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অপরাধ না হলে শাস্তি নেই।

ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধ

(১) বল ধরা অবস্থায় ড্রপ না দিয়ে গোল-কিপারের নিজ পেনাল্টি-এরিযার মধ্যে ৪ **পায়ের বেশী যাওয়া;**
(২) গোল-কিপারের **হাতে বল** থাকা অবস্থায় সেই **বলে কিক** কবা বা কিক-করার চেষ্টা করা;
(৩) বল **নাগালের বাইরে** অথচ বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ন্যায়সঙ্গত চার্জ কবা;
(৪) **নিজে বল না খেলে** দেহেব যে কোন অংশ দিযে বিপক্ষ খেলোযাড়ের খেলাব **প্রতিবন্ধকতা** সৃষ্টি কবা;
(৫) স্বপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত কবা;
(৬) স্বপক্ষ খেলোয়াড়ের উপব **ভর দিয়ে** বল হেড করা;
(৭) পেনাল্টি-কিক **সামনের দিকে** না মারা;
(৮) অফ-সাইডে থেকে খেলায় অংশ গ্রহণ বা প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি কবা কিংবা কোন সুযোগ নেওয়া;
(৯) বিপজ্জনকভাবে খেলা;
(১০) গোল-কিপাব **বল ধরে নেই** কিংবা প্রতিপক্ষের **বাধা সৃষ্টি** করেন নি, এই অবস্থায় তাঁর গোল-এরিযার মধ্যে তাঁকে ন্যাযসঙ্গত চার্জ কবা;
(১১) গোল-কিপাব কর্তৃক বিপক্ষেব মুখে বল ছুঁড়ে দেওযা, বিপক্ষকে ব্যঙ্গ করা, কিংবা বলের উপর বেশী সময় পড়ে থাকা;
(১২) অভদ্রোচিত আচরণ করা; (রেফারী কিংবা খেলোয়াড়কে গালাগালি ইত্যাদি);
(১৩) কথায় বা কাজে রেফারীব সিদ্ধান্তে ভিন্নমত পোষণ কবা;
(১৪) বার বার খেলার **নিয়মভঙ্গ করা;**
(১৫) কিক-অফ, ফ্রি-কিক, পেনাল্টি-কিক, কর্নার-কিক, গোল-কিক ও থ্রো-ইন **নিয়মমত করার** পর, আর কারো স্পর্শের আগে 'কিকার' বা থ্রোযারেব **দ্বিতীয়বার বল স্পর্শ** করা;
(১৬) কথায় বিপক্ষ খেলোয়াড়কে **বিভ্রান্ত** করা;

বিঃ দ্রঃ—কিক্-অফ এবং গোল-কিক ইন্-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অন্তর্ভুক্ত।

কখন অফ্-সাইড হবেন

(১) প্রতিপক্ষেব অর্ধাংশে যদি বলের আগে থাকেন এবং সেই অবস্থায় আপনার আগে প্রতিপক্ষের **অন্ততঃ ২ জন খেলোয়াড় না থাকেন;**
(২) ঐ অবস্থায় আপনার আগের প্রতিপক্ষের দু'জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আপনার কাছাকাছি খেলোয়াড়ের যদি **সমলাইনে** থাকেন;

(৩) অফ্-সাইড থেকে নিজের গোলের দিকে দৌড়ে এসে নিজ খেলোয়াড়ের পাস করা বল যদি অন্-সাইডেও ধরেন;

(৪) প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে শুধু প্রতিপক্ষের একজন খেলোয়াড়, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন **হাফওয়ে লাইনের উপরে**—এই অবস্থায় নিজ খেলোয়াড়ের দেওয়া বল যদি প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে গিয়ে কিংবা নিজেদের অর্ধাংশে এসে ধরেন;

(৫)আপনাদের ফ্রি-কিকের সময় যদি প্রতিপক্ষের অর্ধে প্রতিপক্ষের **ওয়ালের লাইনে** গিয়ে দাঁড়ান এবং 'ওয়ালের' লাইনের পেছনে যদি শুধু গোল-কিপার দাঁড়িয়ে থাকেন অথবা গোলে যদি **গোল-লাইনের** উপর দাঁড়ান;

কখন অফ্-সাইড হবেন না

(১) নিজের **অর্ধাংশের** মধ্যে;

(২) বলের **পেছনে** থাকলে;

(৩) বলের **সম-লাইনে** থাকলে;

(৪) প্রতিপক্ষের **২ জন** খেলোয়াড় আপনার **আগে** থাকলে;

(৫) **গোল-কিক, কর্নার-কিক, থ্রো-ইন, রেফারীর ড্রপ** এবং **প্রতিপক্ষের স্পর্শ** থেকে সরাসরি বল পেলে;

(৬) অন-সাইডে থাকা সময়ে নিজ খেলোয়াড়ের দেওয়া বল, অথবা নিজের শট করা বল অফ্-সাইডে গিয়ে, এমন কি বলের আগে গিয়ে ধরলেও;

(৭) অফ্-সাইড হবার পর খেলায় **অংশ না নিলে**, বিপক্ষের **বাধা সৃষ্টি** না করলে, অথবা **সুযোগ লাভের** চেষ্টা না করলে।

কখন থ্রো-ইনে ত্রুটি হয়

(১) অংশত **মাঠের দিকে মুখ** করে না দাঁড়ালে;

(২) **দুই হাতে সমান জোর** দিয়ে বল না ছুঁড়লে;

(৩) দুই হাতে ছুঁড়েও **আলতোভাবে** বল ফেলে দিলে;

(৪) **মাথার উপর দিয়ে** বল না ছুড়লে;

(৫) বল ছোঁড়ার জন্য হাত চালনা করার সময় হাতের **অবিচ্ছেদ গতি** না থাকলে,

(৬) **মাঠের মধ্যে** ঢুকে এসে বল ছুঁড়লে;

(৭) বল ছোড়ার সময় দুই পায়ের **পাতার কিছু না কিছু অংশ টাচ-লাইনের সঙ্গে** বা টাচ-লাইনের বাইরে **জমির সঙ্গে** লেগে না থাকলে।

বিঃ দ্রঃ—টাচ-লাইনের কতদূর থেকে থ্রো করা যায় আইনে তার উল্লেখ নেই। আইনের সাহায্যকারী বইয়ে বলা হয়েছে, টাচ-লাইনের **এক গজ দূর থেকে** থ্রো করা উচিত।

গোলে বল ঢুকলেও কখন গোল দেওয়া যায় না

(১) যখন গোল-কিক, কিক-অফ, ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক এবং থ্রো-ইন আর কারো স্পর্শ ব্যতিরেকে সরাসরি বিপক্ষের গোলে ঢোকে;

(২) যখন গোল-কিক, **ডিরেক্ট ফ্রি-কিক**, ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক ও থ্রো-ইন আর কারো স্পর্শ ব্যতিরেকে নিজেদের গোলে ঢোকে;

(৩) কোন দর্শক, কোন প্রাণী বা বাইরের কোন কিছুতে লেগে যখন বল গোলে ঢোকে

অপরাধী খেলোয়াড়দের শাস্তি

যেমন ফুটবল খেলায় শৃংখলা বজায় রাখবার জন্য আইন বইয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে,— কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করা হলে সে সতর্ক করার অর্থ যেন শুধু মুখের কথা না হয়। অর্থাৎ সতর্ক করার পর আবার অপরাধ করলে আরও কঠোর শাস্তির যেন ব্যবস্থা করা হয। তেমন খেলার মাঠে বেফাবী কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দেব সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েসনের।

যদিও এটা খেলার আইনের প্রশ্ন নয়—সাংগঠনিক নিযম-কানুনেব প্রশ্ন, তবু 'ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশন্যাল ফুটবল অ্যাসোসিযেশন', সংক্ষেপে যার নাম 'ফিফা' তাদের কিছু পরামর্শ আছে। কিছুদিন আগে এই সম্পর্কে 'ফিফা'র কাছ থেকে যে পবামর্শ এসেছে এখানে তাব মর্ম তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্মরণ রাখতে হবে, এটা তাদের পরামর্শ।

রেফারী দ্বারা কোন খেলোযাড় খেলাব মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হলে স্বাভাবিকভাবেই সেই খেলোযাড় 'সাসপেণ্ড' খেলোযাড় হিসাবে পরিগনিত হন। অ্যাসোসিয়েশনেব কাছ থেকে অনুমতি না পেলে তাঁব আব খেলায় অংশগ্রহণের অধিকাব থাকে না। তবু খেলোযাড়দের কোন্ অপরাধে অ্যাসোসিয়েশনেব কি ধরনেব শাস্তি দেওযা উচিত 'ফিফা' তারই পরামর্শ দিয়েছেন।

॥ ফিফার পরামর্শ ॥

প্রথম অপবাধে সমস্ত ক্ষেত্রেই যথাসম্ভব লঘু শাস্তি দেওয়া উচিত। অপবাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা বাড়ানো যেতে পাবে।

পুনরায় অপরাধ কবলে, অর্থাৎ এক খেলোযাড় মবসুমে আবার অপবাধ করলে—অপবাধ যদি ভিন্ন ধরনেরও হয, তবে অপেক্ষাকৃত গুরু শাস্তিব ব্যবস্থা কবতে হবে। হিংসাত্মক এবং উচ্ছৃংখলমূলক আচবণের প্রতি ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরু ধরনেব শাস্তি দেওয়া উচিত।

অ্যামেচার খেলোয়াড়েব অপবাধ হলে, লীগ অথবা প্রতিযোগিতার মর্যাদা ও মান বিবেচনা না করে, অপবাধেব মাত্রা বিবেচনা কবতে হবে।

(১) অপরাধ :—

(ক) নীতি বহির্ভূতভাবে ফাউল কবে খেলা;

(খ) রেফাবীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধসমালোচনা করা,

(গ) অপব খেলোয়াড়, দর্শক এবং রেফাবী সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করা;

(ঘ) বেফাবীকে না জানিয়ে সাময়িকভাবে মাঠ ত্যাগ করা:

(ঙ) ছোট-খাটো ব্যাপারে অখেলোযাড়সুলভ মনোবৃত্তিব পরিচয় দেওয়া;

উপবে লেখা এইসব অপবাধের জন্য খেলোযাড়কে মাঠ থেকে বেব না করে, শুধু সতর্ক করে দিলে তাব শাস্তি হবে —

ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দেওয়া অথবা অর্থ দণ্ড করা

উপরের এই সব অপরাধ দ্বিতীবার করলে তাব শাস্তি :—

একটি খেলার জন্য সাসপেণ্ড অথবা একটি খেলার জন্য সাসপেণ্ড ও অর্থ দণ্ড

(২) অপরাধ :—

(ক) নীতি বহির্ভূতভাবে ফাউল করে খেলা;
(খ) রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদ করা;
(গ) রেফারীকে না জানিয়ে কোন কিছুর প্রতিবাদে মাঠ পরিত্যাগ;
(ঘ) রেফারী কর্তৃক সতর্ক হবার পরও বার বার অভদ্র আচরণ;
উপরে লেখা এই সব অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিলে তার শাস্তি :—
একটি খেলার জন্য সাসপেন্ড

রেফারী কর্তৃক দ্বিতীয়বার মাঠ থেকে বহিস্কৃত হলে তার শাস্তি :—
দুইটি খেলার জন্য সাসপেন্ড

উপরের এই সব অপরাধের সময় রেফারী খেলোয়াড়ের নাম জিজ্ঞাসা করলে খেলোয়াড় যদি নাম দিতে অস্বীকার করে, তবে মূল শাস্তির সঙ্গে আরও একদিনের জন্য সাসপেন্ডের শাস্তি যোগ করতে হবে। নাম দিতে অস্বীকারের দ্বিতীয় ঘটনায় শাস্তি দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ মূল শাস্তির সঙ্গে আরও দুই দিনের জন্য খেলোয়াড় সাসপেন্ড হবেন।

(৩) অপরাধ :—

(ক) অভদ্র আচরণ (পূর্বে সতর্ক ব্যতিরেকে)
(খ) খেলোয়াড় অথবা দর্শকদের অপমান করা;
রেফারী উপরে লেখা অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিলে খেলোয়াড়ের শাস্তি হবে :—

একটি খেলার জন্য সাসপেন্ড

অপরাধের দ্বিতীয় ঘটনা—
দুইটি খেলার জন্য সাসপেন্ড ও অর্থ দণ্ড;

(৪) অপরাধ :—

রেফারীকে অপমান করলে বা উত্যক্ত বা উৎপীড়ন করায় রেফারী কর্তৃক মাঠ থেকে বহিস্কৃত হলে তার শাস্তি :—

দুইটি খেলার জন্য সাসপেন্ড

অপরাধের দ্বিতীয় ঘটনার শাস্তি —

চারটি খেলার জন্য সাসপেন্ড এবং অর্থ দণ্ড

(৫) অপরাধ:—

খেলোয়াড় বা দর্শকের প্রতি হিংসামূলক আচরণ করার ফলে রেফারী কর্তৃক মাঠ থেকে বহিস্কৃত হলে শাস্তি হবে :—

তিনটি খেলার জন্য সাসপেন্ড
অপরাধের দ্বিতীয় ঘটনায়

ছয়টি খেলার জন্য সাসপেন্ড

(৬) অপরাধ :—

(ক) রেফারীর প্রতি উগ্র বা হিংস্র আচরণ;
(খ) লাইন্সম্যানের প্রতি উগ্র বা হিংস্র আচরণ;
(গ) খেলোয়াড় বা দর্শকের প্রতি গুরু ধরনের উগ্র বা হিংস্র আচরণ (ঘুষোঘুষি মারামারি ইত্যাদি);

উপরে লেখা এইসব কারণে খেলোয়াড় রেফারী কর্তৃক মাঠ থেকে বহিস্কৃত হলে তার শাস্তি :—

এক বছরের জন্য সাসপেণ্ড

অপরাধের দ্বিতীয় ঘটনায় শাস্তি :—

দুই বছরের জন্য সাসপেণ্ড

উপরেব এই অপরাধের মাত্রা অত্যন্ত গুরু ধবনেব হলে খেলোযাড়কে **অনির্দিষ্টকালের** জন্য সাসপেণ্ড করতে হবে।

(৭) অপরাধ :—

সমগ্র দলের অসদাচবণের ক্ষেত্রে, যেমন প্রতিবাদে মাঠ থেকে বেবিযে গেলে কিংবা আর খেলতে অস্বীকৃত হলে অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম-কানুন এবং প্রতিযোগিতাব নিয়মানুযাযী শাস্তির বিধান করতে হবে। সাধারণ শাস্তি হবে :—

লীগের খেলায় প্রতিপক্ষ দুইটি পয়েণ্ট পাবে :

প্রতিযোগিতার খেলার অপরাধী পক্ষ স্ক্র্যাচ হয়ে যাবে

(৮) সাসপেণ্ড খেলোয়াড়দের সম্পর্কে ফিফাব পরামর্শ :

সাসপেণ্ড খেলোয়াড়রা তাদের শাস্তির মেযাদ উত্তীর্ণ না হওযা পর্যন্ত কোন প্রতিযোগিতার খেলায, এমন কি, দেশে বা বিদেশে কোন প্রীতি খেলাতেও যোগ দিতে পাববেন না।

প্রশ্ন ও উত্তর

[বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের জন্য 'প্রশ্ন ও উত্তর' অধ্যায়ের সংযোজন করা হচ্ছে। আইনের ধারার মধ্যে যে প্রশ্নের সমাধান নেই এফ. এ, অর্থাৎ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত ও ভাষ্য অনুযায়ী তার উত্তর লেখা হয়েছে।]

১। প্রশ্ন—কখন থেকে খেলার সময় গণনা আরম্ভ হবে? খেলা আরম্ভের বাঁশী বাজার সময় থেকে, না বল কিক করবার সময় থেকে?

উত্তর—বাঁশী বাজাব সময থেকেও না; কিক কববাব সময় থেকেও না—আইনসম্মতভাবে কিক-অফ্ হবার সময় থেকে। **(আইন—৮)**

২। প্রশ্ন—রেফারী হিসাবে আপনি ৬ ফুট উঁচু কর্নার-ফ্লাগ পোস্ট অনুমোদন করবেন কি?

উত্তর—পাঁচ ফুটেব চেয়ে উঁচুতে দোষ নেই। পাঁচ ফুটেব কম পতাকা-দণ্ড বে-আইনী। **(আইন—১)**

৩। প্রশ্ন—মাঠের ৪ কোনে গোল-লাইন ও টাচ-লাইনের সংযোগস্থলে কর্নার-ফ্লাগ না পুঁতে, ৬ ইঞ্চি দূরে ফ্লাগ পোঁতা যায় কি?

উত্তর—না, যায় না। গোল-লাইন ও টাচ-লাইনের সংযোগস্থলেই কর্নার-পতাকা পুঁততে হয়। **(আইন—১)**

৪। একটি মাঠের গোল-পোস্ট গোলাকার, ক্রসবার তিন কোনা। রেফারী হিসাবে আপনি সে মাঠে কি খেলা আরম্ভ করবেন?

উত্তর—গোল-পোস্ট ও ক্রসবাবের চওড়া ও ঘনত্ব যদি ৫ ইঞ্চির মধ্যে থাকে, তবে গোলাকার, তিনকোনা বা অর্ধ গোলাকারে দোষ নেই। **(আইন—১)**

৫। প্রশ্ন—একটি মাঠের লম্বা এবং চওড়া, দুইদিকই ১০০ গজ। মাঠটি কি আইন-সম্মত?

উত্তর—না। মাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থের চেয়ে অবশ্যই বেশি হবে। **(আইন—১)**

৬। প্রশ্ন—আচ্ছা, বলুন তো গোল-এরিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর—(১) গোল-এরিয়ার মধ্যে গোল-কিপার বল ধরে না থাকলে, কিংবা প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি না করলে এই এরিয়ার মধ্যে তাঁকে চার্জ করার অধিকার নেই। (২) গোল-এরিয়ার অপর প্রয়োজন গোল-কিকের জন্য। এই এরিয়ার মধ্যে বল বসিয়ে গোল-কিক করতে হয়। **(আইন—১, ১২, ১৬)**

৭। প্রশ্ন—পেনাল্টি-কিক করবার বিন্দু থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে বৃত্তের চাপই বা আঁকা হয় কেন?

উত্তর—ঐ চাপ পেনাল্টি-কিকের সময় বল থেকে ১০ গজ দূরে দাঁড়াবার সীমা-রেখা। **(আইন—১ ও ১৪)**

৮। প্রশ্ন—ধরুন, বৃষ্টির ফলে পেনাল্টি-স্পট (কিক করবার যায়গা) মুছে গেছে। প্রয়োজন হলে কি ভাবে সেই 'স্পট' ঠিক করে পেনাল্টি-কিক করবার আদেশ দেবেন?

উত্তর—নিজের পা কত ইঞ্চি মেপে রাখতে হয়। সেই অনুযায়ী পা মেপে গোল-লাইনের মধ্যবিন্দু থেকে ১২ গজ দূরে পেনাল্টি-স্পটেব স্থান নির্দেশ কবা যায। ২৭ ইঞ্চি পরিধির বলের ১৬ পাকেও ১২ গজ হয়। **(আইন—১)**

৯। প্রশ্ন—বলুন তো, টাচ-লাইনের কাছাকাছি পেনাল্টি-এরিয়ার সীমারেখা থেকে টাচ-লাইনের দূরত্ব সব চেয়ে কম ও সব চেয়ে বেশি কত হতে পারে?

উত্তর—সবচেযে কম ৩ গজ, সবচেযে বেশি ২৮ গজ। **(আইন—১)**

১০। প্রশ্ন—মাঠের ক'টি পতাকা অপরিহার্য?

উত্তর—৪ কোনেব ৪টি। **(আইন—১)**

১১। প্রশ্ন—বলের আইনসম্মত 'মাপ' কি?

উত্তর—পরিধিঃ ২৭ থেকে ২৮ ইঞ্চি; ওজনঃ খেলা আবম্ভের সময় ১৪ থেকে ১৬ আউন্স; হাওয়ার চাপ : প্রতি স্কোযার ইঞ্চিতে ১৭ থেকে ১৮ পাউন্ড। **(আইন—২)**

১২। প্রশ্ন—খেলার আগে বলের কি কি বিষয় পরীক্ষা করতে হবে?

উত্তর—পরিধির মাপ ও ওজন (সন্দেহ হলে) পাম্প, লেস, রং ও কিসেব তৈরী। **(আইন—২)**

১৩। প্রশ্ন—সবুজ রং-এর বলে কি খেলা আরম্ভ করা যায়?

উত্তর—সবুজ রং-এর বলে খেলা আরম্ভ করা উচিত নয। ঘাসের বং-এর সংগে মিশে যায়। **(এফ. এ-র সিদ্ধান্ত)**

১৪। প্রশ্ন—গোল-কিপার নিজ গোল-লাইনের উপব ডাইভ দিয়ে বলটি হাতে ধবতেই বলটি ফেটে গিয়ে গোলের মধ্যে ঢুকে গেল। গোল হবে কি? গোল না হলে কিভাবে আবার খেলা আরম্ভ করতে হবে?

উত্তর—না, গোল হবে না। গোল-লাইনের উপবই বল ফেটে গিয়েছে। সুতবাং সেটি আব আইনমাফিক বল নয—বলেব খোলস মাত্র। বলেব খোলস গোলে ঢুকলে গোল হবে কি করে?

যেখানে বল ফেটে গিয়েছিল নতুন বল সেখানে ড্রপ দিযে খেলা আরম্ভ কবতে হবে। **(আইন—২)**

১৫। প্রশ্ন—জলকাদার মাঠে বল ভারী হয়ে উঠেছে ব'লে সন্দেহ হওয়ায় বিরতির সময় একটি দলের অধিনায়ক ক্লাব-রুমে যেয়ে মেপে দেখলেন বলের ওজন সাড়ে ১৬ আউন্স। রেফারী হিসাবে ঐ বলে কি আবার খেলা আরম্ভ করবেন?

উত্তর—আইনে কোন বাধা নেই। খেলা আরম্ভের সময় ওজন ঠিকই ছিল এবং আরম্ভের সময়ের ওজনের কথাই আইনে বলা হয়েছে। **(আইন—২)**

১৬। প্রশ্ন—এক ক্লাবের বলে খেলা আরম্ভ করেছেন। বিরতির পর অপর ক্লাব তাদের বলে খেলার দাবি জানালো। রেফারীর কর্তব্য কি?

উত্তর—যে বলে খেলা আরম্ভ হয়েছে, আইনসম্মত থাকলে সেই বলেই খেলা চলবে। **(আইন—২)।**

১৭। প্রশ্ন—খেলা আরম্ভের সময় একটি দল বলল, আমরা এত শক্তিশালী যে, আমাদের গোলে বল আসবে না। সুতরাং আমাদের কেউ গোলেও খেলবে না। রেফারী হিসাবে আপনি কি গোল-কিপার ছাড়াই খেলা আরম্ভ করবেন?

উত্তর—গোল-কিপাব ছাড়া খেলা আরম্ভও হতে পারে না। খেলা চলতেও পারে না। **(আইন—৩)**

১৮। প্রশ্ন—একটি দল ৯ জন খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নেমেছে। দশম খেলোয়াড় বিশ্রামের ৫ মিনিট আগে এসেছেন। রেফারী তাকে খেলার অনুমতি দিয়েছেন। একাদশ খেলোয়াড় এলেন অতিরিক্ত সময়ের খেলা আরম্ভের পর। তাঁকে খেলতে অনুমতি দেওয়া যায় কি?

উত্তর—অনুমতি দিতে হবে। দলে খেলোযাড়ের স্থান অপূর্ণ থাকলে যে কোন সময়ে পূর্ণ করা যায়। অতিরিক্ত সময় ঐ খেলারই অঙ্গ। **আইন—৩)**

১৯। প্রশ্ন—কিছু সময় খেলা চলার পর দেখা গেল একটি দল ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। রেফারীর কর্তব্য কি?

উত্তর—যতটুকু সময় খেলা হয়েছে সেটুকু নাকচ করে দিয়ে, ১২ জনের মধ্য থেকে এক জনকে বাদ দিয়ে, আবার নতুন করে খেলা আরম্ভ করতে হবে। **(আইন—৩ ও ৫)**

২০। প্রশ্ন—এক দলে ৭ জনের বেশী খেলোয়াড় উপস্থিত নেই। তাদের অধিনায়ক বললেন, আমাদের বাকি ৪ জন একটু পরেই এসে পড়বে। খেলা আরম্ভ করতে আপনি কতক্ষণ দেরি করবেন?

উত্তর—যতক্ষণ প্রতিযোগিতার নিযম থাকবে। অনুবন্ধ হলে আরও কিছু সময় দেরি করা যায়, যদি উপযুক্ত আলোর মধ্যে খেলা শেষ কবার মত সময হাতে থাকে। (আইন—৫)

২১। প্রশ্ন—গোল-কিপার আহত হওয়ায় তাঁকে পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন গোল-কিপার মাঠে নেমে খেলতে আরম্ভ করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধে ঐ নতুন গোল-কিপার ফরোয়ার্ডে গেলেন, একজন ফরোয়ার্ড গোলে এলেন, অবশ্যই রেফারীকে জানিয়ে। এখন এই গোল-কিপার আহত হলে তাঁকে পরিবর্তন করা যায় কি?

উত্তর—না যায় না। গোল-কিপার একবারই পবিবর্তিত হতে পারেন এবং যে কোন সময়ে। দুইবার গোল-কিপার পরিবর্তন চলে না। অবশ্য, মাঠের মধ্যের খেলোয়াড় যখন খুসি গোল-কিপারের সঙ্গে স্থান বদল করতে পারেন। **(আইন—৩)**

২২। প্রশ্ন—দলের ১০ জন খেলোয়াড়ের জামার রং-এর সঙ্গে গোল-কিপারের জামার রং-এর পার্থক্য কি অপরিহার্য?

উত্তর—নিশ্চয়ই। **(আইন—৩)**

২৩। প্রশ্ন—হাফ-টাইমের বিরতির কয়েক সেকেন্ড আগে একজন ব্যাক আহত হয়ে মাঠের বাইরে গেছেন। আর কোন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা হয়নি। খেলোয়াড় পরিবর্তনের বর্তমান আইন অনুযায়ী দ্বিতীয়ার্ধে একজন নতুন ব্যাক কি খেলায় অংশগ্রহণের অধিকারী?

উত্তর—না, প্রথমার্ধেই তাঁকে মাঠে নামতে হবে। **(আইন—৩)**

২৪। প্রশ্ন—রেফারীর অনুমতি ছাড়া কখন খেলোয়াড় মাঠ পরিত্যাগ করতে পারেন?

উত্তর—আহত হলে এবং খেলার প্রয়োজনে। **(আইন—৩)**

২৫। প্রশ্ন—খেলার সময় গোল-কিপার ও ব্যাক পরস্পরের জামা পরিবর্তন করেছেন। ঐ অবস্থায় ব্যাক খেলছেন গোলে, গোল-কিপার ব্যাকে। রেফারী কিছুই জানেন না। তিনি দেখলেন গোল-কিপারের জামা পরা ব্যাক যিনি গোলে খেলছিলেন তিনি গোলে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একটি বল রক্ষা করলেন। এ ক্ষেত্রে রেফারীর কি কিছু কর্তব্য আছে?

উত্তর—হ্যাঁ, হ্যাণ্ডবলের জন্য পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দিতে হবে। **(আইন—৩)**

২৬। প্রশ্ন—বুট আইন-মাফিক না থাকায় রেফারী একজন খেলোয়াড়কে মাঠ ত্যাগের আদেশ দিয়েছেন। ঐ খেলোয়াড় কখন কিভাবে আবার মাঠে ঢুকবেন?

উত্তর—আইন-মাফিক বুট পরে, রেফারীর অনুমতি নিয়ে, খেলা যখন সাময়িক বন্ধ থাকবে তখন মাঠে ঢুকবেন। **(আইন—৪)**

২৭। প্রশ্ন—ধরুন, ঐ খেলোয়াড়ের পক্ষে আইনসম্মত বুট সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। খালি পায়েই তিনি খেলার অভিপ্রায় জানালেন।

উত্তর—প্রতিযোগিতার নিয়মে বুট পরেই খেলতে হবে, এমন কথা না থাকলে, খালি পায়ে খেলার ক্ষেত্রে বাধা নেই। **(আইন—৪)**

২৮। প্রশ্ন—পাঞ্জাবী খেলোয়াড়দের অনেকেই হাতে লোহার বালা পরে খেলেন। রেফারী হিসাবে আপনি কি তাতে আপত্তি করবেন?

উত্তর—রেফারীদের সাহায্যকারী বইতে হাতের বালাকে বে-আইনী বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতে হাতের বালা শিখদের অন্যতম প্রতীক। আপত্তি না করাই উচিত।

২৯। প্রশ্ন—হাতে বা পায়ে যদি প্লাস্টার বাঁধা থাকে তবে তাঁকে খেলার অনুমতি দেবেন কি?

উত্তর—বিষয়টি রেফারীর বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করে। প্লাস্টার যদি সেই খেলোয়াড়ের নিজের পক্ষে এবং অপরের পক্ষে বিপদের কারণ হয়, অনুমতি না দেওয়া উচিত। সামান্য রকমের প্লাস্টার হলে এবং বিপদের আশঙ্কা না থাকলে অনুমতি দেওয়া যায়।

৩০। প্রশ্ন—লাইন্সম্যানের ঘড়ি অনুযায়ী খেলার সময় উত্তীর্ণ হবার পর একটি দল বিজয়সূচক গোল করেছে। প্রতিপক্ষ দল ঐ গোলের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কমিটির কাছে প্রতিবাদ করলে কমিটি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন?

উত্তর—রেফারীই খেলার একমাত্র সময়রক্ষক। লাইন্সম্যানের 'সময়' গ্রহণযোগ্য নয়। **(আইন—৫)**

৩১। প্রশ্ন—নির্দিষ্ট সময়ের পরও রেফারী বেশী সময় খেলাচ্ছেন। লাইন্সম্যানের কর্তব্য কি?

উত্তর—সময় সম্বন্ধে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা **(আইন—৬)**।

৩২। প্রশ্ন—সত্যি সত্যিই পাঁচ মিনিট সময় বেশী খেলানো হয়েছে। ঐ বাড়তি সময়ে বিজয়সূচক গোলও হয়েছে। খেলার ফলাফল কি বজায় থাকবে?

উত্তর—রেফারীর রিপোর্টের উপর নির্ভর করে, ভুল স্বীকার করলে আবার খেলা হবে। **(আইন—৫)**

৩৩। প্রশ্ন—পাঁচ মিনিট সময় কম খেলানো হয়েছে। রেফারী ভুল স্বীকার করেছেন। খেলা কি আবার অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর—হ্যাঁ, আবাব অনুষ্ঠিত হবে। **(আইন—৫)**

৩৪। প্রশ্ন—রেফারী ভুল স্বীকার না কবলে?

উত্তর—কিছুই কবাব নেই। আবাব খেলা হবে না। **(আইন—৫)**

৩৫। প্রশ্ন—প্রথমার্ধে ২৫ মিনিটের বদলে ভুল কবে ২০ মিনিট খেলানো হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলাব সময় কত হবে?

উত্তর— ২৫ মিনিট। **(আইন—৭)**

৩৬। প্রশ্ন—একদিকেব গোলের মুখে খেলা হচ্ছে বেফাবীর দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ, অপরদিকের গোলকিপাব সিগারেট ধবিযে ধূমপান কবছেন। এ ক্ষেত্রে কাবো কিছু কর্তব্য আছে কি?

উত্তর—লাইন্সম্যান এই বিষযে বেফাবীব দৃষ্টি আকর্ষণ কববেন এবং বেফাবী ধূমপানবত খেলোযাড়কে অভদ্র আচবণেব জন্য সতর্ক কবে দেবেন, অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ সাপক্ষে। **(আইন —১২ ও ৬)**

৩৭। প্রশ্ন—বৃষ্টিব মধ্যে যদি কোন খেলোয়াড় ওয়াটাবপ্রুফ পরে খেলতে চান?

উত্তর—তাকে সতর্ক কবতে হবে। ওযাটাবপ্রুফ খেলাব আইন সম্মত পোশাক নয়। **(আইন—৪)**

৩৮। প্রশ্ন—যে কারণেই হক ফাইন্যাল খেলা আবম্ভ কবতে একটু দেবি হয়ে গেছে: নিয়মমত প্রথমার্ধের ২৫ মিনিট খেলাব পব আলোব অভাব হবে আন্দাজ কবে অনুষ্ঠানে. সভাপতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয়ার্ধে ২০ মিনিট খেলাবাব জন্য বেফাবীকে অনুবোধ কবলেন বেফারী কি সভাপতিব অনুবোধ রক্ষা কববেন?

উত্তর—না দ্বিতীযার্ধে কম সময খেলানোব অধিকাব নেই। আইনমত খেলাব পুবো সমযেব দুটি অংশই সমান হবে। **(আইন—৭)**

৩৯। প্রশ্ন—অপরাধের সব ক্ষেত্রেই কি বেফারীকে নির্দেশ দিতে হবে?

উত্তর—তেমন কোন কথা নেই। বেফাবী অপবাধ অনিচ্ছাকৃত বলে মনে কবতে পাবেন আবাব অপব পক্ষকে অ্যাডভান্টেজও দিতে পাবেন। **(আইন—৫)**

৪০। প্রশ্ন—বেফাবী কি তাঁর সিদ্ধান্ত পবিবর্তন কবতে পারেন?

উত্তর—ভুল হলে নিশ্চযই পাবেন। কিন্তু সিদ্ধান্তেব পব খেলা আবম্ভ হলে আব পবিবর্তন কবতে পাবেন না। **(আইন—৫)**

৪১। প্রশ্ন—খেলার সময় বেফারী মুখে বলেব আঘাত পেয়ে অচৈতন্য হযে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং সেই সময় গোল হয়ে গেল। কি হবে?

উত্তর—নিবপেক্ষ লাইন্সম্যান সিদ্ধান্ত জানাবেন। বেফাবী সুস্থ হলে বেফাবীই খেলা পবিচালনা কববেন। সুস্থ না হলে সিনিযব লাইন্সম্যান খেলা পবিচালনা কববেন। **(আইন— ৫ ও ৬)**

৪২। প্রশ্ন—রেফারী অসুস্থ হবার পর যদি নিরপেক্ষ লাইন্সম্যান পাওয়া না যায়, তবে ক্লাব লাইন্সম্যান কি খেলা পরিচালনা করতে পারেন?

উত্তর—পারেন, যদি দুই পক্ষ রাজি থাকে। রাজি না হলে খেলা পরিত্যক্ত হবে। **(আইন—৫ ও ৬)**

৪৩। প্রশ্ন—হাফ-টাইমে বিশ্রাম না দিয়ে, দুই দলকে পাশ পরিবর্তন করিয়ে রেফারী কি আবার খেলা আরম্ভ করতে পারেন?

উত্তর—না, পারেন না। হাফ-টাইমে খেলোয়াড়দের বিশ্রাম পাবার অধিকার আছে। বিশ্রাম সময় সাধারণত ৫ মিনিট। রেফারী ইচ্ছে করলে কম সময়ও বিশ্রাম দিতে পারেন। **(আইন—৭)**

৪৪। প্রশ্ন—রেফারী মাঠে আসবার পথে যে খেলোয়াড় রেফারীকে কটু ভাষায় গালাগালি করেছিল ঐ খেলোয়াড় খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য মাঠে নামলে রেফারী কি তাঁর অংশগ্রহণে আপত্তি করতে পারেন?

ত্তর—যদিও আইনে আছে মাঠের বাইরে রেফারীর প্রতি অভদ্র আচরণ মাঠের মধ্যে করা হয়েছে বলে ধরা হবে, তবু সেটা অপরাধী খেলোয়াড়ের বিচারের জন্য। খেলার আইন-অনুযায়ী রেফারী ঐ খেলোয়াড়ের খেলায় আপত্তি করতে পারেন না। রেফারী অবশ্যই ঐ খেলোয়াড়ের আচরণ সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন। **(আইন—৫ ও ১২)**

৪৫। প্রশ্ন—একজন খেলোয়াড় রেফারীর সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন আর ফিরে এলেন না। রেফারীর কর্তব্য কি?

উত্তর—দলের অধিনায়কের কাছ থেকে তাঁর নাম জেনে নিয়ে রেফারী সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ঘটনার রিপোর্ট করবেন। **(আইন—৫ ও ১২)**

৪৬। প্রশ্ন—শনিবার খেলা হয়েছে, রেফারী যদি মঙ্গলবার রিপোর্ট পাঠান তবে সে রিপোর্ট কি ঠিকভাবে করা হয়েছে বলে ধরা হবে?

উত্তর—হ্যাঁ। রবিবার বাদ দিয়ে দু'দিনের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে হয়। তবে প্রতিযোগিতায় নিয়ম থাকলে সে নিয়ম মানতে হবে। **(আইন—৫)**

৪৭। প্রশ্ন—কখন রেফারীর কর্তৃত্ব এবং কখন নিজ বিচারবুদ্ধিমত কাজ করার ক্ষমতা আরম্ভ হয়?

র—কিক-অফের বাঁশী বাজানো থেকে কর্তৃত্ব আরম্ভ হয়। বিচার-বুদ্ধিমত কাজ করার ক্ষমতা আরম্ভ হয় মাঠে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। **(আইন—৫)**

৪৮। প্রশ্ন—লাইন্সম্যান কিভাবে সঙ্কেত দেবেন?

উত্তর—লাইন্সম্যান পতাকা নীচু করে টাচ-লাইনের কাছাকাছি যায়গা দিয়ে ছুটবেন। সঙ্কেত দেবার সময় রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মাথার উপর পতাকা তুলে আন্দোলিত করবেন, পরে দেহের সঙ্গে রাইট-অ্যাঙ্গেলে হাত রেখে নিয়ম ভঙ্গের স্থানে পতাকা নির্দেশ করবেন।

অফ-সাইডের ক্ষেত্রে খেলোয়াড় অফ-সাইডে থাকলেই সঙ্কেত দেবেন না। কারণ, অফ-সাইডে থাকা অপরাধ নয়। যখন অফ-সাইডে থেকে বল পাবেন বা সুযোগ লাভের চেষ্টা করবেন, অথবা কোন খেলোয়াড় অফ-সাইডে থাকা খেলোয়াড়ের দিকে বল পাশ করবেন তখনই অফ-সাইডের নির্দেশ দেবেন। **(এফ এ-র উপদেশ)**

৪৯। প্রশ্ন—যদি কোন [illegible] রেফারীর পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হয় এবং রেফারীর দেওয়া সিদ্ধান্তের অসমর্থনে বার বার মাঠের মধ্যে ঢুকে এসে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন রেফারীর কর্তব্য কি হবে?

উত্তর—লাইন্সম্যানকে তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে অপর লাইন্সম্যানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘটনার রিপোর্ট করতে হবে। **(আইন—৬)**

৫০। প্রশ্ন—বার বার অভদ্র আচরণে দোষী একজন খেলোয়াড়কে রেফারী মাঠ থেকে বের ক'রে দিয়েছেন। বিশ্রাম সময়ে ঐ খেলোয়াড় রেফারীর কাছে তাঁর আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আবার খেলার অভিপ্রায় জানালেন। তাঁকে খেলার অনুমতি দেওয়া যায় কি?

উত্তর—খেলার অনুমতি দেওয়া যায় না। **(আইন—৫ ও ১২)**

৫১। প্রশ্ন—একজন সাসপেণ্ড খেলোয়াড় যদি খেলায় অংশগ্রহণ করেন, তবে রেফারী কি তাঁর অংশগ্রহণে আপত্তি করতে পারেন?

উত্তর—না পারেন না। তিনি শুধু দলের অধিনায়ককে জানাতে পারেন, ঘটনাটি রিপোর্ট করা হবে। **(এফ এ সিদ্ধান্ত)**

৫২। প্রশ্ন—যদি খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় আপনি ভুল করে ৫ মিনিট কম খেলিয়েছেন। তবে কি সেই অবস্থায় মাঠ থেকে চলে যাবেন? না, আবার খেলা আরম্ভ করবেন?

উত্তর—তখনই বাকি ৫ মিনিট খেলানো যেতে পারে যদি দুই দলকেই পাওয়া যায়। 'ড্রপ' দিয়ে অথবা খেলা শেষ করার সময় যে অবস্থা ছিল, অর্থাৎ কোন কিক বা থ্রো-ইন দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হবে **(এফ এ সিদ্ধান্ত)**

৫৩। প্রশ্ন—অতিরিক্ত সময়ের খেলা আরম্ভ করতে হলে পূর্ণ সময়ের কত পরে আরম্ভ হবে?

উত্তর—রেফারীর বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করে। **(আইন—৮)**

৫৪। প্রশ্ন—অতিরিক্ত সময়ে খেলা আরম্ভের জন্য আবার 'টস' করা কি অপরিহার্য?

উত্তর—নিশ্চয়ই **(আইন—৮)**

৫৫। প্রশ্ন—অতিরিক্ত সময় কত মিনিট খেলা হবে? মাঝের বিশ্রাম সময় কত?

উত্তর—(১) প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত সময় নির্দিষ্ট হবে। (২) অতিরিক্ত সময়ের মাঝে বিরতি দেবার বিধান নেই। তবে পার্শ্ব পরিবর্তনের জন্য সময় দিতে হবে এবং প্রতি অর্ধে সমান সময় খেলাতে হবে। **(আইন—৮)**

৫৬। প্রশ্ন—সেণ্টার ফরোয়ার্ড কিক-অফ্ করছেন। তিনি লেফ্‌ট্ আউটকে বল দেবার উদ্দেশ্যে পাশাপাশি কিক করলেন, বলটি তাঁর নিজের অর্ধাংশের মধ্য দিয়ে টাচ-লাইন পার হয়ে গেল। কিসের নির্দেশ দিতে হবে?

উত্তর—আবার কিক-অফ করাব। বলের পরিধি পার হয়ে প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে বল না গেলে খেলা আরম্ভ হতে পারে না। **(আইন—৮)**

৫৭। প্রশ্ন—দ্বিতীয়বার কিক-অফের সময় সেন্টার ফরোয়ার্ড বলটি পা দিয়ে ছুঁয়ে বলের উপর দিয়ে লাফিয়ে গেলেন, রাইট-ইন কিক করলে বল প্রতিপক্ষের গোলে ঢুকে গেল। এ ক্ষেত্রেই বা রেফারী কিসের নির্দেশ দেবেন?

উত্তর—আবার কিক-অফের। **(আইন—৮)**

৫৮। প্রশ্ন—ধরুন, কিক-অফের এই ত্রুটির জন্য ৩ মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে। এই নষ্ট সময়টা কি খেলার মধ্যে যোগ হবে?

উত্তর—না, যোগ হবে না। ঐ সময় খেলা থেকে বাদ যাবে। যথাযতভাবে কিক অফ হবার পর সময় গণনা আরম্ভ হবে। **(আইন—৮)**

৫৯। প্রশ্ন—মহকুমা কংগ্রেস কমিটির পরলোকগত সভাপতির স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় আপনি রেফারী। প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা ছিল মহকুমা শাসক বলটি কিক করে দেবার পর খেলা আরম্ভ হবে। আপনি তাঁর দ্বারা কিভাবে খেলা আরম্ভ করবেন?

উত্তর—মহকুমা শাসকের দ্বারা কিক অনুমোদন করা যাবে না। প্রতিযোগিতামূলক খেলায় খেলোয়াড় ছাড়া আর কাউকে দিয়ে কিক অফ্ করানো আইন বিরুদ্ধ। **(আইন—৮)**

৬০। প্রশ্ন—কোন খেলোয়াড় কি হাত দিয়ে গোল করতে পারেন?

উত্তর—অবশ্যই পারেন, গোল-কিপার যদি নিজ পেনাল্টি এরিয়ার মধ্য থেকে বল ছুঁড়ে গোল করেন। অপর খেলোয়াড়রাও পারেন, যদি নিজ গোলে গোল করেন। **(আইন—১০)**

৬১। প্রশ্ন—গোল-কিপারের কি পেনাল্টি-কিক করবার অধিকার আছে?

উত্তর—গোল-কিপারের সব কিক করবার অধিকার আছে। **(আইন—৩)**

৬২। প্রশ্ন—রেফারী বল 'ড্রপ' দিচ্ছেন। মাটিতে বল পড়বার আগেই একজন খেলোয়াড় বল শট করে দিলেন। রেফারী কি করবেন?

উত্তর—রেফারী আবার 'ড্রপ' দিয়ে খেলা আরম্ভ করবেন। প্রয়োজন বোধে খেলোয়াড়কে সতর্কও করে দিতে পারেন। **(আইন—৮ ও ১২)**

৬৩। প্রশ্ন—গোল-কিপার নিজ এরিয়ার মধ্যেই আছেন, কিন্তু শূন্যে তাঁর হাতে ধরা বল রয়েছে গোল-লাইনের বাইরে। কিসের নির্দেশ দিতে হবে।

উত্তর—খেলা চলার সময় দুই গোলপোস্টের মধ্যে হলে গোলের, দুই গোলপোস্টের বাইরে হলে কর্নারের। অবশ্য যদি মাঠের মধ্যে বল ধরার পর এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। **(আইন—৯)**

৬৪। প্রশ্ন—একটি গোল রক্ষা করবার সময় গোল-কিপার বল ধরে নেটের মধ্যে পড়ে গেছেন, কিন্তু তার হাতে ধরা বলের সামান্য অংশ গোল-লাইনের উপর রয়েছে। গোল হবে কি?

উত্তর—না, গোল হবে না। বলের **সম্পূর্ণ অংশ** গোললাইন পার না হলে গোল হয় না। **(আইন—১০)**

৲

৬৫। প্রশ্ন—গোল-লাইন যদি ৩ ইঞ্চি চওড়া থাকে, আর গোল-পোস্ট যদি ৫ ইঞ্চি চওড়া থাকে এবং গোল-পোস্ট ও গোল-লাইনের বহির্মুখ সমান না থাকে, তবে বল গোল-লাইন পার হয়ে গেলে কি গোল হবে?

উত্তর—আইন অনুযায়ী গোল লাইন পার হলে গোল হবে। কিন্তু খেলা আরম্ভের আগে গোল-পোস্টের সঙ্গে সমান করে গোল লাইন টেনে মাঠের ঐ ত্রুটি শুধরে নেওয়া উচিত। **(আইন—১ ও ১০)**

৬৬। প্রশ্ন—রেফারী বল 'ড্রপ' দিচ্ছেন, বল মাটিতে পড়বার আগে 'এ' দলের ব্যাক নিজ পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে 'বি' দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ডের মুখে ঘুসি মারলেন। রেফারী কি পেনাল্টির নির্দেশ দেবেন? যদি পেনাল্টি না দেন কিভাবে আবার খেলা আরম্ভ করাবেন?

উত্তর—রেফারী এ' দলের ব্যাককে মাঠ থেকে বের করে দিয়ে আবার বল ড্রপ' দিয়ে খেলা আরম্ভ করবেন। কারণ, ব্যাক ঘুসি মারার সময় বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য ছিল না 'ড্রপ' দেওয়া বল মাটি স্পর্শ করলে খেলার মধ্যে বলে গণ্য হয় **(আইন—১২ ও ৮)।**

৬৭। প্রশ্ন—রেফারী খেলা আরম্ভের বাঁশী বাজাতেই যারা কিক-অফ্ করছিল তাদের প্রতিপক্ষ দলের একজন ফরোয়ার্ড হাফওয়ে লাইন পার হয়ে অপরের অর্ধাংশে ঢুকে পড়ল। রেফারীর কর্তব্য কি?

উত্তর—অনুপ্রবেশকারী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দিয়ে আবার কিক অফের আদেশ দেওয়া কারণ যথাযথভাবে কিক অফ হবার আগে কোন খেলোয়াড়ের হাফওয়ে লাইন পার হয়ে অপরের সীমায় যাবার অধিকার নেই **(আইন—১২ ও ৮)।**

৬৮। প্রশ্ন—কিক-অফের সময় নীচে লেখা ঘটনাগুলি ঘটতে পারে। প্রতিক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত কি এবং কেন?

(এ) সেণ্টার ফরোয়ার্ড পেছন দিকে কিক করে নিজের হাফ-ব্যাককে বল দিলেন;

(বি) সেণ্টার ফরোয়ার্ড কিক করলে বলটি মাত্র ২ ফুট এগিয়ে গেল। সেণ্টার ফরোয়ার্ড আবার বল কিক করলেন;

(সি) সেণ্টার ফরোয়ার্ড বাতাসের সহায়তায় জোরে কিক করে সরাসরি গোল করে দিলেন

(ডি) সেণ্টার ফরোয়ার্ড লেফ্‌ট্‌-আউটকে বল পাস করলে লেফ্‌ট্‌-আউট প্রতিপক্ষের সবাইকে কাটিয়ে গোল করলেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের কেউ বল স্পর্শ করেননি।

উত্তর—(এ) আবার কিক অফ করতে হবে। কারণ কিক অফের সময় বল অবশ্যই সামনের দিকে কিক করে প্রতিপক্ষের অর্ধে পাঠাতে হয়। **(বি)** আবার কিক অফ্ করতে হবে কারণ, বল তার পরিধি অতিক্রম না করলে খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে না। **(সি)** অপর দল গোল-কিক করবে। কারণ কিক অফ্ থেকে সরাসরি গোল হয় না। **(ডি)** গোল হবে। একজনের কিক অফের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় গোল করেছেন। প্রতিপক্ষের স্পর্শ না হলেও কিছু আসে যায় না। **(এ, বি ও সি : আইন—৮, ডি : আইন—১০)**

৬৯। প্রশ্ন—খেলা আরম্ভের পর জোর বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, শেষদিকে মুষলধারে বৃষ্টির ফলে মাঠ ভেসে যাওয়ায় রেফারী ৪ মিনিট আগে যখন খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন তখন একটি দল ৯-১ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ফলাফল কি বহাল থাকবে?

উত্তর—রেফারী যখন খেলা বন্ধ করবেন তখনকার ফলাফলই বহাল থাকবে—প্রতিযোগিতার যদি এমন কোন নিয়ম না থাকে, তবে আবার খেলাটি পুরো সময় খেলাতে হবে। আইন অনুযায়ী অসমাপ্ত খেলার ফলাফল বহাল থাকে না। **(আইন—৭)**

৭০। প্রশ্ন—মাঝমাঠের কাছাকাছি বল। দু'জন লাইন্সম্যান পতাকা আন্দোলন করছেন। রেফারী খেলা থামালে একজন বললেন লাল দলের লেফ্‌ট্‌-ইন ফাউল করেছে, আর একজন বললেন নীল দলের রাইট-ইনের হ্যাণ্ডবল হয়েছে। রেফারী কার কথা শুনবেন?

উত্তর—কারো কথাই নয়। কারণ, তিনি নিজে কিছুই দেখেননি, 'ড্রপ' দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন। **(আইন—৫)**

৭১। প্রশ্ন—বল কখন 'মরা' অবস্থায় বলে ধরা হয়?

উত্তর—বলের সম্পূর্ণ অংশ যখন মাটির উপর দিয়ে অথবা শূন্যে গোল-লাইন ও টাচ-লাইন অতিক্রম করে এবং রেফারী খেলা বন্ধ করবার পর যতক্ষণ আইন-সম্মতভাবে খেলা আবার আরম্ভ না হয়। **(আইন—৯)**

৭২। প্রশ্ন—কর্নার ফ্লাগপোস্টে বল লেগে মাঠের মধ্যেই ফিরে এসেছে। সিদ্ধান্ত কি?

উত্তর—কিছুই না। খেলা চলতে থাকবে। **(আইন—৯)**

৭৩। প্রশ্ন—ধরুন, কর্নার ফ্লাগ-পোস্ট উৎপাটিত করে বল ঠিক কোন দিয়ে মাঠের বাইরে চলে গেল। কি হবে? থ্রো ইন্, কর্নার-কিক, না গোল কিক?

উত্তর—কিছুই হবে না। 'ড্রপ' দিয়ে খেলা আরম্ভ হবে। **(আইন—৯ ও ৫)**

৭৪। প্রশ্ন—মাঠের মধ্যরেখার পাশের ফ্লাগ-পোস্টে বল লেগে আবার মাঠের মধ্যেই ফিরে এসেছে। কিসের নির্দেশ দেবেন?

উত্তর—থ্রো-ইনের। **(আইন—৯)**

৭৫। প্রশ্ন—দুই পক্ষের দুজনের পায়ে লেগে বল টাচ-লাইন পার হয়ে গেছে। কারা থ্রো-ইন্ পাবে?

উত্তর—কেউই থ্রো-ইন্ পাবে না। 'ড্রপ' দিয়ে খেলা আরম্ভ হবে। **(আইন—৫)**

৭৬। প্রশ্ন—গোলের বাইরে দিয়ে বল গোল-লাইন অতিক্রম করলে কোনো ক্ষেত্রে কি গোলের নির্দেশ দেওয়া যায়?

উত্তর—যায় শুধু একটি ক্ষেত্রে। যদি কোন কারণে ক্রস-বার স্থানচ্যুত হয়, তখন বল গোলের উপর দিয়ে গোল-লাইন অতিক্রম করলে রেফারী যদি মনে করেন ক্রস-বার যথাস্থানে থাকলে তার নীচ দিয়ে বল গোলে প্রবেশ করত, তাহলে রেফারী গোলের নির্দেশ দিতে পারেন। **(আইন—১০)**

৭৭। প্রশ্ন—একটি কালা-বোবা দলের সঙ্গে অধ্যাপক একাদশের ফুটবল খেলায় রেফারীর দায়িত্ব পালন করতে হলে আপনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবেন? কালা-বোবা খেলোয়াড়রা তো আপনার বাঁশীর শব্দ শুনতে পাবে না।

উত্তর—বাঁশীর সঙ্গে একটি পতাকা নিয়ে খেলা পরিচালনা করতে হবে। **(রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণা)**

৭৮। প্রশ্ন—ফাঁকা গোলে শট করা হয়েছে। অবধারিত গোল হবে। এমন সময় একটি কুকুর মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং গোলের মুখে কুকুরের গায়ে বল লেগে গোল বেঁচে গেল। রেফারী কি সিদ্ধান্ত দেবেন? গোল দেবেন কি?

উত্তর—না। যেখানে কুকুরের গায়ে বল লেগেছে ঐ যায়গায় 'ড্রপ' দিয়ে খেলা আরম্ভ করবেন। **(আইন—১০)**

৭৯। প্রশ্ন—ইস্টার্ন রেল দল গোল-কিক করছে। ইস্টার্নের রাইট আউট অপরদিকে বি এন রেলের সীমানার মধ্যে শুধু গোল-কিপারকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। গোল-কিক থেকে তিনি সরাসরি বল পেয়ে বি এন রেলের গোলে বলটি মেরে গোল করলেন। অফ্-সাইডের জন্য গোল বাতিল হবে কি?

উত্তর—না, গোল বাতিল হবে না। গোল-কিকের সময় অফ্-সাইডের বালাই নেই। **(আইন—১১)**

৮০। প্রশ্ন—প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের মুখে ব্যাক নেটের মধ্যে চলে গেছেন। প্রতিপক্ষের লেফ্‌ট্ আউট বল পেয়ে সামনের দিকে যখন সেন্টার ফরোয়ার্ডকে বল পাস করেছেন তাব আগেই সেন্টার ফরোয়ার্ডের সামনে শুধু গোল-কিপার। সেন্টার ফরোয়ার্ড গোল করলে গোলটি কি অফ্-সাইড দুষ্ট হবে?

উত্তর—না,আইনসিদ্ধ গোল। ব্যাক নেটের মধ্যে আছেন। **(আইন—১০ ও ১১)**

৮১। প্রশ্ন—গোল-এরিয়ার মধ্য থেকে আক্রমণকারী দল ইন্-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করছে। দুই গোল্-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপরে রক্ষণকারী দলের পাঁচ ছয় জন খেলোয়াড় 'ওয়াল' দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আক্রমণ দলের একজন খেলোয়াড়ও ঐ 'ওয়ালের' লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফ্রি-কিক তাঁর পায়ে লেগে গোলে ঢুকে গেল। গোল হবে কি?

উত্তর—না, গোল হবে না। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দেব সঙ্গে একই লাইনে দাঁড়াবার ফলে আক্রমণ দলের ঐ খেলোযাড় বল কিক করবার সঙ্গে সঙ্গে অফ্-সাইড হযে যাবেন। **(আইন—১১)**

৮২। প্রশ্ন—রক্ষণদলের গোল-কিপার যদি বল ধরে গোল-লাইনের উপরই প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের মুখে বল ছুঁড়ে দেন?

উত্তর—গোল-কিপারের বিরুদ্ধে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকেব নির্দেশ দিতে হবে। **(আইন—১২)**

৮৩। প্রশ্ন—নীচের দু'টি ক্ষেত্রে রেফারী হিসাবে আপনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন?

(এ) অফ্-সাইডে অবস্থান করছেন, এই কথা বুঝতে পেরে আক্রমণ দলের একজন ফরোয়ার্ড মাঠেব বাইরে চলে গেলেন। অবশ্যই সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি দেখাতে চান যে, তিনি বল খেলছেন না, প্রতিপক্ষের বাধাও সৃষ্টি করছেন না।

(বি) অপরদিকে প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ডকে অফ্-সাইডে ফেলবার জন্য রক্ষণকাবী দলের ব্যাক মাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

উত্তব—(এ) রেফারীর কিছুই করণীয় নেই। অবশ্য ঐ খেলোযাড় যদি দুষ্ট বুদ্ধি নিয়ে মাঠ থেকে বেরিযে গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গেই খেলায় যোগ দেন তবে অ্যাডভাণ্টেজ সাপেক্ষ অফ্-সাইডের নির্দেশ দিতে হবে। খেলোযাড়েব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিচাব-বিবেচনাব অধিকারী একমাত্র রেফারী। **(আইন—১১ ও ৫)**

(বি) অফ্-সাইড হবে না, খেলা চলতে থাকবে। বল 'ডেড' হলে মাঠের বাইরে যাওয়া ব্যাককে অ-খেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য সতর্ক করে দিতে হবে। **(আইন—১১ ও ১২)**

৮৪। প্রশ্ন—বলটি লাল দলের গোলের পাশে গোল-লাইনের দিকে যাচ্ছে। লাল দলের ব্যাক বল আয়ত্বে পেয়ে এমনভাবে বলটি আগুলে রেখে বলকে গোল-লাইন অতিক্রম করতে দিচ্ছেন যাতে নীল দলের ফরোয়ার্ড বল খেলতে না পারেন। অবরোধ সৃষ্টির জন্য লাল দলের বিরুদ্ধে কি ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেওয়া হবে?

উত্তর—এই অবস্থায় যদি লাল দলের খেলোয়াড় আগে বলটি আয়ত্তে পেয়ে থাকেন তবে শাস্তির আওতায় পড়বেন না। **(আইন—১২)**

৮৫। প্রশ্ন—প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের দুইজন বলের জন্য ছুটে যাচ্ছেন। একজন চেঁচিয়ে বললেন—'এটা আমার বল, নাও দেখি কেমন পার'? রেফারীর কিছু করণীয় আছে কি?

উত্তর—আছে। অভদ্র আচরণের জন্য যিনি চীৎকার করেছেন তার বিরুদ্ধে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিতে হবে। **(আইন—১২)**

৮৬। প্রশ্ন—রেফারী হিসাবে আপনি দেখলেন একজন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের ঘুসি খেয়ে আর একজন তাকে পর পর তিনটি ঘুসি মারলেন। কর্তব্য কি?

উত্তর—দুইজন খেলোয়াড়কেই মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে। এবং প্রথম অপরাধীর অপরাধ অনুযায়ী কিকের নির্দেশ দিতে হবে। **(আইন—১২)**

৮৭। প্রশ্ন—আপনি একটি গোলের নির্দেশ দেবার পর, যারা গোল খেয়েছেন তাঁদের পাঁচ সাতজন খেলোয়াড় আপনাকে ঘিরে ধরে গোলের যুক্তিযুক্ততায় আপত্তি জানাতে আরম্ভ করলেন। আপনি কি করবেন?

উত্তর—ঐ আচরণের জন্য খেলোয়াড়দের 'সতর্ক' করে দিতে হবে। **(আইন—১২)**

৮৮। প্রশ্ন—খেলা চলছে, একজন খেলোয়াড় রেফারীকে গালাগালি করায় রেফারী খেলা থামিয়ে ঐ খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছেন। কি ভাবে আবার খেলা আরম্ভ করবেন? 'ড্রপ' দিয়ে?

র—না, ঐ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দিয়ে। **(আইন—১২)**

৮৯। প্রশ্ন—উপরের ঐ ঘটনায় কোথা থেকে কিক নেওয়া হবে?

উত্তর—খেলোয়াড় যেখানে দাঁড়িয়ে রেফারীকে গালাগালি করেছেন, সেখান থেকে। **(আইন—১২)**

৯০। প্রশ্ন—আহত হয়ে একজন খেলোয়াড় মাঠের বাইরে গিয়েছিলেন, রেফারীর বিনা অনুমতিতে মাঠে ঢুকে তিনি হ্যান্ডবল করলেন। বিনা অনুমতিতে মাঠে ঢোকার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেবেন? না, হ্যান্ডবলের জন্য ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেবেন?

উত্তর—হ্যান্ডবলের জন্য ডিরেক্ট ফ্রি-কিক। কারণ, দুই অপরাধের মধ্যে ওটাই বড় অপরাধ। **(আইন—১২)**

৯১। প্রশ্ন—গোল-কিপারকে কখন আইনসম্মতভাবে চার্জ করা যায়?

উত্তর—যখন গোল-এরিয়ার মধ্যে বল ধরে থাকেন বা প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করেন এবং যখন গোল-এরিয়ার বাইরে চলে আসেন। **(আইন—১২)**

৯২। প্রশ্ন—গোল-কিপার বল ধরে ৪ পা যাবার পর, শূন্যে বল ছুঁড়ে দিয়ে আবার ধরে কিংবা হাতে ধরা বল মাটিতে ঠুকে আবার ৩ পা এগিয়ে গেলেন। কিছু নিয়মভঙ্গ হল কি?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ৪ পা যাবার পর বল অবশ্যই মাটিতে 'বাউন্স' করিয়ে বলের সংগে সংস্রবমুক্ত হতে হবে। **(আইন—১২)**

৯৩। প্রশ্ন—প্রতিপক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত গোল-কিপার কি ডাইভ দিয়ে বল ধরে সেই বলের উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় শুয়ে থাকতে পারেন?

উত্তর—না, পারেন না। গোল-কিপারকে সতর্ক করে তাঁর বিরুদ্ধে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দিতে হবে। **(আইন—১২)**

৯৪। প্রশ্ন—রক্ষণকারী দলের ব্যাক একটি ক্ষেত্রে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে এরিয়ার বাইরে—হ্যাণ্ডবল করেছেন, আর একটি ক্ষেত্রে পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে এরিয়ার মধ্যের বল হাত দিয়ে আটকিয়েছেন। কোন ক্ষেত্রে কি শাস্তি?

উত্তর—প্রথম ক্ষেত্রে ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পেনাল্টি-কিক। কারণ, অপরাধীর স্থান নয় অপরাধের স্থানই বিবেচ্য। **(আইন—১২)**

৯৫। প্রশ্ন—গোল-কিপার নিজ গোল-এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বলটি ধরবার সংগে সংগে প্রতিপক্ষের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড বুক দিয়ে ঠেলে বল সমেত গোল-কিপারকে নেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। গোল হবে কি?

উত্তর—না, গোল হবে না। সেণ্টার ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিতে হবে। বুক দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঠেলে দেওয়া ফেয়ার চার্জ নয়—পুসিং। অতিমাত্রায় শক্তি প্রয়োগ না করে শুধু কাঁধ দিয়ে চার্জ করা হচ্ছে আইন সম্মত চার্জ। **(আইন—১২)**

৯৬। প্রশ্ন—মহীশূর একাদশ ও দিল্লি একাদশের খেলায় মহীশূরের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড আঘাত পেয়ে রেফারীর অনুমতি নিয়ে মাঠের বাইরে যাচ্ছেন, খেলা তখন চলছে, হঠাৎ ঐ সেণ্টার-ফরোয়ার্ড বল পেয়ে গোল করে দিলেন। গোলটি কি গ্রাহ্য হবে?

উত্তর—মহীশূরের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড রেফারীর অনুমতি নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন—এই ঘটনা যদি দিল্লির খেলোয়াড়দের জানা না থাকে তবে গোল গ্রাহ্য হবে, জানা থাকলে গোল গ্রাহ্য হবে না। **(এফ এ সিদ্ধান্ত)**

৯৭। প্রশ্ন—প্রতিপক্ষের ফ্রি-কিকের সময় রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড় কখন বল থেকে ১০ গজের মধ্যে দাঁড়াতে পারেন?

উত্তর—যখন বল থেকে নিজেদের গোলের দূরত্ব ১০ গজের কম থাকে তখন, অবশ্যই দুই গোল-পোস্টের মধ্যে এবং গোল-লাইনের উপরে। **(আইন—১৩)**

৯৮। প্রশ্ন—সময় নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে কোন দল যদি ইচ্ছে করে বার বার বাইরে বল মারে, রেফারীর কিছু করণীয় আছে কি?

উত্তর—নিশ্চয়ই। রেফারী খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দেবেন এবং নষ্ট সময় খেলার মধ্যে যোগ করবেন। **(আইন—১২, ৫ ও ৭)**

৯৯। প্রশ্ন—আপনার গোল-কিক পেনাল্টি এরিয়া পার হয়ে রেফারীর গায়ে লেগে ফিরে এসে আপনার গোলেই বল ঢুকে গেল। কি সিদ্ধান্ত দিতে হবে?

উত্তর—কর্নার কিকের। নিজের কিকই সরাসরি নিজের গোলে ঢুকেছে, রেফারীর গায়ে লাগা উপেক্ষণীয়। **(আইন—১৩)**

১০০। প্রশ্ন—ঠিক উপরের ঐ ঘটনায় বল গোলে ঢোকার সময় যদি গোল-কিপারের হাতে লেগে গোলে ঢুকত?

উত্তর—তাহলে গোলের নির্দেশ দিতে হত। **(আইন—১০)**

১০১। প্রশ্ন—রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট একটি দল মাঠ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মিনিট পরে আবার ফিরে এসে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করল। রেফারী খেলা আরম্ভ করবেন কি?

উত্তর—না। মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়া চরম অ-খেলোয়াড়সুলভ আচরণ। **(রেফারী এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত)**

১০২। প্রশ্ন—অন্য পুলিস দলকে তাদের পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্য থেকে ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যাক নিজ গোল-কিপারকে বল দেবার উদ্দেশ্যে আস্তে কিক করতেই বল গোল-কিপারের হাত ফসকে গোলে ঢুকে গেল। রেফারী হিসাবে আপনি কি সিদ্ধান্ত দেবেন?

উত্তর—আবাব কিক করবাব। কারণ, পেনাল্টি-এরিষার মধ্য থেকে রক্ষণকাবী দলেব যে কোন কিক পেনাল্টি-এবিয়া পার করে খেলাব মাঠেব মধ্যে পাঠাতে হয। **(আইন—১৩)**

১০৩। প্রশ্ন—সেণ্টার-ফরোয়ার্ড পেনাল্টি-কিক করলে কিকের ত্রুটিতে বল মাত্র এক ফুট সামনে গিয়ে থেমে গেল। তখন দলের রাইট-ইন্‌ দৌড়ে গিয়ে কিক করে গোল করলেন। গোল হবে কি?

উত্তব—না, গোল হবে না। রাইট-ইন কিক করাব আগে বল তাব পরিধি অতিক্রম করেনি। **(আইন—১৪)**

১০৪। প্রশ্ন—পেনাল্টি-কিক কববার পর বল ক্রস-বারে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে রেফারীর গায়ে লেগে গোলে ঢুকে গেল। গোল-কিপার বল প্রতিরোধেব কোন সুযোগই পেলেন না। এ ক্ষেত্রে কি গোল হবে?

উত্তব—হবে। ঘটনাটি দুঃখেব, কিন্তু গোল দেওযা ছাড়া রেফাবীব গত্যন্তর নেই। **(আইন—১৪ ও ৯)**

১০৫। প্রশ্ন—আপনি পেনাল্টি-কিক করছেন। কিকেব আগে আপনার সহ-খেলোয়াড় পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং আপনার কিক গোলের বাইরে দিয়ে চলে গেল। রেফারী কি করবেন?

উত্তর—কিছুই না। প্রতিপক্ষেব গোল-কিক দিয়ে খেলা আবম্ভ হবে। **(আইন—১৪)**

১০৬। প্রশ্ন—আপনার ঐ কিকে যদি গোল হত?

উত্তর—আবাব পেনাল্টি-কিক করবাব জন্য নির্দেশ দিতে হত। **(আইন—১৪)**

১০৭। প্রশ্ন—পেনাল্টি-কিকের সময় কিকাব কি পেনাল্টি-এরিয়াব বাইরে থেকে ছুটে গিয়ে বল কিক করতে পারেন?

উত্তর—আইনে আছে, কিকাব ও গোল-কিপাব ছাড়া আন সব খেলোযাড় মাঠেব মধ্যে কিন্তু পেনাল্টি-এরিয়ার বাইবে এবং বল থেকে ১০ গজ দূবে থাকবেন। আইনেব আবও নির্দেশ গোল-কিপারকে অবশ্যই দুই গোল-পোস্টেব মধ্যে এবং গোল-লাইনেব উপবে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু কিকারেব অবস্থান সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা আবোপ কবা নেই। সুতবাং কিকার যদি এবিয়াব বাইবে থেকে ছুটে এসে কিক করেন তবে আইনের লঙ্ঘন হয় না। **(আইন—১৪)**

১০৮। প্রশ্ন—পেনাল্টি-কিকের সময় গোল-কিপাব দুই পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর না দাঁড়ালে রেফারী কি সেখানে দাঁড়াবার জন্য তাকে বাধ্য কবতে পারেন?

উত্তর—পাবেন। **(আইন—১৪)**

১০৯। প্রশ্ন—আন্তঃ জেলা ফুটবলে জলপাইগুড়ি ও মালদার খেলায় জলপাইগুড়ির ব্যাক পেনাল্টি-কিক করতে গিয়ে পেছনদিকে আস্তে কিক করে দিলে সেণ্টার ফরোয়ার্ড সজোরে কিক করে গোল করলেন। কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে?

উত্তর—জলপাইগুড়ির ব্যাকেব বিবুদ্ধে ইন-ডিবেক্ট ফ্রি-কিক। কারণ পেনাল্টি-কিক অবশ্যই সামনের দিকে মারতে হবে। পেছনদিকে মাবার শাস্তি ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক। **(আইন ১৪)**

১১০। প্রশ্ন—আই এফ এ শীল্ডে বর্ধমান জেলা দলের সংগে গৌহাটি মহারানা ক্লাবের খেলায় গৌহাটি পেনাল্টি-কিক পেয়েছে। সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডান পায়ে পেনাল্টি-কিক করবার ভান করতেই বর্ধমানের গোল-কিপার একদিকে ডাইভ দিলেন, তখন সেণ্টার-ফরোয়ার্ড বাঁ পায়ে অপরদিকে কিক করে গোল করলেন। গোলটি কি আইনগ্রাহ্য?

উত্তর—হ্যাঁ, আইনগ্রাহ্য। কিক করার এই পদ্ধতি খেলার কলা-কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। **(এফ এ সিদ্ধান্ত)**

১১১। প্রশ্ন—'এক্স' দলের হাফ ব্যাক বল থ্রো-ইন্ করছেন। টাচ-লাইনের বেশ দূরে থেকে থ্রো করবার পর বল মাটিতে পড়ে মাঠের মধ্যে ঢুকল। রেফারীর কিছু করণীয় আছে কি?

উত্তর—আবার থ্রো-ইন্ কবার আদেশ দিতে হবে। বল থ্রো করে সরাসরি মাঠেব মধ্যে ফেলতে হয, বাউন্স করিযে মাঠের মধ্যে দেওযা যায় না। **(আইন—১৫)**

১১২। প্রশ্ন—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলায় মোহনবাগান গোল-কিক করছে। নীচেয় লেখা ঘটনাগুলিতে আপনি কি সিদ্ধান্ত দেবেন? কেন দেবেন এবং খেলা বন্ধ করলে আবার কিভাবে খেলা আরম্ভ করবেন?

(এ) গোল-কিপার মিস্-কিক করায় বল মাত্র দু'তিন গজ যেয়ে থেমে গেছে। গোল-কিপার আবার এগিয়ে গিয়ে বলটি জোরে কিক করে দিলেন।

(বি) হাওয়ার বিপক্ষে ব্যাক কিক করলে বলটি মোহনবাগান পেনাল্টি-এরিয়া পার হয়ে আবার গোলের দিকেই ফিরে আসতে আরম্ভ করে। গোল বাঁচাতে গিয়ে ঐ ব্যাক বল ঘুঁসি মেরে ক্রসবারের উপর দিয়ে তুলে দেন।

(সি) গোল-কিপার হাওয়ার বিরুদ্ধে কিক করলে এবারও পেনাল্টি-এরিয়া পার হয়ে হাওয়ায় ভেসে বল মোহনবাগান গোলের দিকে ফিরে আসে, গোল-কিপাব বল ধরতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বল তার হাত ফস্কে গোলে প্রবেশ করে।

(ডি) পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে দাঁড়ানো ব্যাকের কাছে বল কিক করে দেবার উদ্দেশ্যে গোল-কিপার কিক করলে বল পেনাল্টি-এরিয়া পার হবাব আগেই ইস্টবেঙ্গলের একজন ফরোয়ার্ড বলটি ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়লে গোল-কিপার তাঁকে প্রবলবেগে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন।

(ই) গোল-কিপার কিক করলে বলটি পেনাল্টি-এরিয়া পার হয়ে যায়, কিন্তু সেখানে নিজেদের কোন খেলোয়াড় নেই দেখে গোল-কিপার দৌড়ে গিয়ে বলটি হাতে ধরে জোরে কিক করে দেন।

(এফ) ব্যাক কিক করলে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে দাঁড়ানো রেফারীর গায়ে লেগে বল মোহনবাগানেরই গোলে ঢুকে যায়।

(জি) ব্যাক কিক করলে এবার বল পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে দাঁড়ানো রেফারীর গায়ে লেগে মোহনবাগানের গোলে ঢোকে।

উত্তর—(এ) আবার গোল-কিক করতে হবে। কারণ, বল পেনাল্টি-সীমা পাব না হলে খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে না। **(আইন—১৬)**

(বি) অপর পক্ষ পেনাল্টি-কিক পাবে। কাবণ, বল পেনাল্টি-এরিযা পার হয়ে ফিরে আসার পর ব্যাক দু'টি অপরাধ করেছেন। আর কারো স্পর্শের আগে নিজে দ্বিতীয়বাব বল স্পর্শ করেছেন এবং হ্যান্ডবল করেছেন, দুই অপরাধেব মধ্যে বড় অপরাধ, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হ্যান্ডবলের জন্য শাস্তি দিতে হবে। **(আইন—১২)**

(সি) গোল-কিপার যেখানে বল দ্বিতীয়বার স্পর্শ করেছেন সেখান থেকে বিপক্ষ দল ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক পাবে। কারণ, গোল-কিক খেলার মধ্যে গিয়ে ফিবে এসেছে এবং আর কারো স্পর্শের আগে গোল-কিপার দ্বিতীয়বার বল খেলেছেন। **(আইন—১৬)**

(ডি) অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী গোল-কিপারকে সতর্ক করে দিয়ে কিংবা মাঠ থেকে বের করে দিয়ে আবার গোল-কিক করার নির্দেশ দিতে হবে। কারণ, গোল-কিপারের অপরাধেব সময় বল খেলাব মধ্যে বলে গণ্য ছিল না। সুতরাং পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া চলে না। **(আইন—১২)**

(ই) অপরপক্ষ ডিরেক্ট ফ্রি-কিক পাবে। কারণ, এখানেও গোল-কিপারের দু'টি অপরাধ দ্বিতীয়বাব বল স্পর্শ এবং পেনাল্টি-এরিযার বাইবে গিযে হ্যাণ্ডবল কবা। বড় অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে হবে। **(আইন—১২)**

(এফ) আবার গোল-কিক করতে হবে। কাবণ গোল-কিক পেনাল্টি-এরিযা পাব হয়ে খেলার মধ্যে যাযনি **(আইন—১৬)**

(জি) বিপক্ষ কর্নাব-কিক পাবে। কারণ, গোল-কিক পেনাল্টি-এরিযা পাব হবার পর রেফারীর গায়ে লেগে নিজেদেব গোলে ঢুকেছে। বেফাবীর গাযে বল লাগাব ঘটনা বাদ দিতে হবে। নিজেদের কিক নিজেদেব গোলে সরাসরি ঢুকলে গোল হয না, হয কর্নার কিক। **(আইন—১৬ ও ১৭)**

১১৩। প্রশ্ন—গোল-কিপার তাঁর যায়গায় নেই, বিপদ আন্দাজ করে ব্যাক যখন নিজের গোলের দিকে গোল-কিপারের স্থান পূরণ করবার জন্য ছুটে যাচ্ছেন তখন আক্রমণ দলের রাইট আউটেব গোল লক্ষ কবা শট পেছন দিক থেকে এসে ব্যাকের হাতে লাগল এবং গোল বেঁচে গেল। পেনাল্টিব নির্দেশ দেবেন কি?

উত্তব—না; কিছুরই নির্দেশ দেওযা যাবে না; অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল **(আইন—১২)**

১১৪। প্রশ্ন—রেফারীকে যে সব জিনিষ সঙ্গে করে মাঠে উপস্থিত হতে হয় তার মধ্যে ছুরি অন্যতম। ছুরির প্রয়োজন কি?

উত্তর—প্রযোজন মত পেন্সিল ও বলেব লেসেব বার্ডাত অংশ কাটাব জন্য। **(রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণা)**

১১৫। প্রশ্ন—একটি আক্রমণের মুখে আক্রমণ দলের রাইট-আউট ও রক্ষণ দলের গোল-কিপার নেটের মধ্যে ঢুকে গেলেন, বল গোল পোস্টে লেগে মাঠের মধ্যেই রইল। এখন গোল-কিপার মাঠে আসতে চান, কিন্তু রাইট-আউট তাঁকে আটকে রেখেছেন। এই সময় আক্রমণ দলের রাইট-ইন গোল করে দিলেন। কি সিদ্ধান্ত দিতে হবে এবং কিভাবে আবার খেলা আরম্ভ হবে?

উত্তর—গোল বাতিল কবে, গোল-কিপাবকে আটকে রাখাব জন্য বাইট-আউটকে সতর্ক করতে হবে এবং যেখান থেকে বল মেবে গোল কবা হয়েছে সেখানে 'ড্রপ' দিযে খেলা আবম্ভ কবতে হবে। মাঠেব বাইবে ঘটনাটি ঘটেছে বলে রাইট-আউটেব বিরুদ্ধে কোন কিকেব নির্দেশ দেওয়া যাবে না। **(এফ এ সিদ্ধান্ত)**

১১৬। প্রশ্ন—'এ' দলের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড গোল করতে উদ্যত, 'বি' দলের ব্যাক পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে তাঁকে মারাত্মকভাবে ফাউল করলেন। এ ক্ষেত্রে ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া উচিত. কিন্তু যেহেতু বলটি সেণ্টার ফবোয়ার্ডের আয়ত্বে আছে এবং তাঁর গোল করবার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে সেহেতু রেফারী অ্যাডভাণ্টেজ দিয়ে কোন নির্দেশ দিলেন না। এখন সেণ্টার-ফরোয়ার্ড যদি গোল করতে না পারেন তাহলে রেফারী কি ব্যাকের মারাত্মক ফাউলের জন্য ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দিতে পারেন?

উত্তর—না, আর ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দিতে পারেন না। তবে ব্যাকের ফাউলের গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যাককে সতর্ক করতে কিংবা মাঠ থেকে বের করে দিতে পারেন। **(আইন—১২)**

১১৭। প্রশ্ন—গোল-লাইনের একটু পেছনে গোল-কিপার বল ধরার সঙ্গে সঙ্গে রেফারী গোলের নির্দেশ দিলেন। লাইন্সম্যান রেফারীকে বোঝালেন, গোল-কিপার গোল-লাইনের পেছনে থাকলেও তাঁর হাতে ধরা বল ছিল গোল-লাইনের উপরে। লাইন্সম্যানের কথায় রেফারী গোল নাকচ করলেন। এখন তিনি আবার খেলা আরম্ভ করবেন কি ভাবে?

উত্তর—উপায় নেই। গোল লাইনের উপরে বল ড্রপ দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হবে। **(আইন—১০)**

১১৮। প্রশ্ন—খেলা চলছে, খেলার কারণে বচসা হতে হতে 'এ' দলের ব্যাক পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে 'এ' দলের হাফ-ব্যাককে ঘুসি মারলেন। রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দিতে পারেন কি?

উত্তর—না, বিপক্ষ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ফাউল না করলে পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে রেফারী অভদ্র আচরণের গুরুত্ব অনুযায়ী খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে পারেন এবং ইন ডিরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দিতে পারেন। **(আইন—১২)**

১১৯। প্রশ্ন—খেলতে খেলতে 'এক্স' দলের লেফ্‌ট্‌-আউট ও 'ওয়াই' দলের রাইট-হাফ মাঠের বাইরে চলে গিয়ে মারামারি আরম্ভ করেছেন, বল কিন্তু রয়েছে মাঠের মধ্যে এবং খেলার মধ্যে। রেফারীর কর্তব্য কি?

উত্তর—খেলাটি বন্ধ করে দুইজন খেলোয়াড়কেই খেলা থেকে বের করে দেবেন এবং খেলা বন্ধ করার সময় যেখানে বল ছিল সেখানে ড্রপ দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন। মাঠের বাইরে অপরাধের জন্য কোন কিকের নির্দেশ দেবেন না। **(আইন—১২)**

১২০। প্রশ্ন—মহমেডান স্পোর্টিংয়ের রাইট হাফ-ব্যাক সামান্য আঘাত পেয়ে রেফারীর অনুমতি নিয়ে মাঠের বাইরে গেছেন এবং টাচ-লাইনের পাশে বসে আছেন। কিছু পরে এরিয়ানের লেফ্‌ট-আউট তার সামনে দিয়ে বল নিয়ে ছুটে যাবার সময় তিনি মাঠের মধ্যে পা বাড়িয়ে এরিয়ানের খেলোয়াড়কে ফেলে দিলেন। কি সিদ্ধান্ত দিতে হবে?

উত্তর—মহমেডান স্পোর্টিংয়ের রাইট হাফ ব্যাকের বিরুদ্ধে ডিরেক্ট ফ্রি কিক। কারণ ঘটনাস্থল মাঠের মধ্যে। **(আইন—১২)**

১২১। প্রশ্ন—অব্যর্থ গোল বাঁচাতে গিয়ে রক্ষণকারী দলের ব্যাক গোল-এরিয়ার মধ্যে বলটি ঘুষি মেরে সরিয়ে দিলেন, কিন্তু বল পোস্টে লেগে গোলে প্রবেশ করল। রেফারী হিসাবে আপনি কি পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেবেন?

উত্তর—না গোলের। কারণ রেফারীর এমন কোন নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়—যাতে অপরাধী পক্ষ লাভবান হয়। পেনাল্টি থেকে তো গোল না ও হতে পারে। **(আইন—১২ ও ৫)**

১২২। প্রশ্ন—নীচের লেখা ঘটনায় আপনার সিদ্ধান্ত কি? (১) আপনি অপরাধকে কোন অপরাধ বলে মনে করবেন (২) অপরাধের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, এবং (৩) কিভাবে খেলা আরম্ভ করবেন।

(এ) একজন খেলোয়াড় বার বার আপনার সিদ্ধান্তের বিরূপ সমালোচনা করে চলেছেন।

(বি) গোল-কিপার বল ধরে থাকা অবস্থায় আক্রমণ দলের খেলোয়াড় সেই বল কিক করতে চেষ্টা করেছেন।

(সি) একজন আহত খেলোয়াড়ের প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্য আপনি খেলা থামিয়েছেন। তখন দেখলেন রক্ষণ দলের ব্যাক নিজ পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে প্রতিপক্ষের একজনকে আঘাত করলেন। কারণ ব্যাকের মতে সেই খেলোয়াড়ের জন্য তাঁর দলের খেলোয়াড় আহত হয়েছেন।

(ডি) প্রতিপক্ষের ন্যায়সঙ্গত চার্জে মাটিতে পড়ে যাওয়া খেলোয়াড় মাটি থেকে উঠেই যিনি চার্জ করেছেন তাঁর দিকে তেড়ে গেলেন এবং রাগতভাবে বললেন, 'আবার যদি এভাবে চার্জ কর তোমাকে দেখে নেব'। গণ্ডগোলের আভাষ পেয়ে আপনি খেলা থামালেন।

(ই) রক্ষণদলের ব্যাক যাতে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে বল খেলতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে আক্রমণ দলের ফরোয়ার্ড ইচ্ছে করে বাধার সৃষ্টি করায় রেফারী বাঁশী বাজিয়েছেন। একটু পরেই তিনি শুনলেন ব্যাক আক্রমণ দলের ফরোয়ার্ডকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করছেন।

উত্তর—(এ) (১) অভদ্র আচরণ, (২) বিধি অনুযায়ী সতর্ক করতে হবে (৩) যেখানে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড় রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরূপ সমালোচনা করেছেন সেখান থেকে ইন ডিরেক্ট ফ্রি কিক (আইন—১২)

(বি) (১) বিপজ্জনক খেলা (২) খেলা বন্ধ করে খেলোয়াড়কে প্রয়োজনবোধে সতর্ক করা, (৩) অপর পক্ষের স্বপক্ষে ইন ডিরেক্ট ফ্রি কিক। (আইন—১২)

(সি) (১) হিংসাত্মক আচরণ (২) অপরাধী খেলোয়াড়ের নাম গ্রহণ করে তাঁকে মার্চিং অর্ডার দান, (৩) ড্রপ দিয়ে খেলা আরম্ভ, কারণ অপরাধের সময় বল ডেড ছিল, (আইন—১২)

(ডি) (১) অভদ্র আচরণ, (২) অপরাধী খেলোয়াড়কে সতর্ক করা, (৩) অপরাধের স্থান থেকে প্রতিপক্ষ দলের ইন ডিরেক্ট ফ্রি কিক (আইন—১২)

(ই) (১) হিংসাত্মক আচরণ, (২) অপরাধী খেলোয়াড়ের নাম গ্রহণ এবং তাকে মার্চিং অর্ডার, (৩) বাধা সৃষ্টির জন্য আগেই খেলা থামান হয়েছে, সুতরাং ইন ডিরেক্ট ফ্রি কিক দিয়ে খেলা আরম্ভ (আইন—১২)

১২৩। প্রশ্ন—কর্নার-কিকের সময় অফ-সাইড নেই। কর্নার-কিক করার পর আপনি গোলের ৫ গজ দূরে বলটি পেয়ে যখন গোল করলেন তখন আপনার দলের লেফ্‌ট্‌-ইন্‌ গোলের মধ্যে ক্রসবারের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। গোলটি কি আইনসম্মত?

উত্তর—না, গোলটি অফ সাইডদুষ্ট। কারণ কর্নার কিকের সময় লেফ্‌ট ইন নিশ্চয়ই অফ সাইড হচ্ছেন না হচ্ছেন আপনার কিকের সময়। (আইন—১১)

১২৪। প্রশ্ন—ব্যাঙ্গালোর ব্লুজের ব্যাক একটি বল ক্লিয়ার করতে গেলেন, বলটি রেফারীর মাথায় লেগে অফ্‌-সাইড দাঁড়ানো প্রতিপক্ষের সেণ্টার-ফরোয়ার্ডের কাছে যেতেই তিনি গোল করে দিলেন। গোলটি কি আইনসম্মত?

উত্তর—হ্যাঁ আইনসম্মত। কারণ সেণ্টার ফরোয়ার্ড বল পেয়েছেন প্রতিপক্ষের ব্যাকের কাছ থেকে। আইনে রেফারীর মাথায় লাগার ঘটনা উপেক্ষণীয়। (আইন—১১)

১২৫। প্রশ্ন—মারাত্মক ফাউল করার জন্য রেফারী 'এ' দলের ব্যাককে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছেন। ব্যাক নিজেদের গোলের পাশে বসে আছেন। 'বি' দলের স্টপারের শটে অবধারিত গোল হচ্ছে দেখে তিনি মাঠে ঢুকে ঘুসি মেরে গোল বাঁচিয়ে দিলেন। রেফারী কি সিদ্ধান্ত দেবেন?

উত্তর—পেনাল্টি কিক যদিও ব্যাক বহিস্কৃত খেলোয়াড়।

১২৬। প্রশ্ন—পেনাল্টি-কিকের সময় রক্ষণকারী দলের ব্যাক মাঠের বাইরে নিজেদের গোলের পাশে দাঁড়াতে পারেন কি?

উত্তর—না, মাঠের মধ্যে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে এবং বল থেকে অন্ততঃ ১০ গজ দূরে দাঁড়াতে হবে। (আইন—১৪)

১২৭। প্রশ্ন—নীচেয় লেখা কারণে আপনি ফ্রি-কিক দিয়েছেন। এখন বলুন, ঐ ফ্রি-কিক যদি বিপক্ষেব গোলে ঢোকে আপনি গোলের নির্দেশ দেবেন কি না?

(এ) দুইপক্ষেব দুইজন খেলোযাড বল হেড কবার জন্য একই সংগে লাফিয়েছেন। আপনি দেখেছেন একজন আব একজনেব জামা ধবে টেনেছেন।

(বি) প্রতিপক্ষেব মুখেব সামনে বল, একজন খেলোয়াড় এক পা শূন্যে বেখে আর এক পাযে এমনভাবে বল কিক কবলেন, যাকে ডাবল কিক বা 'বাইসাইকেল' কিক বলে।

(সি) গোল-কিপাব নিজ পেনাল্টি-এবিয়াব কিনাবায় বল ধবার সংগে সংগে প্রতিপক্ষেব ন্যায়সংগত চার্জে এবিয়ার বাইবে চলে গেলেন, তখনও তাঁব হাতে বল।

(ডি) প্রতিপক্ষেব খেলোয়াডেব দিকে পেছন দিক বেখে একজন খেলোযাড নিজেব গোলেব দিকে মুখ বেখে অববোধ সৃষ্টি কবায় প্রতিপক্ষ তাকে ধাক্কা দিয়ে সবিযে দিয়েছেন।

উত্তব—(এ) গোল হবে, (হোল্ডিংযেব অপবাধ) (বি) গোল হবে না, (বিপজ্জনক খেলা) (সি) গোল হবে, (যদিও প্রতিপক্ষেব চার্জে পেনাল্টি এবিযাব বাইবে যাবাব ফলে গোল-কিপাবেব হ্যান্ডবল হযেছে, তবু ডিবেক্ট ফ্রি কিক হবে। কাবণ, আইনে গোল কিপাবেব বল ধবাব সংগে সংগে বল হস্তমুক্ত কবতে উপদেশ দেওযা আছে) (ডি) গোল হবে (প্রতিপক্ষ অববোধ সৃষ্টি কবলেও তাকে ধাক্কা দেওযা যায না সংগতভাবে চার্জ কবা যায মাত্র। ধাক্কাব শাস্তি ডিবেক্ট ফ্রি কিক)

১২৮। প্রশ্ন—আচ্ছা বলুন তো, খেলাব সময মাঠেব মধ্যে একেবাবেই না ঢুকে কোন খেলোয়াডের পক্ষে গোল কবা সম্ভব কি না?

উত্তব—হ্যাঁ সম্ভব। ধবুন আপনাদেব দলে একজনেব স্থান খালি আছে। আপনাদেব দল কর্নাব কিক পেযেছে। ঐ সময আপনি খেলায অংশ গ্রহণেব জন্য বেফাবীব অনুমতি পেযে মাঠেব বাইবে থেকেই কর্নাব কিক কবে সবাসবি গোল কবলেন আবাব বেফাবীব অনুমতি নিযে মাঠেব বাইবেই বসে বইলেন। গোল হবাব সংগে সংগে সমাপ্তিব বাশী বাজলে বাইবে থাকাব জন্য অনুমতিবও প্রযোজন হয না।

১২৯। প্রশ্ন—আব কেউই আইনসম্মতভাবে বল স্পর্শ কববে না, অথচ একজন খেলোযাড পর পব ২টি গোল কববে। এটা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় কি ভাবে গোল হবে বুঝিয়ে দিন। মনে বাখবেন, কিক-অফ্ থেকে সবাসবি গোল হয না এবং একটি গোলেব পব অপব পক্ষকে মধ্য মাঠ থেকে খেলা আবম্ভ কবতে হয়; ফলে তখনই অপবেব স্পর্শ হয়ে যায়।

উত্তব—আব কাবো স্পর্শ ব্যতিবেকে একজনেব পক্ষে পবপব ২টি গোল কবা সম্ভব। কি কবে সম্ভব?

ধবুন আপনি হাফ টাইমেব কযেক সেকেন্ড আগে গোল কবায মধ্যমাঠ থেকে প্রতিপক্ষ দলেব খেলা আবম্ভেব সুযোগ ঘটল না। আপনাব একটি গোল হযে বইল। দ্বিতীযার্ধে আপনাদেবই খেলা আবম্ভ কবাব পালা। আপনি মধ্যমাঠ থেকে উঁচু দিযে লম্বা কিক কবলেন এবং কিক কবেই বিপক্ষেব গোলেব দিকে ছুটতে আবম্ভ কবলেন। বল তখন শূন্যে বযেছে। আপনাকে বা আপনাদেব পক্ষেব কাউকে বিপক্ষেব কেউ ডিবেক্ট ফ্রি কিক যোগ্য ফাউল কবল এবং সেই ফ্রি-কিক থেকে আপনিই সবাসবি গোল কবলেন। তাহলেই আব কাবো স্পর্শ ব্যতিবেকে আপনাব পব পব ২টি গোল কবা হল। **(বেফাবী অ্যাসোসিযেশনেব গবেষণা)**

১৩০। প্রশ্ন—এইভাবে একজন খেলোযাড়কে দিয়ে পব পব তিনটি গোল কবাতে পাবেন কি?

উত্তর—তিনটি গোল কবা সম্ভব, যদি প্রথম গোলটি বিশ্রামেব আগে নিজেব গোলে করা হয এবং ১২৯ নম্বব প্রশ্নেব সমাধানেব মত দ্বিতীয গোল কবাব পদ্ধতিতে দ্বিতীয গোলটি বিশ্রামেব অব্যবহিত পূর্বে এবং তৃতীয গোল দ্বিতীযার্ধেব সূচনায কবা যায। **(রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণা)**

১৩১। প্রশ্ন—বলুন তো, বর্তমানে ফুটবল আইনের রচয়িতা কারা?

উত্তর—'ইণ্টারন্যাশন্যাল রেফারীজ অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড' এবং 'ফিফা'র 'রেফারীজ কমিটি'র যুগ্ম দায়িত্ব।

১৩২। প্রশ্ন—ফুটবলের আইন-বইয়ে খেলোয়াড়দের চার রকমের আচরণের কথা বলা হয়েছে। যেমন Misconduct (অসৎ বা অশোভন আচরণ), Ungentlemanly Conduct (অভদ্র আচরণ), Serious Misconduct (গুরু ধরনের অসৎ আচরণ), এবং Violent Conduct (উগ্র বা হিংস্র আচরণ)।

এই চার রকমের আচরণের পার্থক্য সম্বন্ধে আপনার সঠিক ধারণা কি? প্রতি আচরণের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

উত্তর—(এ) মিস্‌কণ্ডাক্ট বা অশোভন আচরণ হচ্ছে: ইচ্ছে করে আইন লঙ্ঘন করা, কিংবা ইচ্ছে করে বল খেলতে দেরি করা, অথবা খেলার মাধুর্য এবং দর্শকদের আনন্দ নষ্ট করা ইত্যাদি। যেমন: (ক) গোল-কিপারের দ্বারা ক্রস-বার টেনে নামানো, (খ) ইচ্ছে করে আইন লঙ্ঘন, (গ) ফ্রি-কিক করতে দেরি করা, (ঘ) প্রতিপক্ষের ফ্রি-কিকের সময় ইচ্ছে করে ১০ গজ দূরে না দাঁড়ানো, (ঙ) ফ্রি-কিকের বা অন্য কিকের সময় যথাস্থানে বল না বসিয়ে এগিয়ে বল বসিয়ে কিক করার চেষ্টা, (চ) বারবার ইচ্ছে করে মাঠের বাইরে বল কিক করে খেলার আনন্দ নষ্ট করার চেষ্টা ইত্যাদি।

(বি) আনজেণ্টলম্যানলী কণ্ডাক্ট বা অভদ্র আচরণ হচ্ছে: এমন ধরনের আচরণ যা অপর খেলোয়াড়ের বা রেফারীর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রেফারীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ বা আইন লঙ্ঘনের এমন ঘটনা যা ক্রীড়াধারার নীতিবিরোধী। যেমন: (ক) আহত হওয়া ছাড়া রেফারীর বিনা অনুমতিতে মাঠ ত্যাগ, (খ) রেফারীর বিনা অনুমতিতে খেলার মধ্যে মাঠে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশ, (গ) রেফারীর সিদ্ধান্তে ভিন্নমত প্রকাশ, (ঘ) অঙ্গভঙ্গী, (ঙ) গোল-কিপারের বলের উপর শুয়ে পড়া, (চ) দর্শকদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি ইত্যাদি।

(সি) সিরিয়াস্ মিসকণ্ডাক্ট বা গুরু ধরনের অসৎ আচরণ (বা অশোভন আচরণ) হচ্ছে: (ক) যথাযোগ্য দূরত্বে না দাঁড়িয়ে ফ্রি-কিক করার দেরি ঘটানো, (খ) সময় নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ফ্রি-কিক করতে দেরি করা (গ) রেফারীর ড্রপের সময় ইচ্ছে করে আইন লঙ্ঘন করে সময় নষ্ট করার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

(ডি) ভায়োলেণ্ট কণ্ডাক্ট বা উগ্র আচরণ হচ্ছে: (ক) গালাগালিযুক্ত ভাষা ব্যবহার, (খ) খেলার সময় উদ্ধত বা হিংস্র আচরণ, (গ) কর্মকর্তা বা খেলোয়াড়দের প্রতি আক্রমণ, (ঘ) প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে মারাত্মক ধরনের ফাউল ইত্যাদি।

বইখানিতে ফুটবলের আইন-কানুনের সমস্ত বিষয়ের আলোচনা বিশেষ যত্ন সহকারে করা হয়েছে। তবু যদি কোন পাঠকের কোন বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা থাকে, তবে স্ট্যাম্পসহ প্রকাশকের ঠিকানায় চিঠি লিখলে সানন্দে সমাধান জানানো হবে।

পরিভাষা

প্রয়োজনীয় শব্দের মূল অর্থ

মাঠ (Field of play)	খেলার মাঠ
গোল-লাইন (Goal lines)	মাঠের দুই প্রান্তের প্রস্থ লাইন, যার উপর গোলের খুঁটি পোতা হয়
টাচ-লাইন (Touch lines)	মাঠের লম্বালম্বি দুই পাশের দীর্ঘ লাইন
টাচ (Touch)	টাচ-লাইনের পাশে মাঠের বাইরের জমি
হাফওয়ে লাইন (Halfway line)	এক টাচ-লাইন থেকে আর এক টাচ-লাইন পর্যন্ত মাঠের মাঝখান দিয়ে টানা যে লাইন মাঠকে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে
সেণ্টার সার্কেল (Centre circle)	মাঠের মধ্যে কেন্দ্রবিন্দু থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকা বৃত্ত
পেনাল্টি-স্পট বা মার্ক (Penalty spot)	গোলের মধ্যবিন্দু থেকে সোজাসুজি মাঠের মধ্যে ১২ গজ দূরে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে আঁকা পেনাল্টি-কিক করবার চিহ্ন
ফ্লাগ-পোস্ট (Flag post)	পতাকা দণ্ড
এরিয়া (Area)	নির্দিষ্ট সীমা
মার্কিং (Marking)	মাপজোকের দাগ বা চিহ্ন
হাফ-টাইম (Half time)	মধ্য সময়ের বিরতি
ডায়গ্রাম (Diagram)	প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণের অনুচিত্র
স্টাড (Studs)	বুটের গুটিকা
বার (Bars)	বুটের বাট
টস (Toss)	মুদ্রা নিক্ষেপ
ড্রপ (Drop)	রেফারীর দ্বারা বল মাটিতে ফেলে দেওয়া

ডিরেক্ট ফ্রি-কিক (Direct Free kick)	যে কিক থেকে সরাসরি বিপক্ষের বিরুদ্ধে গোল হয়
ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক (In-direct Free kick)	আর কারো স্পর্শ ব্যতিরেকে যে কিক থেকে সরাসরি গোল হয় না
প্লেস কিক (Place kick)	মধ্যমাঠের কেন্দ্রস্থলে নিশ্চল অবস্থায় বল থাকা সময়ে যে কিক করা হয়
কিক-অফ্‌ (Kick off)	প্লেসকিক আর কিক-অফ্‌ একই কিক। খেলা আরম্ভের সময় বলা হয় কিক-অফ্‌
গোল-কিক (Goal kick)	আক্রমণ দলের স্পর্শের পর গোল ব্যতিরেকে বল গোল-লাইন অতিক্রম করলে গোল-এরিয়ার মধ্যে বল বসিয়ে রক্ষণকারী দলের কিক
কিকার (Kicker)	যে বল কিক করে
ওয়াল (Wall)	ফ্রি-কিকের সময় বল রক্ষার জন্য রক্ষণ দলের খেলোয়াড়দের একই লাইনে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে প্রাচীর রচনা
অন-সাইড (On side)	অফ্‌-সাইড মুক্ত
অ্যাডভাণ্টেজ (Advantage)	অপর পক্ষকে খেলার সুযোগ দেবার জন্য অপরাধীর অপরাধ উপেক্ষা
হ্যাণ্ড বল (Hand Ball)	ইচ্ছে করে হাত দিয়ে বল খেলা
মার্চিং অর্ডার (Marching Order)	মাঠ থেকে বের হয়ে যাবার আদেশ
ক্যারিং (Carrying)	বল ধরা অবস্থায় গোল-কিপারের ৪ পায়ের বেশী যাওয়া
বাউন্সিং (Bouncing)	মাটিতে বল ঠুকে দেওয়া
সাসপেণ্ড (Suspend)	সাময়িকভাবে খেলার অধিকার হরণ
আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত (International Board Decisions)	আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের সিদ্ধান্ত
ফিফা (FIFA)	ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশন্যাল দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, অর্থাৎ বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা
এফ এ (FA)	(ইংলণ্ডের) ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন

মূল আইনের শব্দ ও ভাষায় যে অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে

Fair charge	ন্যায়সঙ্গত কায়িক সংঘর্ষ
Unfair charge	অন্যায় কায়িক সংঘর্ষ
Encroachment	অনুপ্রবেশ
Defending side	রক্ষণ দল
Attacking side	আক্রমণ দল
Offending side	অপরাধী পক্ষ
Diagonal System of control	কোনাকুনি পদ্ধতির পরিচালনা
Diagonal used by Referee	রেফারীর কোনাকুনি রেখা
Co-operation Between Referees And Linesmen	রেফারী ও লাইন্সম্যানদের মধ্যে সহযোগিতা
Cross Diagonal for Linesmen	লাইন্সম্যানদের বিপরীত রেখা
Punishment	দণ্ড বা শাস্তি
Infringement	নিয়মভঙ্গ
Law	আইন
Misconduct	অসদাচরণ
Serious Misconduct	গুরুতর অসা
Ungentlemanly conduct	অভদ্র আচরণ
Violent conduct	হিংসাত্মক বা মারাত্মক আচরণ
Serious Foul Play	মারাত্মকভাবে ফাউল করে খেলা
Dangerous Play	বিপজ্জনকভাবে খেলা
Caution	সতর্ক করা
Gesticulation	অঙ্গভঙ্গী
Whole of the ball	বলের সম্পূর্ণ অংশ
Substitute	পরিবর্ত খেলোয়াড়
Agreed time	চুক্তিমত সময়
Dead ball	মরা বল
Ball in Play	বল খেলার মধ্যে
Ball out of Play	বল খেলার বাইরে
Counter Attack	প্রতি আক্রমণ
Discretionary Power	নিজ বিচার বিবেচনা মত কাজ করবার অধিকার
Neutral Linesman	নিরপেক্ষ লাইন্সম্যান
National Association	জাতীয় সংঘ
Affiliated Association concerned	সংশ্লিষ্ট প্রধান সংঘ
Own Half (field of play)	নিজেদের সীমা
Opponent's Half (field of play)	প্রতিপক্ষের সীমা